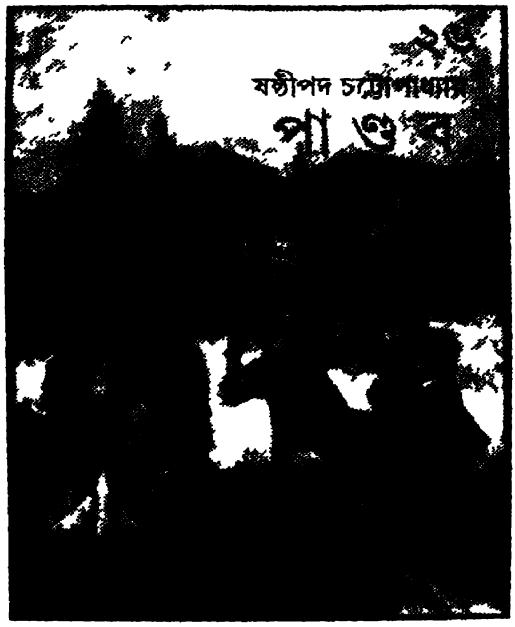

পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাঁইত্রিশ অভিযান

মধ্যরাতে হঠাৎই টেলিফোনটা যান্ত্রিক সুরে বেজে উঠল। ঘুমটা ভেঙে গেল বাবলুর। এত রাতে কে ফোন করে? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত একটা। ঘুমভাঙা চোখে উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরেই বলল, "হ্যালো ...।"

"তুমি কি পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলু?"

"হ্যাঁ, বলছি।"

"গুড নাইট।"

"শুভরাত্রি।"

"শোনো, আমি হাওড়া শিবপুর থেকে সোহম পাল বলছি। এই রাতদুপুরে তোমাকে বিরক্ত করবার জন্য আমি দুঃখিত। তুমি আমার ওপর রাগ করছ না তো?"

"যদি অপ্রয়োজনে করে থাকো তা হলে নিশ্চয়ই রাগ করব। আর যদি সত্যিই কোনও দরকার থাকে, তা হলে ।"

"এইমাত্র আমি একটা খুন করেছি। কাকে করেছি জানো? আমার আদরের বোন কুমকুমকে। এই বছরই সে এইচ এস দিত। কী সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটা। অথচ আমি তাকে খুন করলাম। যার জন্য করলাম সে কিন্তু বহাল তবিয়তেই আছে। এই মুহূর্তে আমি নিজেকেও খুন করতাম। না, না, আত্মঘাতী হতাম। কিন্তু যতক্ষণ না ওই শয়তানটাকে আমি শেষ করতে পারছি ততক্ষণ আমি এ-কাজ করব না। শত্রুর শেষ না রেখে পৃথিবী থেকে যাচ্ছি না আমি। আচ্ছা বাবলু, মৃত্যু বড় মহান। মৃত্যু খুব সুন্দর, তাই না?"

"যথার্থই। তাই বলে এইভাবে অপঘাতে মৃত্যু নয়। কিন্তু এ কাজ তুমি কেন করলে? আর এ-কথা তুমি আমাকেই বা জানাচ্ছ কেন? থানায় ফোন করে পুলিশের কাছে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করলেই পারতে।"

"কী যে বলো, কুমকুমকে তোমরা তো দেখোনি। সহজ সরল, শান্ত, সুন্দর নম্রতার প্রতিমূর্তি সে। তোমরাই ওর দেবতা। তোমাদের পাঁচজনের ছবি ওর অ্যালবামে অতি যত্নে রাখা আছে। সেই যে সেবার খবরের কাগজে তোমাদের ছবি বেরিয়েছিল, সেই ছবির কপি ও প্রেস ফোটোগ্রাফারদের কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়ে এসে নিজের অ্যালবামে গুছিয়ে রেখেছে।"

"তোমাদের মা-বাবা ...।"

"তাঁরা কোনও একটি দুর্ঘটনায় দু'জনেই গত হয়েছেন। একবছরও হয়নি। আমি আর আমার বোন থাকতাম। কিন্তু আমাদের দু'জনের মাঝখানে এমন একজন রয়ে গেছে যে, তারই কারণে প্রাণ দিতে হল কুমকুমকে।"

"কারণটা কী জানাতে আপত্তি আছে?"

"আপত্তি থাকলে এই মধ্যরাতে তোমাকে ঘুম থেকে তুলে এত কথা বলি? তোমার তো স্কুটার আছে। সাহসে ভর করে চলেই এসো না আমাদের বাড়ি। আমার বোন কুমকুমকে দেখবে। ম্যাগনোলিয়া ফুলের মতো মেয়েটা কেমন ঘুমিয়ে আছে, নিজের চোখেই দেখে যাও।"

"তোমাদের বাড়িটা ঠিক কোনখানে?"

"খুব ভাল জায়গায়। মন্দিরতলায় দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার মুখে—।"

"এই রাতদুপুরে আমার সঙ্গে রসিকতা করছ না তো?"

"না। এমনকী প্রলাপও বকছি না। কেন না বোনের শোকে পাগল হয়ে গেলে টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘেঁটে তোমার ফোন নম্বর খুঁজে তোমাকে ফোন করবার মানসিকতা থাকত না।"

"কিন্তু টেলিফোন তো আমার নামে নয়, আমার বাবার নামে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কৃতী ছেলেমেয়েদের বাবা-মায়েরাও সকলের পরিচিত হন, তা জানো না বুঝি? তোমার বাবার নাম জানি বলেই তো নাম্বারটা খুঁজে পেলাম। যাক, তুমি একটুও দেরি না করে এখনই চলে এসো। আর শোনো, তোমার ওই পিস্তলটাও নিয়ে এসো সঙ্গে। যে শয়তানটার জন্য আমার বোনকে আমি মেরে ফেললাম, সেই শয়তানটাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে। আমার তো পিস্তল নেই। ওটার ব্যবহারও জানি না। জানলে আমিই শেষ করে দিতাম। ওকে মেরে আর একটি বুলেট আমার জন্য খরচ কোরো তুমি। ভয় নেই, হত্যার দায় তোমার ঘাড়ে চাপাব না। একটা চিঠিতে আমি সব কথা পরিষ্কার করে লিখে রেখে যাব, যাতে তোমার ওপর দোষ না পড়ে। এই দুঃসময়ে তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও বন্ধু। এই মুহূর্তে আমার মানসিক অবস্থাটা যে কী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?"

বাবলুর মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যাওয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল।

এত রাতে টেলিফোন আসায় মায়েরও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তাই মা এসে দরজা আগলে বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস এই রাতদুপুরে?"

"এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেছে এই রাতের অন্ধকারে, যেখানে আমার না গেলেই নয়।"

"কী এমন ব্যাপার ঘটল যে, এখনই বেরোতে হবে?"

বাবলু তখন ফোনের কথা মাকে সব বুঝিয়ে বলল।

মা বললেন, "তোর কি মাথাখারাপ হয়েছে? এমন কখনও হয়? এ নিশ্চয়ই কোনও দুষ্টু লোকের চক্রান্ত। এইভাবে ফল্‌স টেলিফোনে তোকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন অথবা গুম করবে। তুই যাস না বাবলু, আমার কথা শোন। শয়তানেরই চাল এটা।"

"না মা। ছেলেটির কণ্ঠস্বরই বুঝিয়ে দিচ্ছে এটা কোনও দুরভিসন্ধির ব্যাপার নয়। আর তাই যদি হয়, আমি যদি কারও টার্গেটই হয়ে থাকি, তা হলেও কি রেহাই পাব? আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই ওরা।"

"তা হলে বিলু আর ভোম্বলটাকে অন্তত সঙ্গে নে।"

"কী দরকার এই রাতদুপুরে ওদের ডিসটার্ব করবার?"

"দরকার আছে। গেলে সবাই যাবি, না গেলে কেউই যাবি না। তোর এই একা যাওয়ার ব্যাপারে আমার মন সায় দিচ্ছে না মোটেই।"

পঞ্চু পাশেই ছিল। মায়ের কথা শেষ হতেই দেহটা টান করে ডেকে উঠল, "ভো-উ-উ-উ।" অর্থাৎ— কথাটা ঠিকই। একা যাওয়া কখনওই উচিত নয়। তবু যদি যেতেই হয়, আমি তো আছি। ভয়টা কী?

বাবলু বলল, "এর পরেও কি বলবে মা, আমি একা?"

"না, তা বলব না। তবুও ওদের না নিয়ে তুই যাবি না। যাওয়ার আগে থানায় একটা ফোন করে সব কিন্তু জানিয়ে যাস।"

মা তখন নিজেই ফোন করলেন বিলু, ভোম্বলকে।

খবর পাওয়ামাত্রই হইহই করে ছুটে এল সবাই। আসবার সময় বাচ্চু-বিচ্ছুকেও নিয়ে আসতে ভুলল না। ওদের প্রত্যেকেরই এখন স্কুটার হয়ে গেছে। হালকা ধরনের সানি। কাজেই কোনও অসুবিধে হল না। ওদের তিনজনের তিনটি আলাদা স্কুটার। বাচ্চু-বিচ্ছুর একটাই। তা হোক, ওরা একটুও দেরি না করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হল মন্দিরতলার পথে। এ রাত আতঙ্কের রাত।

যথাস্থানে পৌঁছে ওরা দেখল এত রাতেও একটি বাড়িতে আলো জ্বলছে। বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াতেই নেমপ্লেটটা চোখে পড়ল, এম সি পাল। ছেলেটি ফোনে জানিয়েছিল ওর নাম সোহম পাল। অতএব বোঝাই যাচ্ছে এই বাড়িরই ছেলে ও।

ওরা ডোর-বেল-এ চাপ দিতেই একটি ছেলে এসে দরজাটা খুলে দিল। ছেলেটি ওদেরই বয়সি। রাজপুত্রের মতো দেখতে। ছেলেটির মুখের দিকে তাকাতেই বোঝা গেল কেমন যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে ওর ওপর দিয়ে। মানসিক উত্তেজনার ঝড়।

বাবলু বলল, "তুমিই কি ...?"

"হ্যাঁ। আমারই নাম সোহম পাল। আমিই ফোন করেছিলাম তোমাকে। যাক, তোমরা সকলেই এসেছ দেখছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিঃশব্দে বাড়ির ভেতর ঢুকল। সুন্দর আসবাব দিয়ে সাজানো একটি ঘরের ধবধবে বিছানায় এক কিশোরী শুয়ে আছে। চাঁদের মতো ফুটফুটে। এই তা হলে কুমকুম! কিন্তু কেন এই হত্যাকাণ্ড? কী কারণ থাকতে পারে এর নেপথ্যে? যার জন্য ওর এই অন্তিম পরিণতি!

হঠাৎই পঞ্চুর বিকট চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। ভীষণ হাঁকডাক করে পঞ্চু ছুটে গেল কিচেনের দিকে। অমনই বিজাতীয় একটা কণ্ঠস্বরও কানে এল ওদের "ফ্যাঁ-অ্যাঁ-চ। ফ্যাঁ-চ—।" কেউ যেন রাগে ফুঁসছে। তারপর সে কী প্রচণ্ড হুটোপুটি, দাপাদাপি।

পঞ্চুও ছাড়বার পাত্র নয়। চিৎকারে মাত করে দিল চারদিক।

ওরা দেখল একটা কালো বেড়াল ভয়ংকর মূর্তিতে গায়ের লোম খাড়া করে পঞ্চুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি। তারপরই রণে ভঙ্গ দিয়ে একেবারে খাটের ওপর এসে উঠল বেড়ালটা। যে খাটে কুমকুম শুয়ে ছিল, সেই খাটে।

এমন ভীতিকর প্রাণী এর আগে ওরা আর কখনও দেখেনি। কী সাংঘাতিক। দেখলেই ভয় লাগে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই ভয়ে চোখ বুজল। বেড়াল নয় তো, যেন অশুভ প্রেতের অবতার।

বাবলু, বিলু, ভোম্বলও স্থির।

চমকের ঘোরটা কাটিয়ে একসময় ওরা বিছানার কাছাকাছি এল। বেড়ালটা আবার ফুঁসে উঠল রণং দেহি মূর্তিতে। ভাবটা এই যে, কাছে এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। সে কী ভয়ানক মূর্তি তার!

সোহম চিৎকার কবে বলল, "ফায়ার! ফায়ার! ওর শেষ বেখো না বাবলু। শুধু ওরই কারণে কুমকুমের এই অবস্থা।"

বাবলু সাহসে ভর করে আর এক পা এগোতেই বেড়ালটা লাফিযে একটা স্টিলের আলমারির মাথায় উঠে গেল। তারপর সেখান থেকেই কটাসে চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের। আর রাগে ফুঁসতে লাগল।

সোহম বলল, "কী হল? মারো।"

বাবলু বলল, "সম্ভব নয়। তার কারণ বদ্ধ ঘরে বেড়াল হচ্ছে বাঘের চেয়েও ভযংকর। তার চেয়ে ও যেমন আছে তেমনই থাক। ওকে বরং নিজের থেকেই চলে যেতে দাও।"

"ও যাবে না। ওই অশুভ বেডালটা আমাদেব বাড়িতে আসার পরই আমাদের মা-বাবা দু'জনেই দুর্ঘটনায় মারা যান। ওরই কারণে আমার আদরের বোন—। এখন বাকি রইলাম আমি। আমিও বাঁচব না বাবলু। তাই ওকে মেরে আমি মরতে চাই।"

বাবলু সব শুনে কোনও মন্তব্য না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল কুমকুমের দিকে। ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখল। গায়ের তাপ পরীক্ষা করল।

সোহম বলল, "ডোন্ট ডিসটার্ব। ওকে বিরক্ত কোরো না। শান্তিতে ঘুমোতে দাও। দেখছ না আমার আদরের বোন পরম নিশ্চিন্তে কেমন শুয়ে আছে।"

বাবলু তখন সকলকে কাছে ডেকে সকলের সাহায্য নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা করল কুমকুমকে। শরীরে তখনও উত্তাপ আছে। দেহটা একেবারেই শীতল হয়ে যায়নি। অথচ স্থির। ওরা জানত মৃত্যুর পরেও বেশ কিছুক্ষণ নাকি দেহের তাপ কমে না। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে অত্যন্ত মৃদুভাবে। তার মানেই প্রাণের স্পন্দন আছে।

বাবলু সোহমের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কি ধারণা কুমকুম সত্যিই মারা গেছে?"

"অফ কোর্স। কেন না আমি নিজের হাতে মেরেছি ওকে।"

"কিন্তু কোথাও তো সেরকম কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না।"

"পাবে না। তার কারণ ছুরি, গুলি ইত্যাদিতে ওকে মারা হয়নি। আবার গলা টিপে শ্বাসরোধ করেও মারা হয়নি ওকে।"

"তা হলে কীভাবে মেরেছ তুমি?"

"সন্দেশের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে রেখেছিলাম। তাই খেয়েই মরেছে ও।"

"কতক্ষণ আগের ঘটনা।"

"সম্ভবত রাত দশটার পর। আমি নাইট শো-তে সিনেমা দেখে রাত বারোটায় বাড়ি এসেই দেখি ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। ওর হাতে সেই অভিশপ্ত সন্দেশের বাক্স। যেটা আমি ওই ব্ল্যাকি শয়তানটার জন্যই রেখেছিলাম।"

"আশ্চর্য! কিন্তু কেন তুমি মারতে চেয়েছিলে ওকে?"

"তা হলে শোনো বাবলু, এই বেড়ালটা যে কোথা থেকে এসে জুটে গেল এখানে তা জানি না। একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সন্ধেবেলা বন্ধুদের আড্ডা থেকে ফিরে এসেই দেখি কুমকুমের আদর খাচ্ছে ও। দেখেই গা নিশপিশ করে উঠল। আমি ওটাকে দূর করে দিতে বললাম, কুমকুম শুনল না। মা-বাবা বারণ করলেন। তাতেও ফল হল না। দিনে দিনে বেড়ালটা খুবই প্রিয় হয়ে উঠল কুমকুমের। ওই—ওই দেখো আলমারির মাথায় বসে বেড়ালটা কেমন কাঁদছে। ওর চোখে জল। লক্ষ করেছ? কুমকুমের শোকে কাঁদছে ও। ও কিন্তু জানে না আজই ওব শেষ রাত।"

বাবলু লক্ষ করল সোহমের মধ্যে কেমন যেন একটা উন্মাদনার ভাব ফুটে উঠছে ক্রমশ।

সোহম আবার বলল, "যাই হোক, বেডালটা এই বাড়িতে আসার কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বাবা-মা এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। তখন থেকেই আমি হিংস্র হয়ে উঠি ওই বেড়ালটাকে মারবার জন্য। কিন্তু শত চেষ্টাতেও কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না ওর। ওর জ্বলনে বাড়িতে টেকা দায় হয়ে উঠল আমার। কোথাও কোনও খাবারদাবার রাখবার উপায় নেই। ঠিক ওর নজরে পডবে। ও খেয়ে নেবে। ওব মুখ দেখে কোথাও বেরোলে কাজে বিঘ্ন ঘটবে। আর যেখানেই যাই না কেন ওই অশুভটা কর্ম নষ্ট করবার জন্য, বিঘ্ন ঘটাবার জন্য ঠিক সময়েই এসে দেখা দেবে। তাই মনে মনে আমি স্থির করি কৌশল করেই মারতে হবে ওকে। এই ভেবে আমার বাবার এক ডাক্তার বন্ধুব ল্যাবরেটরি থেকে একটু বিষ এনে বেশি পরিমাণে সন্দেশের সঙ্গে মিশিয়ে খোলা জায়গায় কিচেনের মধ্যে রেখে দিই। এমন জায়গায় রেখেছিলাম যেখানে ওটা ওব চোখে পড়বেই। কুমকুম তখন বাড়ি ছিল না। ও ওর বান্ধবীর বাড়িতে গিয়েছিল। বলেছিল ফিরতে রাত হবে। আমিও গিয়েছিলাম সিনেমা দেখতে। ভেবেছিলাম বেড়ালটা এই সময়ের মধ্যে মরে পড়ে থাকবে। রাতে বাড়ি ফিবে ওকে উঠোনের মাটিতে পুঁতে দেব। তাব জায়গায়— ।"

বাবলু ওর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "রাত্রি এখন একটা। কুমকুম যদি রাত দশটার সময় ওই সন্দেশ খেয়ে থাকে তা হলে এখনও হয়তো সময় আছে। শিগগির ডাক্তার ডাকো। ডাক্তাবের পবামর্শ না নিয়ে ওকে কখনওই মৃত বলে মনে করা উচিত নয়। কেন না আমরা ওকে পরীক্ষা কবে অনভিজ্ঞ হয়েও ওব মধ্যে প্রাণেব স্পন্দন অনুভব করছি।"

"কিন্তু আমি বলছি বাবলু ও বেঁচে নেই। ওই বিষ খাওয়াব পর ও বেঁচে থাকতে পারে না। তোমাদেব ধারণা ভুল।"

"তাই যদি হয়, তবু একজন ডাক্তারবাবুকে নিযে আসতেই হবে। মৃতেব ডেথ সার্টিফিকেট তো চাই।"

"এই অবস্থায় কেউ ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না। সেসব হবে পোস্টমর্টেমের পর।"

"তবুও এই মুহূর্তে একজন ডাক্তারের প্রয়োজন। কেন না বিষ খেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মবে যাবে তা তো নয়। সাপে কাটা রোগীও সময়মতো চিকিৎসায় জীবন ফিরে পায়। আসলে অবহেলায মানুষ মবে। তোমাদের গৃহচিকিৎসক কে? এখনই একবার খবর দাও ওঁকে।"

"আমাদের গৃহচিকিৎসক আমার বাবার বন্ধু অম্বিকা সেন।"

"ওরে বাবা। উনি তো কলকাতার ট্রপিক্যাল মেডিসিনের একজন গবেষক ডাক্তার। একমাত্র উনিই পারবেন কুমকুমকে বাঁচাতে। শিগগির খবর দাও।"

সোহম নীরবে ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল।

ওদিক থেকে ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। অতিকষ্টে বলল, "আমাদের বাড়িতে এই মুহূর্তে আপনাকে একবার আসতেই হবে কাকাবাবু।"

ওদিক থেকে কী উত্তর এল বোঝা গেল না।

সোহম আবার বলল, "কুমকুম বিষ খেয়েছে। আর সেই বিষ আমিই দিয়েছি ওকে ...।" বলে ফোন রেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ঘরের মেঝেয় বসে পড়ল।

সেই আতঙ্কের বেডালটা তখন লাফিয়ে পড়ে রোঁয়া ফুলিয়ে ওর দিকে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে লাগল এক-পা এক-পা করে, "অ্যাঁ-ও-ও-ও।"

আর তখনই পঞ্চু আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর ক্ষণিকের ঝটাপটি। বেড়ালটা অল্প আহত হয়ে একলাফে উঠে গেল আলমারির মাথায়।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু এলেন। প্রবীণ ডাক্তার। এসে সব শুনে কুমকুমকে পরীক্ষা করে বললেন, "এই মেয়েটা মৃত এমন ধারণা হল কেন?"

সোহম কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "আসলে খাবারের সঙ্গে বিষটা তো আমিই মিশিয়েছিলাম।"

ডাক্তারবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "পয়জনটা আমার ল্যাবরেটরির ঠিক কোনখানে ছিল বলো তো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সোহম বলল।

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বললেন, "বুঝেছি। বোতলের গায়ে পয়জন কথাটা লেখা থাকলেও ওটা অবশ্য খুব একটা মারাত্মক নয়। তবে কি না বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেললে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু ঘটতে পারে।"

"আমি তো বেশি পরিমাণেই মাখিয়েছিলাম ওষুধটা।"

"আসলে হাই ড্রাগের একটা ঘুমের ওষুধ রাখা ছিল ওর মধ্যে। তারই প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে ও। মারাত্মক পয়জন হলে ও জিনিস আমি কখনওই হাতের কাছে রাখতাম না।"

সোহম ডাক্তারবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, "আমার কুমকুমকে আপনি বাঁচান কাকাবাবু। আপনি তো জানেন ও ছাড়া আমার কেউ নেই।"

"সন্দেশটা খাওয়ার পর একটু বমিটমি করেছিল?"

"অল্প। সেটা আমি জল দিয়ে ধুয়ে দিয়েছি।"

"তাতেই কিছুটা রক্ষা পেয়েছে। যাই হোক, অনেক দেরি করে ফেলেছ। এখন দেখা যাক, কতদূর কী করতে পারি।"

ডাক্তারবাবু এবার টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়ে ডায়াল করলেন, "হ্যালো ...।"

টেলিফোনটা ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ধরেছিলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, "এখনই একবার শৈলেন আর লীনাকে পাঠিয়ে দাও তো। খুব তাড়াতাড়ি। ই-টু এমার্জেন্সি বক্সটাও নিয়ে আসতে বলবে।" বলে ফোন রেখে ডাক্তারবাবু এসে কী একটা ইঞ্জেকশন দিলেন কুমকুমকে। তারপর প্রাথমিকভাবে যা-যা করা উচিত, করলেন।

নির্বাক পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেখতে লাগল সবকিছু।

আর বেড়ালটা একভাবে চেয়ে রইল ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে। তার চোখের দৃষ্টি তখন কত শান্ত। ক্রোধের লেশমাত্র নেই।

একটু পরেই শৈলেন আর লীনা এল। ডাক্তারবাবুর হেল্পিং হ্যান্ড। একজন কম্পাউন্ডার ও একজন সুদক্ষ নার্স। দু'জনেই অবস্থার গুরুত্ব বুঝে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে লেগে পড়ল কাজে।

ডাক্তার অম্বিকা সেনের নার্সিং হোমও আছে। তবুও কুমকুমকে এই অবস্থায় সেখানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন না। ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর রেখে যা যা করবার, করে চললেন।

সারারাত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ভোরের দিকে কুমকুমের অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সে।

দুর্যোগের মেঘ কেটে যাওয়ার পর ভোরের সূর্যোদয়ে মানুষের মন যেমন নব আনন্দে জেগে ওঠে, কুমকুম সুস্থ হলে, অকালমৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মনও তেমনই আনন্দে পরিপূর্ণ হল।

আর সোহম? আনন্দের আতিশয্যে কী যে করবে সে তা কিছুতেই ভেবে পেল না। ওর বাবা-মায়ের ছবির কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে ঝরঝর করে কাঁদতে লাগল সে।

ডাক্তারবাবু নার্স লীনাকে কুমকুমের কাছে রেখে হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

কম্পাউন্ডার শৈলেনও বিদায় নিল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে।

কুমকুম এখন সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত। তবে কি না এইসব কর্মকাণ্ডের পর শরীরের দুর্বলতা একটু রয়েই গেল। ওকে দেখে মনে হল যেন খুব একটা ভারী অসুখ থেকে উঠেছে ও।

আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা? রাতজাগা ঘুম ঘুম চোখে বিদায় নিল সোহমদের বাড়ি থেকে। সব শুনে ম্লান হেসে ওদের বিদায় জানাল কুমকুম।

হাওড়া শহরের এই অঞ্চলটা তখন একটু একটু করে কর্মমুখর হয়ে উঠছে।

॥ ২ ॥

যতই রাতজাগার ক্লান্তি থাক, দিনের আলো ফুটে উঠলে কিন্তু ঘুম ঘুম ভাবটা আর থাকে না। অনেকটা কেটে যায়। শরতের সোনার রোদে মিত্তিরদের বাগানের গাছপালাগুলো যখন ঝলমল করছিল, পাণ্ডব গোয়েন্দারা তখন এক এক করে সবাই এসে জড়ো হল সেখানে। তারপর যে যার জায়গামতো বসে গতরাতের ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চুই কথা বলল প্রথম, "সত্যি, ওইরকম কালো বেড়াল এর আগে আমি কখনও দেখিনি। তার ওপর অমন কুৎসিত চোখ। উঃ কী জঘন্য।"

বিচ্ছু বলল, "ওইগুলোকেই বোধহয় খটাস বলে, তাই না?"

বিলু বলল, "না। ভাম, খটাস ওগুলো সবই যদিও বেড়াল জাতীয়, তবুও ওদের মধ্যে পার্থক্য আছে।"

ভোম্বল বলল, "এই সাতসকালবেলা এইসব আলোচনা তোরা রাখ তো! অন্য কথা বল। এখনও পর্যন্ত ওই বিশ্রীটার কথা মনে পড়লে আমার গা যেন হিম হয়ে আসে।"

বাবলু কিন্তু একটি কথাও না বলে গোলঞ্চ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

পঞ্চুও ঘাসে মুখ গুঁজে বাবলুর গা ঘেঁষে শুয়ে রইল চুপচাপ।

বিচ্ছু বলল, "শুধু আমরা কেন, পঞ্চুও সহ্য করতে পারেনি ওকে। ওকে দেখামাত্রই কীরকম হাঁকডাক করে তেড়ে গেল, মনে আছে?"

বাবলু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "হ্যাঁ রে পঞ্চু, অমন সুন্দর কৃষ্ণ-মার্জারটাকে তোর ভাল লাগেনি?"

ভোম্বল রেগে বলল, "সুন্দর! কী যে বলিস তুই?"

পঞ্চু এবার ঘাস থেকে মুখ তুলে 'গোঁ-ও-ঔ' করে একবার ডেকে উঠে বাবলুর কোলে মুখ রাখল।

বাবলু বলল, "কেন, খারাপটা কী? ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সবকিছুই সুন্দর। তুই, আমি, বাচ্চু, বিচ্ছু, পঞ্চু, গাছের ওই ফুলগুলো, সবই সুন্দর। শুধু অসুন্দর যা, তা হল সোহমদের জীবনযাত্রাটা। অমন চমৎকার একটি বাড়ি। সুন্দর দু'টি ভাইবোন। অথচ অভিভাবকহীন। কত অসহায় বল তো ওরা?"

বাচ্চু বলল, "তা ঠিক।"

বিচ্ছু বলল, "কুমকুম মেয়েটা কী মিষ্টি, তাই না বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "মেয়েটার কথা থাক। যদিও কুসংস্কারের কোনও স্থান নেই আমাদের কাছে, তবুও বলি, সোহমের অপরাধটা কিন্তু গুরুতর নয়। কেন না ওই কৃষ্ণ-মার্জারের অশুভ আবির্ভাবের পর থেকেই যে ওদের সংসারে বিপর্যয় ঘটেছে তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। অতএব ওটাকে সরাবার জন্য তৎপর ওকে হতেই হয়েছে। ওটার প্রকৃতি যা, তাতে মনে হল ধরাছোঁয়ার বাইরে ও। এবং সেই কারণেই ওকে বিষ খাইয়ে মারতে চেয়েছিল সোহম।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মনে হয় অলক্ষণের একটি জীবন্ত প্রতীক ওটা। না হলে কুমকুমের মতো চমৎকার একটি মেয়ে ওই বেড়ালটার জন্য অত পাগল কেন? বেড়ালটা যাকে আকর্ষণ করে তাকেই সম্মোহিত করে।"

বাচ্চু বলল, "ওই বেড়ালটাকে নিয়েই এখন আমাদের গবেষণা করা উচিত। ওই বিরল প্রজাতির প্রাণীটি ওদের ওখানে কীভাবে এল, ওর উপস্থিতি কতদিনের, এসব জানতেই হবে আমাদের। কেন না ওই জাতীয় বেড়াল তো সচরাচর দেখা যায় না।"

বাবলু বলল, "হুঁ। বিষয়টা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন একটু আছেই। সব সংস্কারই সংস্কার নয়। যাই হোক, আজ বিকেলে সবাই একবার সোহমদের বাড়িতে যাই চল। ওদের মুখেই সব শুনি। কুমকুম নিশ্চয়ই এতক্ষণে আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। ওর সঙ্গেও আলাপ করে আসি। অমনই খোঁজখবরও নিয়ে আসি ওটার ব্যাপারে।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। মেয়েটা কেমন আছে না আছে এটা তো আমাদের জানা দরকার। সেইসঙ্গে দরকার ওদের দু'ভাইবোনের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির পালা চলেছে সেটারও অবসান ঘটানোর।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে ঠিক তখনই জিন্‌স পরা লাল গোলাপি একটি মেয়ে হালকা ধরনের একটি সাইকেলে চেপে সাঁ করে ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল।

পঞ্চু একবার লাফিয়ে উঠলেও ওর কিন্তু সহবত শিক্ষা আছে। কোনও মেয়েকে দেখলে ও কখনও তেড়ে যায় না। তাই কাছে গিয়ে ওর পা শুঁকতে লাগল।

মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই যে পঞ্চু মশাই, আমার পায়ে এভাবে সুড়সুড়ি দিয়ো না বাবা। খুব অস্বস্তি লাগছে। দারুণ আন ইজি ফিল করছি আমি।"

বাবলু হাঁক দিল, "পঞ্চু! কী হচ্ছে কী?"

পঞ্চু সরে এল।

গোলাপি মেয়েটি সাইকেলটা একপাশে ঘাসের ওপর কাত করে শুইয়ে গটগট করে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "এ কী! ডেসডিমোনা তুমি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ডেসডিমোনা কারও দিকে দৃষ্টিপাত না করে সরাসরি বাবলুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটটাকে কেমন যেন বাঁকাল একটু। তারপর খুব শান্তভাবে বাচ্চু-বিচ্ছুর পাশে বসে বলল, "আমাকে চিনেছ দেখছি।"

বাচ্চু বলল, "তোমাকে কি না চিনে পারি? আমাদের সঙ্গীতালয়ের বাৎসরিক উৎসব তো একা তুমিই মাতিয়ে দিয়েছিলে তোমার অনবদ্য নাচগানে।"

"সেইসঙ্গে বদনামেরও ভাগী হয়েছিলাম।"

বিচ্ছু বলল, "রাখো তো। কীসের বদনাম? এক শ্রেণীর দর্শক আছে যারা একটু এদিক-ওদিক দেখলেই হইহই করে ওঠে। আমার তো খুবই ভাল লেগেছিল তোমার নাচ।"

ডেসডিমোনা বলল, "অবশ্য ওইদিন আমারও একটু হিসেবে ভুল হয়েছিল। আমি আমন্ত্রিত হয়ে ওখানে গিয়েছিলাম কত্থক নাচতে। নেচেওছিলাম। কোনও গোলমাল হয়নি। তারপর সবার মন রেখে পপ সঙ গেয়ে অন্য ধরনের নাচতে গিয়েই বিপত্তিটা বাধালাম।"

বিচ্ছু বলল, "সে দোষ তো আমাদের। আমরা না বললে কি তুমি ওইরকম নাচতে?"

বাচ্চু বলল, "ওসব কথা থাক। তোমার নাচ আমরা দূরদর্শনের পরদাতেও দেখি। কত নামডাক তোমার।"

"সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তোমাদের নাচগান কেমন চলছে বলো?"

"ভালই। কিন্তু এইভাবে তুমি যে কখনও আমাদের এখানে এসে হাজির হবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাদের এখানকার সন্ধান তুমি পেলে কী করে?"

"কেন? সঙ্গীতালয়ের অনুষ্ঠানে তোমাদের সঙ্গে আমার পরিচয়পর্বেব সময়ই জেনেছিলাম। তখনই তো বলেছিলাম হঠাৎ করেই একদিন আমি চলে যাব তোমাদের ওখানে।"

বিচ্ছু বলল, "এইবার মনে পড়েছে।"

"বলেছিলাম, কিন্তু আসা আর হয়ে ওঠেনি। আজ অবশ্য এসেছি অন্য কাবণে। আসলে কুমকুম আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চমকে উঠল।

বাবলু বলল, "কুমকুম! মানে কুমকুম পাল?"

"হ্যাঁ। আমার প্রাণেব বান্ধবী।"

"ওব সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছে তোমার?"

"এই ধবো না কেন ঘণ্টাখানেক আগে।"

"তার মানে কালকের ব্যাপারটা তুমি জানো?"

"এইমাত্র জেনেছি। কাল অত রাতে তোমরা ওখানে গিয়ে না পড়লে শেষ পর্যন্ত হয়তো ওকে মরতেই হত।"

"আসলে ওর দাদাটা খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। তবে যাই হোক, ও যে বুদ্ধি করে আমাকে ফোন করেছিল তাই তো ঠিক সময়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম আমরা। সুপরামর্শও দিয়েছিলাম একটা।"

বিলু বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছুর সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলেও আমাদের সঙ্গে নেই। তোমার বাড়ি কোথায় ডেসডিমোনা?"

"আমার বাড়ি হচ্ছে বাজে শিবপুরে। আমরা প্রায়ই তোমাদের ব্যাপারে আলোচনা করি। কুমকুম কাল রাতেও আমাদের বাড়ি এসেছিল। তারপর বাড়ি গিয়েই ওই কাণ্ড। খুব বেঁচে গেছে এ-যাত্রা। একটা বেড়ালকে মারতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না হয়ে গেল কাল!"

বাবলু বলল, "তা হলে মিস ডেসডিমোনা, কুমকুম যখন তোমার বান্ধবী তখন ওর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে নিশ্চয়ই কিছু তুমি বলতে পারবে?"

"ওদের সব খবরই আমি রাখি। কী জানতে চাও বলো?"

"তার আগে বলো ওর সঙ্গে তোমার এত বন্ধুত্বের কারণটা কী? ও থাকে মন্দিরতলায়, তুমি থাকো বাজে শিবপুরে।"

"আসলে ও আর আমি দু'জনেই হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজে পড়ি। আগামী বছর আমরা দু'জনেই এইচ এস দেব।"

"বাঃ। শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আরও খুশি হলাম তোমার নামের মাধুর্যে। এটা কি তোমার পেন নেম?"

"না। ডেসডিমোনা মুখার্জি আমার পিতৃদত্ত নাম। আসলে আমার বাবা ওথেলো নাটকের খুব ভক্ত ছিলেন তাই আদর করে ওই প্রিয় নামটি আমার জন্য রেখেছেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তা ওই কৃষ্ণ-মার্জারটিকে তোমার বান্ধবী জোগাড় করল কোত্থেকে?"

"সে এক রহস্য। একদিন আমরা দু'বান্ধবীতে কলেজ ছুটির পর বেলিলিয়াস পার্কে বসে গল্প করছি এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে একদল কুকুরের তাড়া খেয়ে বেড়ালটা ছুটে এসে ওর কোলে উঠে পড়ল। কালো ভেলভেটের মতো ওই বেড়ালটাকে পেয়ে কী খুশি ওর চোখে-মুখে। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বেড়ালটাকে ও বাড়ি নিয়ে গেল। কিন্তু বেড়ালটা এমনই অপয়া যে, বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই ওদের বাড়ির সামনে তেমাথার মোড়ে একটা ট্রান্সফরমার বার্স্ট করে সে কী কাণ্ড! ওদের কাজের মেয়েটি তো মারাই গেল সেই দুর্ঘটনায়। ওর বাবা-মা তখনই বললেন, 'কালো বেড়াল বড় অশুভ। আগে ওটাকে বিদেয় কর তুই।' কিন্তু কুমকুম শুনল না। বলল, 'ওসব মনের ভুল। এ-বাড়িতে আমি যদি থাকি তা হলে ও-ও থাকবে।' ওর দাদা সোহমও আপত্তি করেছিল অনেক। যাই হোক, মেয়েটা দুঃখ পাবে ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওর উপস্থিতি মেনে নিল সকলে। এর পরে চরম বিপর্যয় ঘটল ওদের বাবা-মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুতে। সোহম তখনই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মারমুখী হয়ে উঠল বেড়ালটার ওপর। ও যত হিংস্র হয়ে ওঠে, কুমকুম ততই বাধা দেয়। বলে, 'অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। দুর্ঘটনা হল পথে, বেড়াল রইল ঘরে। তাতে বেড়ালটার দোষ কোথায়?' এই নিয়ে ভাইবোনের মধ্যেও মনকষাকষি।"

"এই ব্যাপারে তুমি কিছু বোঝাওনি ওকে?"

"অনেক বুঝিয়েছি আমি। আসলে ওই বেড়ালটা হল ওর প্রাণ। ও কিছুতেই ওর সঙ্গ ছাড়তে রাজি নয়। ও আমাকে এমন কথাও বলেছে, এই বেড়ালটাকে নিয়ে ওর পক্ষে কখনও বাড়িতে থাকা সম্ভব না হলে যে-কোনও একদিন হঠাৎ করেই দূরে কোথাও চলে যাবে ও।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্তব্ধ হয়ে গেল এই কথা শুনে।

বাবলু বলল, "বলো কী?"

"তা হলেই বোঝো। তবে সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় ওই কালো বেড়ালটা শুধু ওদের কেন, কারও পক্ষেই শুভ নয়। নিশ্চয়ই কারও পোষা ছিল ওটা। কিন্তু অমঙ্গলের প্রতীক বলে দূর করে দেয় ওটাকে।"

বাবলু সব শুনে নিশ্চুপ বসে রইল কিছুক্ষণ। বিষয়টা এমনই যে, ওটার ব্যাপারে সহসা কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। একপক্ষ ধরে বিচার করলে বলা যায় কুমকুমই ঠিক। যখন যা ঘটবার তা ঘটবেই। কারও অশুভ প্রভাবে তা ঘটেছে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই। মনে করা উচিতও নয়। আবার সোহমের যুক্তি মানলে বেড়ালটার আবির্ভাবের পর থেকেই যা-যা ঘটে গেল তাতে কুসংস্কারই বদ্ধমূল হয়।

সবাইকে অনেকক্ষণ নীরব থাকতে দেখে এক সময় ডেসডিমোনা বলল, "আজ সকালে সোহমের ফোন পেয়ে আমি ওদের বাড়িতে যাই। তারপরে সব শুনে অবাক!"

বাবলু বলল, "কুমকুমকে কেমন দেখলে?"

"একেবারেই স্বাভাবিক। তবে কেমন যেন ঝিমিয়ে নেতিয়ে আছে মেয়েটা। ওই আমাকে পাঠালো তোমাদের কাছে। বলল, 'এ যাত্রা ওদের তৎপরতাতেই আমার জীবন আমি ফিরে পেয়েছি। তাই ওদের গিয়ে বলো আমি ডেকেছি ওদের। ওরা এলে একটু কৃতজ্ঞতা জানাব। কুমকুমের অনুরোধ রাখতেই আমি ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে। এখন বলো তোমরা কী করবে?' "

বাবলু বলল, "তুমি আসার আগে ওদেরই ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম আমরা। তুমি না এলেও আজ বিকেলে আমরা নিজেরাই যেতাম।"

"জানতাম। কুমকুমও সে-কথা বলছিল। তবু আমাদের তরফ থেকে তো উচিত তোমাদের আমন্ত্রণ জানানো। তাই এলাম।"

বাবলু বলল, "থ্যাঙ্কস। তা কষ্ট করে এতদূরে যখন এলেই, তখন আর একটু কষ্ট করে আমাদের বাড়িতে চলো। ওখানে গিয়ে চা-পর্বটা সেরে নেওয়া যাক।"

ডেসডিমোনা বলল, "ওটা অন্য আর একদিনের জন্য তোলা থাক বাবলু। আজ আর দেরি করতে চাইছি না। কোন সকালে সোহমের ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। এবার আমার ঘরে ফেরা দরকার।"

বাবলু বলল, "বেশ। কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর আমি করি না। এসো তা হলে।"

ডেসডিমোনা প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে ওর সাইকেলটি নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে বাবলু এপাশ-ওপাশ করতে করতে ওই অশুভ বেড়ালটার কথাই চিন্তা করছিল। এমন সময় বাইরে সাইকেলের শব্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক, "এ কী! ডেসডিমোনা তুমি!"

ডেসডিমোনা সাইকেল রেখে ঘরে ঢুকেই সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়ল। তারপর পাতলা শৌখিন একটি রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলল, "প্লিজ, গিভ মি এ গ্লাস অব ওয়াটার।"

বাবলুর কপালেও তখন বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাখাটা আরও জোরে চালিয়ে দিয়ে বলল, "একটু বোসো। বড্ড ঘেমেছ তুমি। ঘামটা শুকোতে দাও, তারপরে জল খাবে।"

বাবলুর মা তখন পাশেব ঘর থেকে একটি ডিশে করে দুটো সন্দেশ ও এক গেলাস জল নিয়ে হাজির হয়েছেন।

ডেসডিমোনা মাকে প্রণাম করে নির্দ্বিধায় সন্দেশ ও জল খেয়ে নিল।

মা বাবলুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েটি কে রে?"

"কাল যে মেয়েটির ব্যাপারে আমরা গিয়েছিলাম, তাবই বান্ধবী। নিশ্চয়ই কোনও খারাপ খবর নিয়ে এসেছে।"

ডেসডিমোনা এবার ছলছল চোখে বলল, "হ্যাঁ, খুবই খারাপ খবর।"

"কীরকম!"

"কুমকুম নেই।"

"সে কী!"

"হঠাৎ করেই ও বেড়ালটাকে নিয়ে কোথায যেন চলে গেছে। কোনও চিঠিপত্তব লিখে রেখে যায়নি, কিছু না। আপন খেয়ালেই চলে গেছে ও।"

"স্ট্রেঞ্জ! এইরকম কাণ্ড এর আগে আর কখনও কবেছে ও?"

"আমার তো জানা নেই।"

"ওর চলে যাওয়ার খবব তোমাকে দিল কে?"

"সোহম। আজ সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আমি সোজা বাড়ি চলে যাই। তারপব খাওয়াদাওয়ার পর এইমাত্র ওদেব বাডিতে গিয়েই শুনি এই ব্যাপাব।"

"কখন গেছে ও?"

"জানি না। সোহমের অবস্থা দেখে কোনও কিছু জিজ্ঞেস কবতে সাহস কবিনি।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আচ্ছা, তুমি ছাড়া ওর আর কোনও বন্ধু নেই, যার কাছে ও যেতে পাবে?"

"না। এই ব্যাপারে ও দারুণ রিজার্ভ। কারও সঙ্গে মেশে না। ওর ওই বেড়ালপ্রীতি দেখে বুঝছ না সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতিব মেযে ও।"

বাবলু অস্থিরভাবে ঘবময় অকারণেই একটু পায়চারি করে বলল, "আচ্ছা, ওই বেড়ালটা কোথা থেকে জুটেছিল বললে? বেলিলিয়াস পার্কে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"আমাকে একবার ওইখানে নিয়ে যেতে পারো? আমি একবার খোঁজখবর নিয়ে দেখতাম বেড়ালটার মালিক কে? এবং এই ধরনের বেড়াল, যাকে কি না চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষর হাতে তুলে দেওয়া যেত তাকে এইভাবে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হল কেন? আর বেড়ালের যা স্বভাব তাতে ছাড়া পেলেও সে ঠিক নিজের ঘরটি খুঁজে চলে যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। বরং ও তোমাদেরকেই আশ্রয় করেছিল, কিন্তু কেন?"

"তার কারণও ছিল। ও পালিয়ে এসেছিল কুকুরের তাড়া খেয়ে। হয়তো ওকে আদৌ ছেড়ে দেওয়া হয়নি। বেড়ালটা নিজের খেয়ালে বাইরে বেরিয়েই বিপদে পড়েছিল।"

"হতে পারে। সেই কারণেই বেড়ালটার ব্যাপারে একটু তদন্তের দরকার। ওর মালিকের সন্ধান পেলেই ওর ব্যাপারে অনেক কিছু জানা যাবে। তা ছাড়া অমন একটি দুর্লভ প্রাণীকে হারানোর পর তার মালিক চুপচাপ বসে থাকবেন, এ তো হয় না।"

ডেসডিমোনা এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা হলে শোনো বাবলু, ওই বেড়ালটাব ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে আমি নিজেই একবার একটু অনুসন্ধান করেছিলাম।"

"বলো কী?"

"ওই বেড়ালের মালিক একজন আগাসাহেব। সুদূর আফগানিস্তান থেকে উনি বেড়ালটিকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।"

ডেসডিমোনার কথা শুনে স্থির হয়ে গেল বাবলু। এবার একেবারে ওর মুখোমুখি বসে বলল, "এই কথাটা তুমি সকালে একবারও বলোনি তো আমাদের।"

"এ-কথা আমি কুমকুমকেও বলিনি। ওই বেড়ালটাকে নিয়ে ওদের পরিবারের মধ্যে যখন গোলমাল চলছিল তখনই আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। ওকে বেলিলিয়াস পার্কে পাওয়া গিয়েছিল, তাই ওর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতেই এক পানওয়ালা ওর হদিস দেয়।"

"সেই আগাসাহেবকে তুমি দেখেছ?"

"না। কারণ কাবুলিওয়ালার ডেবায় যেতে আমার সাহস হয়নি।"

"ভালই করেছ। তবে আমাকে একবার যেতে হবে।"

"তুমি গেলে অবশ্য আমিও যেতে রাজি আছি।"

"আমি এখনই যেতে চাই।"

"চলো তবে।"

বাবলু মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ওব স্কুটারটা বের করল। তারপর পিস্তলটা যথাস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বলল, "তুমি পেছনে বসতে পারবে তো?"

"অবশ্যই। কিন্তু আমার সাইকেলটা?"

"ওর জন্য চিন্তা কোরো না। আমরা তো এখনই ফিরে আসছি।" বলে স্কুটারে স্টার্ট দিয়েই ডাক দিল, "পঞ্চু! পঞ্চু!"

পঞ্চু কোথায় ছিল কে জানে? বাবলুর ডাক পেয়ে ছুটে এসে উঠে পড়ল সামনেব দিকে। একটু কষ্টকব যাত্রা। তা হোক, পঞ্চুকে না নিয়ে ওইসব জায়গায় কোনওমতেই যাওয়া নয়!

এ-পথ ও-পথ করে কিছু সময়ের মধ্যেই ওরা যথাস্থানে এসে হাজির হল।

ডেসডিমোনা সেই পানওয়ালাকে দেখিয়ে বলল, "আমি এঁর কথাই তোমাকে বলেছিলাম বাবলু।"

পানওয়ালা একটু অবাক হয়ে গেল এই নোংরা পরিবেশে এই দুই ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েকে দেখে। তাই কেমন যেন সন্দেহের চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বলুন দাদাবাবু, কী চাই? চম্পালালেব জর্দাপান, না অন্য কুছু?"

বাবলু হেসে নমস্কার জানিয়ে বলল, "জর্দাপান তো চাই। কেউ না কেউ খাবেন। গোটাচারেক দাও।"

"খুব ভাল কথা। কুড়ি টাকা লাগবে।" বলে চটপট্ পান বানাতে লেগে গেল।

ডেসডিমোনা বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন চম্পালালজি?"

চম্পালাল এবার ভাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটু একটু ইয়াদ হচ্ছে।"

"আমরা আগাসাহেবের খোঁজে এসেছি।"

চম্পালাল ভ্রূ কুঁচকে বলল, "কোন আগাসাহেব?"

বাবলু বলল, "যাঁর একটি কাবুলি বেড়াল ছিল।"

চম্পালাল কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। আড়চোখে একবার পঞ্চুকেও দেখল। তারপর বলল, "আগাসাহেবের খোঁজ করতে এসেছ? তোমরা কারা?"

ভীষণদর্শন একজন কাবুলিওয়ালা তখন ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবলু বলল, "আমাদের পরিচয় দিলেও কি আপনি চিনতে পারবেন?"

চম্পালাল বলল, "তোমরা যার খোঁজে এখানে এসেছ সেই আগাসাহেব এখন এখানে থাকেন না। তাঁর জায়গায় অন্য সাহেব এসেছেন। তোমাদের পেছনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হলেন ওঁর ভাই। যদি কিছু জানবার থাকে ওঁর কাছ থেকেই জেনে নিতে পারো।"

সেই বিশাল শরীর কাবুলিওয়ালা তখন বাবলুর একটা হাত শক্ত করে ধরে বলল, "কী বন্ধু, ভাল আছ তো? হামি তোমাকে চেনে। ময়দান মার্কিটের কাছে, কালীবাবুর বাজারে হামি তোমাকে হরবখত দেখে থাকি।"

বাবলু বলল, "স্বাভাবিক। আমি তো বেশিরভাগ সময় ওইদিকেই ঘোরাফেরা করি। তা আপনার দাদা এখন কোথায়?"

"পহলে অন্দর তো চলো, সব কুছু বতায়েঙ্গে।"

ডেসডিমোনাও যাচ্ছিল।

বাধা দিল চম্পালাল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি যেয়ো না। মেয়েদের ওখানে যাওয়া ঠিক নয়। তুমি বাইরে থাকো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু চম্পালালের ইঙ্গিতে বুঝতে পেরে ডেসডিমোনাকে বলল, "স্কুটারটা এখানেই থাক। তুমি বরং পঞ্চুকে নিয়ে পার্কে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি কথা বলে একটু পরেই যাচ্ছি। দেরি কোরো না, যাও।"

ডেসডিমোনা চলে গেলে বাবলু প্রবেশ করল কাবুলিমহলে। দুপুরবেলা বলে কাবুলিওয়ালারা তেমন কেউ নেই। সন্ধের পর হলে গমগম করত। এখন সবাই ব্যবসার তাগিদে কেউ সুদ আদায়ে, কেউ হিং বিক্রির কাজে বেরিয়েছে।

মহলের দোতলায় একটি ঘরে গদিতে বসে কথালাপ শুরু হল।

বাবলু বলল, "আপনিই তা হলে আগাসাহেবের ভাই?"

"জি হাঁ। আমার নাম সামসুদ্দিন খান। আমার দাদার নাম আসলউদ্দিন। সবাই ওঁকে আগাসাহেব বলে ডাকে। ঠিক আমারই মতো দেখতে। লেকিন আজ প্রায় ছে মাহিনা হল ওনার কোনও ট্রেস পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে কী!"

"আমার মনে হচ্ছে উনি নিশ্চয়ই কারও শয়তানির জালে ফেঁসে গিয়েছেন। ছে মাহিনা আগে উনি একটা ধান্দা নিয়ে শিমলা গেলেন। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। যে বেড়ালটার কথা তুমি জানতে চাইছিলে, ওই বেড়ালটা ছিল ওঁর প্রাণ। আমি তখন ক'দিনের জন্য এখানে ছিলাম ওই বেড়ালটার দেখভাল করব বলে। তা বেড়ালটা আমাকে একদম মানত না। ফ্যাঁস ফোঁস করত। তাই আমি ওটাকে খেতে দিতাম না। মারধোর করতাম। একদিন তো রাগের চোটে একটা লাথি মেরেই ফেলে দিলাম দোতলা থেকে। অমনই কয়েকটা কুকুরের তাড়া খেয়ে সেই যে ভাগল, আর এল না।"

বাবলু বলল, "আপনার দাদা শিমলায় গেলেন কীসের ধান্দায়?"

"এক বাঙালিবাবু আমার দাদার সঙ্গে বিশ্বাসঘাত করিয়েছেন। উনি পঁচিশ লাখ টাকাতে একটা প্রপার্টি আমার দাদাকে বিক্রি করেছেন। লেকিন একটা ফল্‌স দলিল সাবমিট করেছেন দাদাকে।"

"বলেন কী!"

"নারকান্দায় একটা আপেল বাগানের শেয়ার ছিল দুই বাঙালিবাবুর। একজন পালবাবু, আর একজন কাঞ্জিলাল। তা পালবাবুর সঙ্গে কাঞ্জিলালের কখনও দোস্তি ছিল না। কেন ছিল না তা এখন বুঝতে পারছি। যাই হোক, দোস্তি না থাকার কারণে পালবাবুর সঙ্গে কাঞ্জিলাল সম্পর্ক রাখবেন না ঠিক করে ওঁর অংশটা ওই বাগানেরই কেয়ারটেকার ফার্গু সিংকে বিক্রি করে দেন। ফার্গু সিং আমার দাদার কাছ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা কর্জ করে ওই জমি কেনে। কাঞ্জিলাল তাতে জামিনদার হন। লেকিন ফার্গু সিং ব্যবসার মন্দা দেখিয়ে সুদ ঠিকমতো দিতে না পারায় কাঞ্জিলালের সঙ্গে দাদার বচসা হয়। কাঞ্জিলাল তখন ওই জমিনটা আমার দাদাকে নিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। দাদাও রাজি হন তাতে। কিন্তু কাজ কাম মিটে যাওয়ার পর জানা গেল দলিলটাই ফল্‌স। এমনকী ফার্গু সিং-এর সইটাও জাল। ততক্ষণে কাঞ্জিলালও নাগালের বাইরে। অত টাকার শোকে দাদা তো পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। আমাকে কিছুদিনের জন্য এখানে রেখে সেই যে গেলেন উনি, আর কোনও খোঁজখবর নেই।"

"অর্থাৎ শিমলায় গিয়ে নির্ঘাত বিপদে পড়েছেন উনি। একদিকে ফার্গু সিং অপরদিকে কাঞ্জিলাল, উভয় শত্রু ওঁর।"

"এর কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক পালবাবু পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। আমার তো মনে হচ্ছে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়। ওটা ওই শয়তান কাঞ্জিলালেরই কোনও কারসাজি। ওটা ইচ্ছাকৃতভাবেই ঘটানো হয়। যে ট্রাকের ধাক্কায় ওদের ওইরকম পরিণতি, সেই ট্রাকও বেপাত্তা।"

বাবলু শিউরে উঠল বৃত্তান্ত শুনে। একেই বলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ। না এখানে আসবে, না এইসব জানা যাবে। এই পালবাবুই যে কুমকুম ও সোহমের বাবা, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এই কাঞ্জিলাল?

বাবলু বলল, "কাঞ্জিলালবাবু এখন কোথায়?"

"উনি এখন মানালিতে হোটেল বিজনেস করছেন। কলকাতার পাট চুকিয়ে দিয়ে পুরোপুরি হিমাচলবাসী। বিয়েথা করেননি। ব্যাচিলার লোক। চেনেন শুধু টাকা।"

"পালবাবুর অংশটা তা হলে দেখাশোনা করে কে?"

"ফার্গু সিং। সব কিছু দেখাশোনা করে, চুরিচামারি করে, নাম কা ওয়াস্তে কিছু টাকা পাঠায় ছেলেমেয়েগুলোর নামে।"

বাবলু সব শুনে বলল, "ঠিক আছে। আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খোঁজখবর নিচ্ছি। যদি আপনার দাদা বেঁচে থাকেন, তবে তাঁর একটা খবর আপনি পাবেনই।" বলে নীচে নেমে মহলের বাইরে এল বাবলু।

তারপর চম্পালালের কাছে বিদায় নিয়ে স্কুটারে চেপে একেবারে বেলিলিয়াস পার্কে।

ডেসডিমোনা উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "কী! কিছু সুবিধে হল?"

বাবলু বলল, "এখন এ-বিষয়ে কোনও কথা নয়। আগে ঘরে চলো। পরে সব বলব।"

ওরা একটুও দেরি না করে ঘরে ফিরে এল।

॥ ৩ ॥

ওরা যখন ঘরে ফিরে এল, বাবলুদেব বাড়িতে তখন বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই এসে জাঁকিয়ে বসেছে। সকলেরই চোখেমুখে দারুণ উৎকণ্ঠা।

স্কুটার রেখে গম্ভীর মুখে বাবলু বলল, "তোরা কতক্ষণ?"

বিলু বলল, "অনেকক্ষণ এসেছি। কিন্তু তুই হঠাৎ ভবদুপুবে ডেসডিমোনাকে নিয়ে কোথায় উধাও হযে গেলি বল?"

"বলব বলব। সব বলব। ওই কালো বেডালটাকে তোরা অশুভ বলিস? ওর খোঁজে না গেলে বিবাট একটা চক্রান্তের খবর আমাদের অজানাই থেকে যেত। উঃ কী সাংঘাতিক!"

ভোম্বল বলল, "সাসপেন্সে না রেখে বলেই ফ্যাল না বাবা।"

"জাস্ট এ মিনিট।" বলে একবার বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জল দিযে এসে ডেসডিমোনাকে বলল, "কুমকুমদের বাড়িতে একবার ফোন করো তো। সোহমকে দরকার।"

ডেসডিমোনা রিসিভার তুলে ডায়াল কবে বলল, "রিং হযে যাচ্ছে।"

বিরক্ত বাবলু বলল, "হোপ্‌লেস।"

বাচ্চু বলল, "এবার বলো।"

ভোম্বল বলল, "তাব আগে হালুয়া আর পরোটার পর্বটা শেষ হয়ে যাক। আমি কিন্তু গন্ধে টেব পাচ্ছি।"

ভেতর থেকে মা ডাকলেন, "বাচ্চু-বিচ্ছু একবার এদিকে আয তো মা।"

মা'র ডাক শুনে বাচ্চু-বিচ্ছু ভেতরে গেল। তারপব প্লেট ভর্তি হালুয়া আর পরোটা নিয়ে এসে হাতে হাতে দিল প্রত্যেকের।

ওরা খাওয়া শুরু করলে মা চা নিয়ে এলেন।

বাবলু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, "কুমকুমের ব্যাপারটা তোরা এতক্ষণে জেনেছিস নিশ্চয়।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। এখানে এসেই শুনলাম। ও নাকি কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। এইরকম অসুস্থ শরীর নিয়ে হঠাৎ করে ওর চলে যাওয়ার নেপথ্যে কোন কারণ থাকতে পারে?"

বাবলু বলল, "হয়তো মানসিক অস্থিরতা। আমরা সবাই চলে আসবার পর ভাইবোনে হয়তো মন কষাকষি হয়েছিল।"

ডেসডিমোনা বলল, "সেরকম কিছু হয়েছে বলে আমার কিন্তু মনে হয় না। বিশেষ করে গতকালের ব্যাপারে সোহম যেরকম অনুতপ্ত তাতে—।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই কেউ অপহরণ করেছে ওকে।"

বিচ্ছু বলল, "প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ির ভেতর থেকে অপহরণ? অসম্ভব! তা ছাড়া সেরকম ঘটনা হলে শুধু কুমকুমই উধাও হবে। বেডালটাও সঙ্গে যাবে কেন?"

বাবলু বলল, "এ-ব্যাপারে অবিলম্বে পুলিশকে একবার জানানো উচিত। কী যে করল সোহমটা, কিছু বুঝতে পারছি না।"

বিলু বলল, "ও নিয়ে আমাদের পরে মাথা ঘামালেও চলবে। এখন তোরা এই ভরদুপুরে কোন রহস্য উদ্ধার করে এলি আগে বল?"

বাবলু তখন সব কথা সবিস্তারে খুলে বলল ওদের। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই।

অনেক পরে বাবলু আবার বলল, "সোহম আর কুমকুম জানেও না তাদের বাবা-মায়ের দুর্ঘটনার নেপথ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসল কারণটা কী। ওরা হয়তো এখনও বিশ্বাস করে ফার্গু সিংকে। মি. কাঞ্জিলালও ওদের সন্দেহের উর্ধ্বে। কিন্তু আমরা যখন একবার জানতে পেরেছি এই নৃশংসতার কথা, তখন ওই চক্রান্তকারীদের একজনকেও আমরা রেহাই দেব না। সেইসঙ্গে আপ্রাণ চেষ্টা করব আগাসাহেবকে খুঁজে বের করবার। অবশ্য যদি উনি বেঁচে থাকেন।"

ডেসডিমোনা বলল, "উনি নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন। কোনও কারণে খুন হলে বা মারা গেলে একটা খবর অন্তত আসত। কাগজে বেরোত। হইচই হত। আমার মনে হয় ওঁকে কোথাও গুম করে রাখা হয়েছে। যে কারণে উনি ভাইকে একটা চিঠিও লিখতে পারছেন না। তবে পাণ্ডব গোয়েন্দারা তৎপর হলে আগাসাহেব আবার বিপন্মুক্ত হবেন। শয়তানরাও জব্দ হবে।"

বাবলু বলল, "সবই তো হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু কবতে যাওয়ার আগে যাদের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেই তারাই তো বেপাত্তা। একজন একেবারেই উধাও, আর একজনের দর্শন যে কী করে পাব তা কে জানে?"

ডেসডিমোনা বলল, "সত্যি, কী যে করল না কুমকুমটা!"

বিলু বলল, "যাই করুক, আমাদের প্রথম কাজই হবে কুমকুমকে খুঁজে বের করা। তারপরে অন্য কাজ।"

বাচ্চু বলল, "মেয়েটা আমাদের রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল।"

এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল তারস্বরে।

বাবলু ফোন ধরতেই সোহমের গলা শোনা গেল, "হ্যালো বাবলু, তুমি তোমার দলবল নিয়ে এখনই একবার আসতে পারো আমাদের বাড়িতে? খুব বিপদ। দারুণ একটা চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি আমরা।"

"কীরকম তবু শুনি?"

"কুমকুমকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে খবব আমরা পেয়েছি। ডেসডিমোনার মুখে শুনেছি সব।"

"সম্ভবত ওকেও আর পাওয়া যাবে না।"

"বলো কী!"

"কুমকুমকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। আমাদের বাড়িব ভেতর সিঁড়িতে কতকগুলো পায়ের ছাপ...।"

"খানিক আগে আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম। বিং হযে যাচ্ছিল। তখন কোথায় ছিলে তুমি?"

"আমি একটু বেবিয়েছিলাম। থানায় গিয়েছিলাম। কিন্তু পুলিশ আমাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। অনেক আজেবাজে প্রশ্ন করছে। খারাপ ইঙ্গিত করছে।"

বাবলু বলল, "ওতে উত্তেজিত হোয়ো না। ওরা ওইভাবে চাপ দিয়ে অভিযোগকারীকে নার্ভাস করে আসল সত্যটা জেনে নেয়। যাই হোক, আমরা এখনই যাচ্ছি। তুমি ঘবে থেকো।" বলে ফোন নামিয়ে রাখল।

বাবলু ফোন রাখলে সবাই তাকাল ওর দিকে।

বাবলু ডেসডিমোনাকে বলল, "একবার সোহমদের বাড়ি যেতে হবে। ওর ধারণা কুমকুমকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। এ-ব্যাপারে ও তোমারও বিপদের আশঙ্কা করছে। ব্যাপারটা কী? তুমি কি কোনও কিছু চেপে গেছ আমার কাছে?"

ডেসডিমোনার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "কোনও কিছু গোপন না করে সব আমাকে বলো। বুঝতেই পারছ কী চরম সন্ধিক্ষণে এসে হাজির হয়েছি আমরা। একদিকে কুমকুমের অপহরণ, অন্যদিকে ওদের মা-বাবার অস্বাভাবিক মৃত্যুব নেপথ্যে হত্যার রহস্য। তার ওপর শিমলার সন্ত্রাসে আগাসাহেব। সেইসঙ্গে তুমিও এখন সংকটজনক মুহূর্তে।"

ডেসডিমোনা সভয়ে দু' হাতে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, "না। আমি কোনও কিছুই গোপন করব না। সব বলব তোমাদের। কুমকুমের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। এক স্কুলে পড়েছি। এক কলেজে পড়ি। দুর্ঘটনায় ওদের মা-বাবা মারা যাওয়ার পর ওরা দু' ভাইবোন যখন দিশা হারায় সেই সময় সোহম ঠিক করে নারকান্দার আপেল বাগানের মালিকানাটা আর ওদের রাখবার কোনও দরকার নেই। এতদিন ওদের বাবাই সব কিছু করতেন, হিসেবনিকেশ রাখতেন। কিন্তু এখন ওসব করবে কে? তাই ও ঠিক করল ওই বাগানটা বিক্রি করে কুলু, মানালি কিংবা মারহিতে গিয়ে হোটেল খুলে ব্যবসা করবে। তবে হাওড়ার পাট একেবারেই চুকোবে না। এ-বাড়িটা যেমন আছে তেমনই থাকবে। কিন্তু কুমকুম রাজি হয় না তাতে। ওই আপেল বাগান বিক্রিতে দারুণ আপত্তি ওর। বলল, ওই বাগানের সঙ্গে ওদের বাবা-মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। অতএব ওই নাম মুখে আনা নয়। ওই বাগান থেকে কিছু আসুক না আসুক ও যেমন আছে তেমনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থাকবে। বিশেষ করে কাঞ্জিলালবাবু তাঁর শেষার বিক্রি করার পরও উনি ওঁর অংশটি শত প্রলোভনেও কাউকে বেচে দেননি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা শুনে যেতে লাগল।

বাবলু বলল, "অর্থাৎ বাগানটি ছিল ওঁর প্রাণ।"

"ঠিক তাই। হবে নাই বা কেন? ওই বাগানের আপেল এমনই সুস্বাদু যে, তা না খেলে বুঝতে পারবে না। যাই হোক, ইতিমধ্যে মি জালান নামে এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সোহম। এই ব্যবসায়ী অনেকদিন ধরে বাগানটি কিনে নেওয়ার জন্য ঘুরঘুর করছিলেন সোহমের বাবার কাছে। এখন সোহম তাঁকেই বাগানটি কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। মি জালান একজন ঝানু বিজনেসম্যান। কুলুর কাছে কাতরাইনে ওর নানারকম ব্যবসা আছে। কলকাতার মার্কেটে কুলুর শাল, চাদর নিয়ে এসে বিক্রি করেন উনি। অজিত সিংহ নামে এক হিমাচলী যুবকের মাধ্যমেই আনা নেওয়া হয় সব। সোহম জালানকেই জমিটা বিক্রি করতে চেয়েছিল। কিন্তু কুমকুম একেবারেই না করে দিল। ইতিমধ্যে অগ্রিম হিসেবে প্রায় দশ লাখ টাকা জালানের কাছ থেকে নিয়েছিল সোহম।"

"কুমকুম এ-কথা জানত?"

"না, জানত না।"

"সেই টাকা নিয়ে ও কী করল?"

"এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে টিভি সিরিয়াল করতে গিয়ে সর্বস্ব খোয়াল।"

"তারপর?"

"তারপরই হল বিপর্যয়। কুমকুম বেঁকে দাঁড়ানোয় সোহম পড়ে গেল মহা বিপদে। কেন না জালান কিছুতেই ছাড়বার পাত্র নয়। তার দাবি, এক মাসের মধ্যে হয় তার সব টাকা সুদসহ ফেরত দিতে হবে, নয়তো বাগানের মালিকানা পাইয়ে দিতে হবে ওকে। এই নিয়ে জালান একদিন ওর দু জন গুন্ডাকে সঙ্গে করে সোহমদের বাড়িতে এসে খুব শাসিয়ে গেল ওদের দু' ভাইবোনকে। তখনই ফাস হয়ে গেল টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা। কুমকুম দারুণ রেগে দাদার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিল। উত্তেজিত জালানও নানাভাবে ভয় দেখাতে লাগল কুমকুমকে। এমন ভাব দেখাতে লাগল, যেন পারলে ছিঁড়ে ফেলে। আর ঠিক তখনই বেড়ালটা এক কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ করে জালানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আঁচড়ে কামড়ে এমন অস্থির করে তুলল যে, পালাতে পথ পেল না বাছাধন। বেড়ালের আক্রমণে জালানের একটা চোখ তো গেলই, উপরন্তু মুখের চেহারাও নখের আঁচড়ে বীভৎস হয়ে উঠল।"

বাবলু বলল, "এর পরেও সোহম ওই বেড়ালটাকে মারবার চেষ্টা করে কোন বুদ্ধিতে?

"আসলে ওইদিনের পর থেকে বেড়ালটা সোহমের ওপরও হিংস্র হয়ে উঠেছিল।"

"যাক। তারপর কী হল?"

"তারপরের ব্যাপারটা থেমে গেল ওইখানেই। কিন্তু সোহম খুব ভয়ে ভয়েই রইল। অবশেষে আমিই ওকে যুক্তি দিলাম, জালানকে না ঘাঁটিয়ে এবং কুমকুমকেও না জানিয়ে জমিটা বেচেই দাও ওকে। কেন না একদিকে কাঞ্জিলালবাবু ওদের শত্রু। অন্যদিকে জালান। কাঞ্জিলালবাবু যদিও তাঁর অংশ বিক্রি করে দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন তবুও তাঁর মনের মধ্যে আক্রোশ একটা রয়েই গেছে। এমত অবস্থায় কলকাতায় বসে নারকান্দার আপেল বাগানের দেখাশোনা করা বা ব্যবসা করা ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তা আমার কথামতো সোহম তাই করল। আর কুমকুমের নামের সইটা আমিই করে দিলাম। ওরা টেরও পেল না। ভাবল কুমকুম ভয় পেয়েই হয়তো সইটা করে দিয়েছে। তা সইসাবুদ সবকিছু হয়ে যাওয়ার পরই গোলমালটা চরমে উঠল। ওই জমির ব্যাপারে আর একটি টাকাও দিতে রাজি হল না জালান।"

"সে কী? কত টাকার বরফা হয়েছিল?"

"পঁচিশ লাখ। তার মধ্যে দশ লাখ টাকা আগেই দিয়েছিল। পনেরোটা মেরে দিল।'

"এরকম করল কেন?"

"কারণ আছে। জালানের বক্তব্য, এই জমিকে কেন্দ্র করে বেড়ালের আক্রমণে যখন ওর একটা চোখকেই খোয়াতে হয়েছে তখন ওই জমির জন্য আর একটি টাকাও দেবে না ও। সোহমও তখন বেপরোয়া। বলল, 'ঠিক আছে। ওই জমি তুমি কী করে ভোগ করো আমিও দেখে নেব। প্রথমত, আমার বোনের নামে যে সইটা দলিলে আছে সেটা আমার বোনের সই-ই নয়। ওটা জাল। দ্বিতীয়ত, আমার বোন এখন নাবালিকা। প্রয়োজনে কোর্টে যাব আমি।' "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "এই কথা ও বলে এল জালানকে?"

"হ্যাঁ। এবং তখন থেকেই ফুঁসতে লাগল জালান। উড়ো চিঠিতে আমাকে শাসাতে লাগল। কেন না সন্দেহর কাঁটাটা ঘুরে গেল আমার দিকে। তার কারণ ওরা আমাকে বিভিন্ন সময়েই কুমকুমের পাশে দেখেছে। অতএব বাবলু, কুমকুম যে নিজের ইচ্ছেয় কোথাও চলে গেছে তা বলে কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না। ওরা কুমকুমকে কিডন্যাপ করেছে। সেইসঙ্গে বেড়ালটাকেও। এর পরে সোহমকেও কিডন্যাপ করবে। তারপরে আমাকেও।"

বাবলু বলল, "চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে গেলে এইরকমই হয়। তা ছাড়া আগুন নিয়ে কখনও খেলা করতে নেই। ওদের ভাবগতিক দেখে এটুকু বোঝা যাচ্ছে, এই পরিবারটাকে নিশ্চিহ্ন ওরা করবেই।"

বিলু সব শুনে বলল, "কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, জালানের মতো একজন ঝানু ব্যবসাদার সোহমের মতো একটা বাচ্চা ছেলের হাতে অত টাকা তুলেই বা দিল কোন সাহসে?"

ভোম্বল ফোঁস করে উঠল, "সোহম বাচ্চা ছেলে? চালুপুরিয়া একখানি। জালানের মতো অবাঙালি ব্যবসায়ীকে যে কি না টক্কর দিতে যায় সে কি কম? তাই মনে হয় ওর প্রকৃতি বুঝেই ওকে টাকা দিয়েছে জালান।"

বাবলু ডেসডিমোনাকে জিজ্ঞেস করল, "সোহমের বয়স কত?"

ডেসডিমোনা বলল, "তা আঠারো-কুড়ি হবে। তবে কি না ওকে যতটা ছেলেমানুষ মনে করছ তা ও নয়। ব্যবসার ব্যাপারটা ও কিন্তু ভালই বোঝে। শুধুমাত্র নারকান্দার আপেল বাগানের ব্যাপারে ওর কোনও উৎসাহ নেই। তার কারণ যৌথ সম্পত্তির অধিকারী হতে ওর মন কিছুতেই সায় দেয় না। ওই আপেল বাগানের অংশ নিয়ে কাঞ্জিলালবাবুর সঙ্গে ওঁর বাবার সবসময় একটা না একটা ঝামেলা লেগেই থাকত। তাই ও ওই টাকায় হোটেল ব্যবসা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভুল করল টিভি সিরিয়ালের ফাঁদে পড়ে।"

"ওদের ওই আপেল বাগানের বাৎসরিক আয় কত ছিল?"

"অনেক, অনেক টাকা। এখনও ওদের বাবা-মা যা রেখে গেছেন ওদের জন্য, তাতে সারাজীবন আর কোনও কিছু না করলেও ভালভাবেই চলে যাবে ওদের দিন। কাজেই সেই বাগানের লোভে দশ লাখ টাকা সোহমের হাতে তুলে দিতে একটুও হাত কাঁপেনি জালানের। তা ছাড়া ওই টাকাটাও ওর কালো টাকা।"

বাবলু বলল, "সাদা কালো যাই হোক, টাকা টাকাই। এখন চলো সোহমের সঙ্গে দেখা করে ওর মুখ থেকে কিছু শুনে আসি।"

ওরা আর দেরি না করে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই রওনা হল সোহমদের বাড়ির দিকে। ডেসডিমোনা ওর সাইকেল নিয়ে আগে আগে চলল। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা চলল স্কুটার নিয়ে ওর পেছনে। বিকেল গড়িয়ে তখন সন্ধে নেমে আসছে। খানাখন্দয় ভরা ভারতের সুইজারল্যান্ড হাওড়া শহর তখন নিষ্প্রদীপ।

সোহমদের বাড়ির সামনেটায় তখন একটু জমজমাট। মন্দিরতলার বাসস্ট্যান্ড কাছেই। তাই আলো আছে। সরকারি আলো নয়, জেনারেটরের। সোহমদের বাড়িতেও আলো জ্বলছে।

ওরা ডোর-বেলে চাপ দিল। কিন্তু লোডশেডিং-এর কারণে ডোর-বেল বাজল না।

ডেসডিমোনা বেশ জোরেই কয়েকবার ধাক্কা দিল দরজায় কিন্তু তাতেও ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

এবার পঞ্চুও অধৈর্য হয়ে ভৌ ভৌ করে ডাকতে শুরু করল।

বাবলু বলল, "তাই তো! ব্যাপার কী বল তো? ও কি বাড়িতে নেই? না হলে এত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিচ্ছে না কেন?"

ডেসডিমোনা বলল, "না থাকতেও পারে। এদের দরজাটা এমনই এক লক সিস্টেমের যে, মানুষ ভেতরে আছে কি বাইরে আছে তা বোঝা যায় না। হয়তো ও বিশেষ কোনও প্রয়োজনে বাইরেই গেছে। জেনারেটর লাইন চালু ছিল, তাই আলো জ্বলছে ভেতরে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু আমাদের আসতে বলে এইভাবে ওর চলে যাওয়াটা ঠিক হল কী?"

এমন সময় পাশের গলিতে ধুপ করে একটা শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বিকট একটা চিৎকার করে কার দিকে যেন তেড়ে গেল পঞ্চু।

বোঝাই গেল সোহমদের বাড়ির দোতলার কার্নিশ বেয়ে নেমেছে কেউ। নিশ্চয়ই কোনও চোর। চুরি করতে এসেছিল। চোরটা লাফিয়ে পড়েই পঞ্চুর তাড়া খেয়ে 'বাবা রে মা রে' করে ছুটতে লাগল। পথচারী কিছু লোকেও তখন ধাওয়া করল চোরটাকে। সবাই চিৎকার করতে লাগল, "চোর— চোর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চোরের ভাগ্য ভাল। হঠাৎ একটি সরকারি বাসের হাতল ধবে ঝুলে পড়ল সে।

সবাই চেঁচাতে লাগল, "রোখো—রোখো—রোখো।"

বাসের তখন ঝড়ের গতি।

ভোম্বল আক্ষেপ করে বলল, "যাঃ, পালিয়ে গেল লোকটা!"

বাবলু ততক্ষণে ওর স্কুটারে বিলুকে বসিয়ে নিয়েছে। বলল, "যাবে কোথায় বাছাধন। ঠিক ধরব ওকে দ্যাখ।"

পঞ্চু তখন নিষ্ফল আক্রোশে চিৎকার করছে। করবেই তো! ও যেখানে তাড়া করেছে সেখানে অনেক লোক চোরটাকে ধাওয়া করায় ওর ছোটার গতি ব্যাহত হযেছে। তবুও কামড় একটা দিয়েছে। তবে সেটা পায়ে নয়, জুতোয়। ফলে জুতোটা খুলে রয়ে গেছে পঞ্চুর মুখে। পঞ্চু সেটা আঁচড়ে কামড়ে রাগে গরগর করতে লাগল।

বাবলু তো বিলুকে নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলল বাসটিকে ধরবে বলে। কিছুক্ষণেব মধ্যেই বাসটিকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল। পদ্মপুকুরের কাছে যাত্রী নেওয়ার জন্য থেমেছিল বাসটা। কিন্তু থামলে কী হবে? যাত্রীরা বলল, চোরটা নাকি বাসে উঠেই যাত্রীদের চেঁচামেচিতে মারধোর খাওয়ার ভয়ে আবার চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যায়।

তাই ব্যর্থ হয়েই আবার ফিরে এল ওরা।

ইতিমধ্যে লোডশেডিং দূর হয়ে আবার আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে চাবদিক।

বাবলু, বিলু ফিরে এলে ভোম্বল বলল, "কী হল? ধরতে পারলি না বাসটাকে?"

বাবলু বলল, "নাঃ। বাসের নাগাল পেলেও চোরটাকে পেলাম না। সে ঠিক তালমতো কেটে পড়েছে।"

"এখন তা হলে কী করবি? ফিরে যাবি?"

"ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।" বলে বিলুকে বলল, "তুই এক কাজ কর। পাইপ বেয়ে ওপরে ওঠ। তারপর ভেতবে ঢুকে দ্যাখ ঘরের অবস্থাটা কী। পারলে দরজাটা খুলে দে।"

ডেসডিমোনা বলল, "না। যে কেউ দরজা খুলতে পারবে না। চাবি ছাড়া ওই দবজা খোলা অসম্ভব।"

ভোম্বল বলল, "কোনও গেরস্ত বাড়িতে কখনও এইরকম দরজা কেউ করে? হঠাৎ করে কোনও বিপদ হলে, বাড়িতে আগুন লাগলে, চাবি হারালে তো বিপদের শেষ থাকবে না।"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। দেখছি আমি কতদূর কী করা যায়।" বলে ভোম্বলের সাহায্যে চটপট পাইপ বেয়ে উঠে পড়ল দোতলায়। ও একা নয়, ভোম্বলও উঠল।

একটু পরেই নীচে নেমে দরজা খুলে দিল ওরা।

ডেসডিমোনা বলল, "কী আশ্চর্য! এ-দরজা তোমরা খুললে কী করে?"

বিলু চাবিটা দেখিয়ে ওদের ভেতরে আসতে বলল। বিলু, ভোম্বল দু'জনেরই মুখ খুব গম্ভীর।

ওরা ভেতরে ঢুকেই দেখল অর্ধ অচেতন সোহম হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় সোফার ওপর পড়ে আছে। মেঝেয় পড়ে আছে একটা রুমাল।

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ব্যাপারটা কী?"

বিলু বলল, "ব্যাপার অন্য কিছুই নয়। যে লোকটা এই বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিল সে আসলে জালানেরই লোক। মনে হয় মূল দলিলটার খোঁজেই সে এসেছিল। লুকিয়ে ঘরে ঢুকে সোহমকে একা পেয়ে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে ওকে আচ্ছন্ন করে। তারপর হাত পা মুখ বেঁধে তছনছ করে গোটা ঘর। আমরা এসে পড়ায় বেকায়দা বুঝে কেটে পড়ে।"

ভোম্বল ততক্ষণে বন্ধনমুক্ত করেছে সোহমকে।

তারপর সবাই মিলে ধরাধরি করে ওকে বিছানায় শুইয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে বাতাস করতেই ওর জ্ঞান ফিরে এল।

বাবলু বিলুকে বলল, "চাবিটা তোরা পেলি কোত্থেকে?"

বিলুর হয়ে ভোম্বল বলল, "টিভির মাথায় রাখা ছিল।"

ডেসডিমোনা, বাচ্চু আর বিচ্ছু তখনও সোহমের পরিচর্যা করছে।

বাবলু বলল, "এরা দেখছি খুবই বিপজ্জনক। দুপুরে এসে কুমকুমকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। এখন এসে সোহমের হাল খারাপ করল। কী ভাগ্যিস প্রাণে মারেনি ছেলেটাকে! একটা রড-ফড মাথায় মারলেই হয়েছিল আর কী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ডেসডিমোনা বলল, "মারেনি এই কারণে যে, মারলেই তো সব শেষ। এখন কুমকুমকে আটকে রেখে ভয় দেখাবে ওকে। ব্ল্যাকমেল করবে নানাভাবে।"

বাবলু বলল, "তোমার ধারণাই ঠিক। না হলে মেরেই ফেলত।"

সোহম তখন একটু স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসেছে। বাবলুরাও সবাই গিয়ে বসল ওর পাশে।

ডেসডিমোনা এক গেলাস জল এনে ওকে খেতে দিল।

জল খেয়ে সোহম বলল, "আমার একটু চা খেতে ইচ্ছে করছে। তুমি সবার জন্যই চায়ের ব্যবস্থা করো। আর শোনো, কয়েকটা গজা আর অমৃতি কিনে রেখেছি। ওগুলো সবাইকে ভাগ করে দাও।"

বাবলু বলল, "খাওয়ার ব্যাপারটা পরে। আগে আমরা তোমার কথা শুনি।"

"সব বলব। খেতে খেতেই কথা হবে। উঃ, কী ভয়ংকর দিন একটা গেল আজ!"

বাচ্চু বলল, "এখনও যায়নি। আমরা চলে যাওয়ার পর আজ সারাটা রাত যে কীভাবে কাটবে তোমার, তাই তো ভাবছি। আচ্ছা, এই আততায়ী কি জালানেরই লোক?"

সোহম ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"

এ-বাড়ির সবকিছুই ডেসডিমোনার পরিচিত। তাই সহজেই সকলের জন্য চা তৈরি করে ফেলল কয়েক কাপ। তারপর গজা ও অমৃতি পরিবেশন করে চা ঢেলে দিল প্রত্যেকের কাপে।

খেতে খেতেই সোহম বলল, "দুপুরের ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক। কুমকুমকে সুস্থ দেখে বেলা এগারোটা নাগাদ আমি গেছি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে...।"

বাবলু বলল, "আড্ডা দিতে নয়, জুয়া খেলতে।"

সোহমের মুখটা থমথমিয়ে উঠল। বলল, "কী যা-তা বলছ তুমি?"

ডেসডিমোনাও কেমন যেন শুকিয়ে গেল বাবলুর কথা শুনে।

সোহম একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ডেসডিমোনাকে। তারপর বলল, "সে যাই হোক, ফিরে এসে দেখি কুমকুম নেই। নেই সেই বেড়ালটাও। সিঁড়ির কাছে কয়েকটা পায়ের ছাপ। অল্প ধস্তাধস্তির চিহ্ন।"

ডেসডিমোনা বলল, "কই, এ কথা তুমি তখন বলোনি তো আমাকে? তুমি তো বললে সে নাকি কোথায় চলে গেছে।"

"ইচ্ছে করেই বলিনি। তার কারণ আমি তখন দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

বাবলু বলল, "মিথ্যে কথা। ভয় পাওয়ার ছেলেই তুমি নও।"

"এর পরে থানায় গেলাম মিসিং ডায়রি লেখাতে। তা ডায়রি তো লেখালেনই না দারোগাবাবু। উলটে অনেক খারাপ খারাপ কথা শোনালেন।"

"সেটা তোমাকে চেনেন বলেই।"

বাবলুর এই ধরনের কথাবার্তায় পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতচকিত হয়ে গেল। কেন যে সে এইভাবে আঘাত করছে সোহমকে, তা ওরা বুঝতেই পারল না।

সোহম কিন্তু একটুও উত্তেজিত হল না বাবলুর কথায়।

বাবলু বলল, "থানায় তুমি কখন গিয়েছিলে? ঠিক ক'টার সময়?"

"টাইমটা মনে নেই। তা ধরো না কেন বারোটার পর।"

"অথচ বিকেলে আমি যখন তোমাকে ফোন করেছিলাম তখন এখানে রিং হয়ে যাচ্ছিল। তুমি আমায় ফোন করলে আমি যখন জানতে চাইলাম রিং হয়ে যাওয়ার কারণ, তখন তুমি অনায়াসে বলে দিলে তুমি সেই সময় থানায় গিয়েছিলে। এত মিথ্যে কথা কেন যে তুমি বলছ তা আমি বুঝতে পারছি না। এখন বলো, দুষ্কৃতীরা কুমকুমকে নিয়ে গেল কোন পথ দিয়ে?"

"ওরা ওকে এই দরজা দিয়েই নিয়ে গেছে।"

"কিন্তু লক সিস্টেমের এই দরজা ওরা খুলল কী করে?"

"কুমকুমের কাছে যে চাবি ছিল সেই চাবি দিয়েই খুলেছে। বাইরের গলির মুখে গাড়ি রেখে এসেছিল, তাতে করেই নিয়ে গেছে।"

"আচ্ছা, এমন জমজমাট জায়গা, এত লোকজন এখানে, তবুও প্রকাশ্য দিবালোকে এখান থেকে একটা মেয়েকে দুষ্কৃতীরা উঠিয়ে নিয়ে যায় কীভাবে?"

"এইসব কাজে ওরা দারুণ অভ্যস্ত বাবলুভাই। এমনভাবে লোকের চোখে ধুলো দেয় ওরা যে, কেউ বুঝতেও পারে না কীভাবে কী হল।"

ঘরের মধ্যে তখন সুচ পড়লেও বুঝি শব্দ হবে।

বাবলু বলল, "এবারে বলো, যে লোকটা তোমার এমন অবস্থা করল তাকে তুমি চেনো?"

"চিনি। জালানের পোষা গুন্ডা। ওর নাম হ্যারি। হ্যারি আর লুইস দু'জনেই একসঙ্গে কাজ করে জালানের হয়ে। ওরাই এসে উঠিয়ে নিয়ে গেছে কুমকুমকে। এখন হ্যারি এসেছিল আমাকে ভয় দেখাতে।" বলে ডেসডিমোনার দিকে একবার তাকাল সোহম।

ডেসডিমোনা বলল, "কোনও কিছুই আমি গোপন না করে ওদের সব কথাই খুলে বলেছি।"

"ভালই করেছ। তবে আমাব ব্যাপারে বেশি কথা না বললেই পারতে।"

"তোমার ব্যাপারে আমি কোনও কথাই বলিনি ওদের।"

"ওরা তা হলে এতসব জানল কী করে?"

বাবলু বলল, "তার উত্তবটা আমি দিচ্ছি।" বলে ওর কাঁধে ঝোলা ব্যাগ থেকে একটা ডায়রি বের কবে বলল, "এটা কী বলো তো?"

"কুমকুমের ডায়রি ওটা। ও তুমি কোথায় পেলে?"

"এখানেই। এইমাত্র তোমাদের বাড়িতে এসেই পেয়েছি। হ্যাবি এসে সবকিছু তছনছ কবে টেনেটুনে বের না করলে এটা আমার হাতে আসত না। ওরা সবাই যখন তোমাকে বন্ধনমুক্ত করতে ব্যস্ত ছিল সেই সময়ই আলমারির কাছ থেকে আমি কুড়িয়ে পাই এটা। এতে কী লেখা আছে জানি না। তবে প্রথম পাতায় চোখ রেখেই যা আমার চোখে পড়ল তা দেখেই এত কথা বললাম। এই দ্যাখো কুমকুম কী লিখেছে। ও লিখেছে, "বাবা-মা এত শাসন করেও দাদাকে বুঝিযে উঠতে পারেননি। ও কিছুতেই বদ ছেলেগুলোর সঙ্গ ছাড়ে না। আমার প্রিয় বান্ধবী ডেসডিমোনার বাবা ওকে নাকি জুয়া খেলতেও দেখেছে। এই বয়সে রেসেব মাঠেও যায বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে। এক-একসময় ভাবি কী যে হবে ওর! অথচ ওকে নিয়ে বাবা মায়ের কত আশা ছিল। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর ও দিনকে দিন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দু' হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। ও এখন পাক্কা জুয়াড়ি।"

শুনেই উত্তেজিত হয়ে উঠল সোহম, "এইসব লিখেছে কুমকুম?"

"অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই লিখেছে। আবও অনেক কথা লিখেছে। সেসব কী, তা এখনও পড়ে দেখবার সময পাইনি। আজ রাতে আগাগোড়া সব খুঁটিয়ে পড়ব। তা যাক, তোমার বোনেব এই অপহরণেব ব্যাপাবে যদি কিছু তোমার বলবার থাকে, আমাদের বলতে পারো।"

সোহমকে খুব অসহায় মনে হল এবার। ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ও বলল, "বাবলুভাই! তোমার কাছে কিছুই আমি লুকোব না। আমার কুমকুমকে ওদের কবল থেকে যেভাবেই হোক উদ্ধার কবো তুমি। আমার সম্বন্ধে ও আর কী লিখেছে জানি না, তবে তুমি যা যা বললে তার সবই সত্যি। ওকে হারিয়ে আমি নিজেকে আর নিজের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই তোমাদের ডাকিয়ে এনেছি আমি। ওই রাহুব গ্রাস থেকে কুমকুমকে তোমরা ফিবিয়ে নিয়ে এসো।"

বাবলু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "চেষ্টা করব। আমার একার শক্তিতে তো কিছু হবে না। আমাদেব সকলকেই সচেষ্ট হতে হবে। এমনকী এই ব্যাপারে তোমারও সহযোগিতা চাই। ডেসডিমোনা তো আমাদেব সঙ্গেই আছে। ঘটনার গতি যা, তাতে প্রয়োজনে হয়তো আমাদের শিমলাতেও যেতে হতে পারে।"

"তোমাদের যাতায়াতের সমস্ত খরচ খরচা আমি দেব।"

"ওসব পরে। আমরা আমাদের ইন্টারেস্টেই যাব। সফল হলে তখন যা পারো দিয়ো। এখন তোমার মুখ থেকে তোমাদের পরিবারের কথা শুনতে চাই। যদিও ডেসডিমোনার মুখে অনেক কিছুই শুনেছি।"

সোহম বলল, "আমার বাবা একটি বিদেশি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সংস্থার মালিক ছিলেন জনসনসাহেব। ওই একই সংস্থায় কাঞ্জিলালবাবু নামেও একজন ছিলেন। কোম্পানির কাজে এঁরা দু'জনেই হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায়ই যেতেন। রামপুব, সোলান, কশৌলি, শিমলা, কুফরি, নারকান্দা, কুলু, মানালি ইত্যাদি জায়গায়। তা সে যাই হোক, জনসনসাহেব বয়সের কারণে ব্যবসার পাট চুকিয়ে এদেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় নারকান্দার ওই আপেল বাগানটি আমার বাবা ও কাঞ্জিলালবাবুকে উপহার হিসেবে দিয়ে যান। ওই বাগানের বাৎসরিক আয় কয়েক লক্ষ টাকা। ফার্গু সিং নামে ওইখানকারই একজন লোক বাগানটি দেখাশোনা করে। এদিকে বেশ কয়েক বছর হল বাগানের আয় আগের মতো না হওয়ায় বাবা একটু খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারেন ওই ফার্গু সিং-এর সঙ্গে কাঞ্জিলালবাবুর অন্য একটি আঁতাত থাকার ফলে এইরকম হচ্ছে। লাভের টাকাব সিংহভাগই মেরে দিচ্ছে ওরা দু'জনে। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কাঞ্জিলালবাবুর তীব্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মতভেদ হয়। জোচ্চুরি ধরা পড়ে যাওয়ায় কাঞ্জিলালবাবু নিজমূর্তি ধরেন। কোথা থেকে যেন ওই শয়তান জালানকে ধরে নিয়ে এসে জ্বালাতন করতে থাকেন বাবাকে। বলেন, "আমাকে যদি এতই অবিশ্বাস তো এই জালানকে আপনার অংশটা বেচে দিন। ইনি আপনাকে উপযুক্ত দাম দেবেন।" বাবাও জবাব দেন, "কাঞ্জিলালবাবু, আপনার কারণে এই বাগান যদি আমাকে সত্যিই বেচে দিতে হয় তা হলে আমি তা এমন একজনকে দেব যিনি আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। আর এই ব্যাপারে কালকার শার্দূল সিংই হচ্ছেন উপযুক্ত লোক।"

একটু থেমে সোহম আবার বলল, "একেবারে জোঁকের মুখে নুন। কাঞ্জিলালবাবু, জালান, সবাই ভেগে গেলেন। এর পরই কাঞ্জিলালবাবু তাঁর অংশটা বিক্রি করে দিলেন ফার্গু সিংকে।"

বাবলু বলল, "কত টাকায় বিক্রি হল জমিটা?"

"শুনেছি পঁচিশ লাখ টাকায়।"

"অত টাকা ফার্গু সিং পেল কোত্থেকে? তোমাদের ওই বাগান দেখাশোনা করে অনেক আয় করেছে বলো?"

"তার আমি কিছুই জানি না।"

"আমি জানি। এমনকী এই ব্যাপারে আগাসাহেব নামে একজন কাবুলিওয়ালাকেও ফাঁসানো হয়েছে।"

সোহম চোখ দুটো কপালে উঠিয়ে বলল, "তুমি কী করে জানলে এসব?"

"আমাকে প্রশ্ন কোরো না। তারপর?"

"তারপর ফার্গু সিং-এর সঙ্গে যৌথ মালিকানায় আমাদের ব্যবসা চলতে থাকল। তবে কি না আগের মতো সেইরকম রমরমা ব্যবসা আর হল না। আসলে বাঘ একবার রক্তের স্বাদ পেলে যা হয় আর কী। তার ওপরে কাঞ্জিলালবাবুর প্রভাব তো ছিলই ওখানে। বিশেষ করে উনি এখন কলকাতার পাট চুকিয়ে পুরোপুরিভাবে মানালিরই অধিবাসী।"

বাবলু বলল, "আমি তো জানি হিমাচলিরা অত্যন্ত সৎ ও বিশ্বাসী হয়।"

"ঠিকই জানো, তবে কি না কাঞ্জিলালবাবু তো হিমাচলপ্রদেশের লোক নন। ফার্গু সিং অসৎসঙ্গে পড়ে এইরকমটা হয়েছে। তা ছাড়া আরও জেনে রাখো। পাহাড়িরা পাহাড়িই। কিন্তু ব্যবসার ধান্দা যারা করেছে তাবা কিন্তু পুরোপুরি বেনিয়া, তোমার ব্যাগ থেকে দশ-বিশ হাজার টাকা পড়ে গেলে ওরা যদি কুড়িয়ে পায় তা হলে ঠিক পৌঁছে দেবে তোমার হাতে, না হলে থানায় জমা দেবে। কিন্তু কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধস নেমে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেলে যে হোটেলের দুশো টাকা ঘরভাড়া সেই হোটেলেই দু' হাজার টাকা চাইবে। কেঁদে ভাসিয়ে দিলেও তখন মন ভিজবে না ওদের।"

বাবলু বলল, "তোমার তো দেখছি দারুণ অভিজ্ঞতা। অথচ তোমার মতো ছেলে অমন বদ সঙ্গ বেছে নিল কেন?"

"আমি ভাল হতে চাই বাবলুভাই। আসলে বাবা সবসময় বাইরে বাইরে থাকতেন, আর আমাদের হাতে অপর্যাপ্ত টাকা। তারই ফলে এইরকমটা হয়েছে। নিখরচায় আমোদফুর্তি করার জন্য অনেক সঙ্গীও জুটে গেল আমার। তাদের পাল্লায় পড়ে আমিও তাদের মতোই হয়ে গেলাম। অথচ আমাকে নিয়ে আমার বাবার কতই না স্বপ্ন ছিল! আমি বড় হলে আমাকে ওই বাগানের দায়িত্ব দেবেন। মানালিতে হোটেল ব্যবসা করাবেন। বিপাশা নদীর ধারে এই ব্যাপারে একটা জমিও নেওয়া আছে আমাদের। কুমকুমের ভাল ঘরে বিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর সব স্বপ্ন জল হয়ে গেল অকালমৃত্যুতে। বাবা-মা দু'জনেই চলে গেলেন।"

"তোমার কি মনে হয় ওঁদের এই মৃত্যুটা স্বাভাবিক?"

"এখন মনে হচ্ছে, না।।"

"এই ব্যাপারে কোনও চিন্তাভাবনা করেছ তুমি?"

"করেছি। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারিনি। কখনও মনে হয়েছে কাঞ্জিলালবাবু ও জালানের চক্রান্তেই বাবা-মায়ের ওইরকম পরিণতি। আবার পুলিশ রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। আর সেটা মনে হতেই আমার যত রাগ গিয়ে পড়ে ওই বেড়ালটার ওপর। কেন না ওই পাপটা ভিটেয় ঢোকার পর থেকেই আমাদের যত অশান্তি।"

"কিন্তু তোমাদের আপেল বাগানের সমস্যাটা তো তারও আগে থেকে।"

"তা অবশ্য ঠিক। যাই হোক, বাবা-মা দু'জনেই চলে যাওয়ার পর কুমকুমকে বললাম ওই আপেল বাগান নিয়েই যখন এত অশান্তি তখন এক কাজ করা যাক, জালানকেই বাগানটা বেচে দিই আয়। দিয়ে মানালিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গিয়ে চুটিয়ে হোটেলের ব্যবসা করি। প্রথমে গ্রাউন্ড ফ্লোরটা করে নিয়ে নিজেরা বসে থেকে দেখাশোনা করব। তারপর একজন কন্ট্রাক্টরকে দিয়ে দেব বাকিটা করে দেওয়ার জন্য। তা ও কিছুতেই রাজি নয়। বলে কি না বাবা-মায়ের এই স্মৃতিমন্দির ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আচ্ছা বাবলুভাই, তুমিই বলো তো, যে বাড়িতে বাস করলে অহরহ বাবা-মায়ের কথা মনে পড়বে, যেখানে ঢুকতে-বেরোতে কোনও সময়েই তাঁদের দু'জনকে আর বারেকের তরেও দেখতে পাব না, অযথা সেখানকার মাটি কামড়ে পড়ে থেকে দুঃখের বোঝা বাড়িয়ে লাভ কী? বিশেষ করে মানালিতেও আমাদের যখন থাকবার মতো একটু কিছুর ব্যবস্থা আছে।" বলে একটু দম নিয়ে আবার বলল, "তোমরাই বলো তো ভাই, আমার প্রস্তাবটা কি খারাপ ছিল? আমি হয়তো বাজে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করে খুব একটা বাজে ছেলে হয়ে গেছি। কিন্তু আমার ভেতরেও তো কাব্যিক মন একটা থাকতে পারে?"

বাবলু প্রসন্ন হাসি হেসে বলল, "অবশ্যই।"

সোহম প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বাবলুকে বলল, "তুমি বা তোমরা কেউ মানালিতে গেছো?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই বলল, "না।"

বাবলু বলল, "তবে এইবার যাব।"

"যদি কখনও যাও তো দেখবে কী দারুণ লোভনীয় জায়গা। মনে পড়বে সেই বিখ্যাত কবিতাটা, 'বিয়াস ওগো সুন্দরী বিপাশা, জীবনের মিটাতে পিপাসা...।' সত্যিই তাই। মানবজীবনের অনন্ত পিপাসার নিবৃত্তি যেন বিপাশাতেই। ওর সৌন্দর্যেরও যেমন শেষ নেই, প্রাকৃতিক পরিবেশেরও তেমনই তুলনা হয় না। ওই সুন্দরী বিপাশার তীরে বসে থাকলে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যাবে তা টেরও পাবে না। ওখানে বসে কাছে-দূরের বরফের মুকুট পরা পাহাড়গুলোর দিকে তাকালে মনে হবে স্বর্গ বুঝি কোথাও নেই, এখানেই আছে। কত দেশ দেশান্তরের লোক হিমালয়েব ওই দিব্য মনোহর রূপ দেখবাব জন্য ছুটে যায়, অথচ কুমকুম রাজি নয়। আমার জীবনের ওটাই শ্রেষ্ঠ আক্ষেপ বাবলুভাই। অমন রমণীয় পরিবেশে থাকাব মতো নিজস্ব জায়গা যখন আছে, দু' হাতে খরচ করবার মতো অপর্যাপ্ত টাকাপয়সাও যখন আছে আমাদের, তখন আমরা কেন এই হাওড়ায় পড়ে থাকব বলো তো? তা ছাড়া হাওড়ার বাড়িটা তো আমবা বিক্রি করে দিচ্ছি না। সময় পেলেই মাঝেমধ্যে চলে আসব এখানে।"

বিলু বলল, "এই ব্যাপারে কার কী মত তা জানি না, তবে আমি কিন্তু তোমাকেই সমর্থন করি।"

সোহম আবার বলল, "এই যে দেখছ ডেসডিমোনা, ওরও ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে মানালিতে গিয়ে থাকে। এই ব্যাপারে কত বুঝিয়েছে ও কুমকুমকে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ওর ওই এক জেদ, কিছু বললেই বলে, এই বাংলায় বাঙালির সঙ্গে সুখে-দুঃখে বেশ আছি। কোনও কিছুর মোহেই আমি এখান থেকে যাব না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা কোনও মন্তব্য না করে চুপচাপ শুনে যেতে লাগল সব।

পঞ্চুও এতটুকু চঞ্চলতা প্রকাশ না কবে একচোখে একভাবে তাকিয়ে রইল সোহমের মুখের দিকে।

সোহম বলল, "আমার কথা তো সব শুনলে, এখন তোমরাই বলো, আমি কি সত্যিই টাকার মোহে মানালিতে যাচ্ছি? সুন্দরের পটভূমিতে বাস করবার কোনও মোহ কি আমারও থাকতে পাবে না? অথচ বাপ-মা মরা এই অভিভাবকহীন কুমকুমই হচ্ছে আমার প্রাণ। ওকে এখানে একা রেখেও তো আমি চলে যেতে পারি না।"

বাবলু বলল, "সেটা সম্ভব নয়। ও কাজ করতেও যেও না। তোমার বক্তব্য কি এইখানেই শেষ?"

"না। আরও কিছু বলার আছে। তার আগে একটু কফির ব্যবস্থা হোক। ডেসডিমোনা—।"

ডেসডিমোনা এই বাড়ির সবকিছুর ব্যাপারে যে কতখানি অভ্যস্ত তা ওর কাজকর্ম দেখেই বোঝা গেল। এখন বাচ্চু-বিচ্ছুও কফি তৈরির ব্যাপারে সাহায্য করল ওকে।

কফি খেতে খেতে সোহম আবার বলল, "এবারে আমার জীবনের চরম বিপর্যয়ের কথাগুলো বলি শোনো। আমার এক বন্ধুর বাবা টিভি সিরিয়াল তৈরির কাজে যুক্ত আছেন। তাই বন্ধু আমাকে বারবার তাতাতে লাগল, 'তুইও এইরকম সিরিয়ালের কাজ কর না। দেখবি টাকায় টাকা লাভ। দশ লাখ নিয়ে নামলে বিশ লাখ হতে বেশিক্ষণ নয়। তা ছাড়া তোর এমন সুন্দর চেহারা, ডেসডিমোনার মতো নাচিয়ে মেয়ে সঙ্গে আছে। এই কাজ করতে-করতে তুই নিজেই একদিন হিরো হয়ে যেতে পারবি। কত অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয় হবে। জীবনটাই রঙিন হয়ে উঠবে একদিন। টিভি থেকে সিনেমা। প্রথমে বাংলা ছবি, তারপরে হিন্দি...।' মন আমার নেচে উঠল ওর কথা শুনে। তখন তো বুঝতে পারিনি ওর ফাঁদে আমি পা দিয়ে ফেলেছি। ওই আমাকে যুক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিল কুমকুমকে লুকিয়ে বাগানটা বিক্রি করে দেওয়ার। আমি কুমকুমকে বললাম, ও রাজি হল না। তবুও আমি জালানের সঙ্গে দেখা করে বাগানটা ওঁকে কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিলাম। উনি তো এককথায় রাজি। বললেন, 'আমি কুলুর বিজনেসম্যান। কাতরাইনে আমার গদি। ওই বাগান আমার চেয়ে ভাল দেখাশোনা করতে তোমরা পারবে না। তোমার বাবাকে আমি অনেকবার বলেছিলাম। কিন্তু উনি আমাকে শার্দুল সিং-এর ভয় দেখালেন। তা তুমি কী দাম চাও বলো?' আমি বললাম, 'পঁচিশ লাখ। কেন না এই দামেই ফার্গু সিং জমিটা কিনেছে কাঞ্জিলালবাবুর কাছ থেকে।' উনি বললেন, 'ঠিক আছে, ওই দামই তুমি পাবে। তোমার দলিলটা আমাকে দিয়ে যাও। ওটা বিক্রয় কোবালা না করে দানপত্র করা হোক। আমার উকিল কাগজপত্র রেডি করুন।' আমি বললাম, 'কিন্তু জালানজি, অগ্রিম হিসেবে আমার যে আগেই কিছু চাই।' উনি বললেন, 'কত?' আমি বললাম, 'দশ লাখ।' উনি একবার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিলেন। আমার বন্ধুটিকে বললেন, 'দলিলটা নিয়ে এলেই সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে।'

বাবলু বলল, "পরদিনই তুমি তা হলে দলিল নিয়ে গেলে?"

"হ্যাঁ। আসলটা নয়, ডুপ্লিকেটটা। দলিল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই টাকাও পেয়ে গেলাম নগদে।"

"দশ লাখই পেলে?"

"দশ লাখ। বাকিটা সইসাবুদের দিন পাব এইরকম কথা হল। সে যাই হোক, কুমকুমের ভয়ে ওই টাকাটা আমি বাড়িতে রাখিনি। বন্ধুর কাছেই ছিল। বন্ধু আমাকে দু'-চারদিন স্টুডিয়োপাড়ায় ঘুরিয়ে অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর একদিন মুম্বইয়ের টিকিট কেটে সেই যে উধাও হয়ে গেল, আর ফিরল না। এদিকে হল কী, জালানের উকিলের কাগজপত্র রেডি হয়ে গেলেও কুমকুমকে কিছুতেই সেই কাগজে সই করানো গেল না। তখন আমি টাকা-পয়সা খুইয়ে জালানকে এড়িয়ে গা ঢাকা দিতে লাগলাম। তাই একদিন দু'জন গুন্ডাকে নিয়ে জালান এসে খুব শাসাতে লাগল আমাদের। কুমকুমকে যখন খুব ভয় দেখাতে লাগল তখনই ওই শয়তান বেড়ালটা এমন একটা কাণ্ড করল যে...।"

বাবলু বলল, "বাকিটা আমাদের শোনা। জালান তাঁর একটি চোখও হারালেন।"

"এরপর আমি বাঁচার তাগিদেই জালানের সঙ্গে দেখা করে কাগজে সই দিলাম। কুমকুমের হয়ে সই দিল ডেসডিমোনা।"

"ওরা চিনতে পারল না?"

"উকিলবাবু ডেসডিমোনাকে চিনতেন না।"

"সইসাবুদের পর জালানের গদিতে গিয়ে যখন বাকি টাকা চাইলাম উনি তখন হাঁকিয়ে দিলেন আমাকে। বললেন, যে জমির জন্য তাঁর একটি চোখ হারাতে হয়েছে সেই জমির জন্য আর একটি টাকাও দেবেন না তিনি। আমি তখনকার মতো চলে এলেও পরদিন আমার দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে শাসিয়ে এলাম জালানকে। আর এও বলে এলাম ওঁকে, যে দলিলটা আমি দিয়েছি সেটি আসল দলিল নয়, কুমকুমের নামে যে সই আছে সেটিও অন্য মেয়ের। তা ছাড়া কুমকুম সই করতে রাজি হলেও সে সই বৈধ হত না। কারণ ও এখনও নাবালিকা। ধুরন্ধর জালান চোখের মণিতে আগুন ছুটিয়ে বললেন, 'তা হলে তুমিও জেনে রাখো হে ছোকরা, ওই যে দশ লাখ রুপাইয়া আমি তোমাকে দিয়েছি, ওর মধ্যে আসলি নোট আছে তিন লাখ টাকার। বাকি সবটাই জাল। লেকিন ওই তিন লাখ টাকার খেসারত তোমাদের তিনজনকেই দিতে হবে।"

বাবলু বলল, "এসব কতদিন আগেকার কথা?"

"এই তো কিছুদিনের ঘটনা। তারপরই এই। ফোনে আমাদের বারবার হুমকি দিলেন। ডেসডিমোনাকে শাসালেন। কত কী করলেন উনি।"

"তোমার সেই বন্ধুটির খবর কী?"

"সে এখন জেলে। জাল নোট ভাঙাতে গিয়েই জব্দ হয়েছে সে।"

সব শুনে ভোম্বল বলল, "কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না কুমকুমকে এইভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণটা কী?"

সোহম বলল, "আমার ওপরে প্রতিশোধ নেওয়া। ওর ওপর টর্চার করে আমাকে ভয় দেখাবে। ও সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত ওকে আটকে রেখে হয়তো ওদের কাগজে সই করতে বাধ্য করাবে।"

"আবার ওই তিন লাখ টাকার উশুল করতে ওকে কোথাও বিক্রিও তো করে দিতে পারে?"

"সব পারে ওরা, সব পারে।"

বিলু বলল, "তোমার কাছে আজ ওরা কীজন্য এসেছিল?"

"মূল দলিলটা সংগ্রহ করতে। ওরা ভেবেছিল দলিলটা বোধ হয় বাড়িতেই আছে। কিন্তু ও জিনিস যে লকারে ঢোকানো, সে বুদ্ধি ওদের ছিল না। কাজেই কিছুই না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেল। হয়তো আমাকেই শেষ করে দিত কিন্তু তোমরা এসে পড়ায় পালাতে পথ পেল না।"

বাবলু কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে বলল, "যাক, সবকিছু জেনেশুনে পরিষ্কার একটা ছবি আমরা পেয়ে গেছি। এর ফলে দুষ্কৃতীদের চক্রজাল ছিঁড়তে আমাদের খুব একটা বেগ পেতে হবে না। অপরাধীরা শাস্তি পাবেই। শুধু তাই নয়, তোমাদের ব্যাপারে তো বটেই, আবার অন্য একজনের খোঁজেও শিমলায় আমাদেব যেতেই হবে। তবে এখন আমাদের প্রথম কাজই হবে কুমকুমকে উদ্ধার করা। তাই জালানের ঠিকানাটা আমাব চাই। সেইসঙ্গে চাই নারকান্দার আপেল বাগানের ওই পথনির্দেশিকা। কেন না এই ব্যাপারে ফার্গু সিংকেও আমাদের প্রয়োজন।"

সোহম সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানাপত্র সব দিয়ে দিল।

বাবলু এর পর এই বাড়ির নীচে-ওপর সব ঘুরে বেশ ভালভাবে দেখে নিল চারদিক।

পঞ্চুও বাড়ির আনাচে-কানাচে টহল দিয়ে নিল একবার।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বাবলু সোহমকে বলল, "এই বাড়িতে তুমি এখন একা। তার ওপরে শত্রু তোমার পেছনে। কাজেই সাবধানে থাকবে একটু। তারপর ডেসডিমোনাকে বলল, "তুমি কী করবে? এ যা শুনলাম তাতে তোমারও তো বিপদ। যে কোনও মুহূর্তে তোমাকেও ওরা উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

ডেসডিমোনা ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

বাবলু বলল, "চলো। রাত হয়ে গেছে। আজ আমরা তোমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পঞ্চুকে নিয়ে ওরা সবাই পথে নামল।

॥ ৪ ॥

রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে কুমকুমের ডায়রিটা নিয়ে পড়তে লাগল বাবলু।

পঞ্চু দরজার পাশে ওর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় শুয়ে রইল চুপচাপ।

ডায়রিতে কুমকুম লিখেছে, 'বেড়ালটাকে দাদা একদম সহ্য করতে পারে না। না পাবাই স্বাভাবিক। ও আসার পর থেকে এমন কয়েকটা অশুভ ব্যাপার ঘটে গেল, যাতে করে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় ওই বেড়ালটাই তার কারণ। আমি নিজেও যে মাঝে-মাঝে এ-কথা ভাবিনি তা নয়। পরে অবশ্য মনকে বুঝিয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বেডালটা আমার এমনই অনুগত যে, ওর আনুগত্যের জন্যই ওর ওপব থেকে আমাব রাগ দূর হয়ে যায়। সত্যি, এই একটা বছরের মধ্যে আমাদেব সুখের সংসারটা কীভাবেই না তছনছ হযে গেল! মা-বাবা চলে গেলেন। দাদাটা বদ সঙ্গে মিশে গোল্লায় গেল। দাদা এখন বন্ধুদের কথা শুনে ওই আপেল বাগান বিক্রি করে হোটেল ব্যবসা করবার কথা চিন্তা করছে। কিন্তু যে মানালিতে কাঞ্জিলালবাবুব মতো শয়তান হোটেল জাঁকিয়ে বসে আছে সেইখানে ব্যবসা করতে গিয়ে ও কখনও টিকতে পারে? ওই কাজ শুরু করলে ওকে যে ওরা কীভাবে নাস্তানাবুদ করবে তা কি একবারও ভেবে দেখেছে ও? আসলে সৎ লোকের সুবুদ্ধিটা দাদা কখনও নেয় না কিন্তু বদ লোকের কুবুদ্ধিটা আগেই মেনে নেয়। মানালি সত্যিই সুন্দর। বিপাশাও সুন্দরী। কিন্তু আমরা বাংলার জল-হাওয়ায় মানুষ। ওখানকার ঋতু ও পরিবেশের সঙ্গে আমরা খাপ খাইয়ে নিতে পারব কেন? প্রথম-প্রথম দু'-চারদিন বেশ ভালই লাগবে। তারপরই মনে হবে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তখন পালিয়ে আসতে পথ পাবে না। তাই স্বদেশ ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে কোথাও যাওয়া নয়।'

আর একদিনের ডায়রিতে কুমকুম লিখেছে, 'বাবার সঞ্চিত অর্থ খরচ করতে করতে হয়তো একদিন দেউলিয়া হয়ে যাব। কলসির জলও গড়াতে গড়াতে শূন্য হয়ে যায়। মানালি দাদাকে টানছে। কিন্তু আমি সংঘর্ষের ভয়ে যেতে চাইছি না। ডেসডিমোনা আমার প্রিয় বান্ধবী। এমনই বান্ধবী যে, ঠিক আমার বোনের মতো। ও একেবারে আমাদের পরিবারের সঙ্গে মিশে গেছে। ওকে ঘিরে আমার অন্য একটা স্বপ্নও আছে। কিন্তু সে-কথা ওকে বলিনি কখনও। ওরও খুব ইচ্ছে মানালিতে যাওয়ার। বলে, তোরা যদি ওখানে গিয়ে হোটেল ব্যবসা করিস তো আমাকে রিসেপশনিস্ট-এর কাজটা দিস। ওই চাকরি নিয়েই তোদের সঙ্গে থেকে যাব সারাজীবন। মাঝে-মধ্যে মন কেমন করলে বাবা-মা'কে দেখতে আসব। ওঁদেরও যেতে বলব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মাঝে-মাঝে। ডেসডিমোনাকেও কিছুতেই আমি বোঝাতে পারি না, নেহাত অপারগ না হলে মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়। ওরা অন্য যুক্তি দেখায়। বলে, এইজন্যই বাঙালির কিছু হয় না। বলে, ভারতের অন্য প্রদেশের লোকরা যদি আমাদের দেশে এসে ব্যবসা করতে পারে, তা হলে আমরাই বা মানালিতে গিয়ে ব্যবসা করব না কেন? আসলে আমার যে ভয়টা কী, তা ওরা বুঝতেও চায় না। তাই আমার মতে মানালি বেড়াতে যাওয়ার পক্ষে ভাল, কিন্তু বসবাসের জন্য মাতৃভূমিই উপযুক্ত স্থান।'

আর এক জায়গায় লিখেছে, 'এবার বেড়ালটার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই বেড়ালটাকে আমি কেন যে এত ভালবাসি তারও একটা কারণ আছে। একমাত্র আমি ছাড়া আর সবার প্রতিই হিংস্র হয়ে ওঠে বেড়ালটা। বিশেষ করে বদ লোকেদের ও দেখেই চিনতে পারে। তাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পঞ্চুর মতো ওকেই আমার রক্ষাকর্তা বলে মনে করি। আমার বাবা-মা দুর্ঘটনায় মারা গেলেও আমি মনে করি ওটি একটি সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। কেন না বাবা যখন কাঞ্জিলালবাবু ও জালানকে বাগান বিক্রি করতে রাজি হলেন না, বরং শার্দূল সিং এর ভয় দেখালেন, তখনই হয়ে গেল ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দাদাব অত তলিয়ে দেখার ও ভাবার সময় নেই। কিন্তু আমার আছে। আমি তাই গুম হয়ে থাকি সবসময়। একমাত্র ডেসডিমোনা ছাড়া কারও সঙ্গে মিশিও না। তবে আমার এই সন্দেহের কথাটা ওকেও বলিনি কখনও। দাদাকেও না। কেন না দাদার মনে ওই সন্দেহ একবার দানা বাঁধলে ও যা রাগি তাতে হয়তো ওর বদ সঙ্গীদের নিয়ে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে বসবে একদিন। ফলে হয় মরবে, না হয় জেল খাটবে। তাই এই বেড়ালটাকে কাজে লাগিয়েই আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। সেদিন আমারই নির্দেশে বেড়ালটা আক্রমণ করেছিল জালানকে। আক্রমণের ফলে মুখটা বীভৎস হয়েছে। একটা চোখ গেছে। এখন বাকি রইল দু'জন। কাঞ্জিলাল ও ফার্গু সিং। ওদেরও আমি ছাড়ব না। পারলে ওদের আমি ঠান্ডা মাথায় খুন করব। এমনভাবে যে, কেউ টেবও পাবে না।'

বাবলু ডায়বিটা মুড়ে বেখে দিল মাথাব কাছে। অস্বাভাবিক রকমের জীবনযাত্রার ফলেই এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মনে এমন প্রবণতা আসে। একেবারেই টিন-এজার। কাজেই দোষও দেওয়া যায় না। ঘড়ির কাঁটায় রাত তখন বারোটা।

বাবলু অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল। একটি পরিবারের বিপদে এই সংকটজনক মুহূর্তে শুধুমাত্র উত্তেজনার কারণেই ঘুম এল না ওব চোখে। অপরাধীরা এখানে চিহ্নিত। তাই তাদের ফাঁদে ফেলতে খুব একটা অসুবিধে হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এবারের এই অভিযানে সুদূরের ডাকও আছে। অনেকবার যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি যেখানে সেই শিমলা আর কুলু মানালিও ওদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে এবার। কাঞ্জিলাল আর ফার্গু সিং-এর মোকাবিলা ছাড়াও নিখোঁজ আগাসাহেব যদি ওই দুষ্টচক্রের কবলে পড়ে বন্দি হয়ে থাকেন কোথাও, তা হলে তাঁকেও উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু কুমকুম? কুমকুমের প্রসঙ্গ এলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। জালান কি মেয়েটাকে এই শহরেই কোথাও রেখেছেন, না কি পাচার করে দিয়েছেন অন্য কোথাও? শিমলায় যাওয়ার আগে ওই মেয়েটিকে তো রাহুর গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে হবে।

বাবলু যখন এইসব চিন্তা করছে ঠিক তখনই টেলিফোনটা তারস্বরে বেজে উঠল। বাবলু রিসিভার তুলে হ্যালো কবতেই ডেসডিমোনার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বাবলু, শিগগির এসো। আমি বোধ হয় আর নিজেকে বক্ষা করতে পারলাম না। হ্যারি আর লুইস পিছু নিয়েছে আমার। শিকারি কুকুরের মতো খুঁজছে আমাকে।"

"সে কী! তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?"

"চারাবাগানের গলির মুখে যে বুথটা আছে ...।"

"হ্যালো ... হ্যালো ...।"

আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাবলু মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বিলু, ভোম্বলকে ফোনে খবর দিয়েই মাকে জানিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে পথে নামল।

বিলু আর ভোম্বল এসে হাজির হল তখনই।

ওরা দু'জনেই একটা করে চামড়ার হাতল দেওয়া লোহার রড সঙ্গে নিয়েছে। হাতলের মধ্যে হাত গলিয়ে লোহার রডটা শক্ত করে ধরে যাতে ইচ্ছেমতো পেটানো যায় তাই।

যেতে যেতে বিলু বলল, "ব্যাপারটা কী! এই রাতদুপুরে ডেসডিমোনা চারাবাগানে কী করতে গেল?"

"কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফোনে তো অত কথা হয়নি।"

"ক্রাইম কিন্তু দানা বেঁধে উঠছে। কাল সকালে সব কথা পুলিশকে জানাতেই হবে।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

ভোম্বল বলল, "কাল সকালে কেন? আজই ফেরবার পথে থানায় দেখা করে সব বলে যাব। জালানের

ঠিকানা যখন পেয়েছি তখন কুমকুম উদ্ধার হবেই। সেইসঙ্গে তদন্তও চলবে জালনোট চক্রের। কিন্তু এই রাতদুপুরে ডেসডিমোনা যে আমাদের ভাবিয়ে তুলল।"

ওরা দ্রুত স্কুটার নিয়ে চারাবাগানের মুখে এসেই থমকে দাঁড়াল। সেখানে তখন অন্ধকার। একপাশে একটি বুথ আছে বটে তবে সেটি তালাবন্ধ। পাশের বাড়ির একজনকে ডেকে জানা গেল রাত বারোটার পর এই বুথ চালু থাকে না। আজ অবশ্য একটু বেশিক্ষণ খোলা ছিল। কিন্তু এর বেশি সে কিছুই বলতে পারবে না।

বাবলুরা এর পর এক জায়গায় স্কুটার রেখে চারদিকে টহল দিয়ে অনুসন্ধানের কাজ শুরু করল।

পঞ্চুও মাটি শুঁকে শুঁকে তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালো চারদিক।

কিন্তু না। কারও কোনও হদিসই পাওয়া গেল না সেখানে।

ওরা শেষে বাধ্য হয়েই হাল ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিলু বলল, "কী করবি রে বাবলা? অপারেশন তো ওদের সাকসেসফুল। ডেসডিমোনাকে নিয়ে এতক্ষণে হয়তো দ্বিতীয় হুগলি সেতু পার।"

ভোম্বল বলল, "অত সোজা নয়। একটা মেয়েকে কিডন্যাপ করে এত রাতে দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে পালানো মুখের কথা নাকি? পুলিশ যখন গাড়ি থামিয়ে গাড়ির ভেতরে উঁকি দেবে তখনই তো ধরা পড়ে যাবে ওরা। গেলে ওরা অন্য পথে যাবে।"

বিলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। এখন তা হলে?"

বাবলু বলল, "এখন তা হলে আর বৃথা সময় নষ্ট না করে থানায় যাওয়াই ভাল। তবে যাওয়ার আগে ডেসডিমোনার বাড়িতে গিয়ে ওর ব্যাপারে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত।"

ওরা পঞ্চুকে নিয়ে আবার স্কুটারে চেপে ডেসডিমোনার বাড়িতে এল। ভাগ্যে সন্ধেব সময় ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে বাড়িটা চিনে গিয়েছিল ওরা।

বাড়ির সামনে এসে ডোর-বেলে চাপ দিতেই ডেসডিমোনার বাবা-মা দু'জনেই বেরিয়ে এলেন। এত রাতে ওদের দেখেই তো অবাক।

মা বললেন, "কী ব্যাপার! তোমরা এত রাতে?"

"ডেসডিমোনা কোথায়?"

"কেন বাবা?"

"ওকে একবার ডেকে দিন।"

"ও তো বাড়িতে নেই।"

"কোথায় গেছে?"

"চারাবাগানে ওর মাসির বাড়িতে। আমার বোনঝি এসেছিল, তাকে রাখতে গেছে। কাল সকালে ফিরবে।"

বিলু বলল, "কীসে গেছে? হেঁটে, না সাইকেলে?"

"সাইকেলেই গেছে। ডবল ক্যারি করে।"

ওদের তিনজনের চোখের দিকে তাকিয়ে ডেসডিমোনার বাবা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "কোনও খারাপ খবর?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ।"

"কুমকুমের ব্যাপারে নিশ্চয়ই?"

বাবলু বলল, "ওরই ব্যাপারে।" বলে ফোনের বৃত্তান্তটা শুনিয়ে দিল। তারপর বলল, "পারলে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন। ওর মাসির মেয়ের অবস্থাটা কী? সে আদৌ বাড়ি পৌঁছতে পেরেছে কি না।"

ডেসডিমোনার মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বাবা বললেন, "আমি এখনই যাচ্ছি।" বলে জুতো পরে তৈরি হতেই মা বললেন, "না। তুমি একা যাবে না। গেলে আমিও যাবো।"

"এই রাতদুপুরে বাড়ি ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? তুমি ঘরে থাকো। দু'জনেরই একসঙ্গে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।"

মা বললেন, "শোনো বাবলু, ওঁকে একা ছেড়ে দিতে কিছুতেই আমার মন চাইছে না। একটু দয়া করে তোমরা যদি ওঁকে পৌঁছে দাও।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

বাবলুর স্কুটারে পঞ্চু ছিল, বিলু তাই ওর স্কুটারে চাপিয়ে নিল বাবাকে। তারপর নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দিতেই মাসির মেয়ের মুখ থেকে শোনা গেল সব। এই মেয়েটি নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেয়েটির নাম দোলা। সে যা বলল তা হল এই—

আমরা তো সাইকেলে চেপে বেশ আসছিলাম। খানিক আসবার পরই মনে হল কেউ যেন দূর থেকে অনুসরণ করছে আমাদের। যারা আসছিল তারা একটা মোপেড বাইকে চেপেই আসছিল। ডেসডিমোনা একবার ওদের দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল ভয়ে। খুব চাপা গলায় বলল, "শোন, আমার এখন ঘোর বিপদ। একটু অন্ধকার দেখে আমি গতি কমালে তুই নেমে অন্ধকারে গা ঢাকা দিবি। না হলে আমার জন্য তোকেও মরতে হবে।" বলে আমাকে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়েই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। আর সেই মোপেডের আরোহীরাও প্রবল বেগে ধাওয়া করল ওকে। তারপর যে ওর কী হল তা আমি জানি না। এ-গলি ও-গলি করে কোনওরকমে আমি বাড়ি পৌঁছতে পেরেছি। ভয়ে ওব কথা বাড়িতে কিছু বলিনি।"

দোলার মুখে সব শুনে বাবলু বলল, "কতক্ষণ আগেকার ঘটনা এটা?"

"রাত তখন দশটা, সাড়ে দশটা হবে।"

"পথে কোনও লোকজন ছিল না?"

"না থাকারই মতো?"

"ও তোমাকে ঠিক কোন জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিল?"

"ওলাবিবিতলার কাছে।"

বাবলু কিছুক্ষণ কী যেন চিন্তা করে বলল, "আমাকে ও ফোন করেছিল রাত বারোটার পর। তার মানে এই দেড়-দু'ঘণ্টা ওদের চোখে ধুলো দিতে পেরেছিল ও। তাবপরই আমাকে ও ফোন করে। সেই সময় হয় ও ধরা পড়ে যায়, নয়তো আবার পালায়।"

ডেসডিমোনার বাবা তখন আছাড়কাছাড় করছেন। আর বলছেন, "হে ভগবান! আমার মেয়েকে তুমি রক্ষা করো। নিলে তুমি আমাকে নাও, নিয়ে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।"

বাবলু দোলাকে বলল, "আমরা যাচ্ছি। তোমরা যেন এই রাতদুপুরে কোনওমতেই এঁকে বাড়ি ফিরতে দিয়ো না। কাল সকালের আগে যেন ঘর থেকেই না বেরোন উনি।" বলে বাইরে এসে বিলুকে বলল, "চল, এতদূর যখন এসেছি তখন একবার স্টেডিয়ামের দিকটা একটু দেখে যাই।"

বিলু বলল, "ঠিক বলেছিস। শেষ চেষ্টা একবার করে দেখি।"

ওরা দ্বিতীয় হুগলি সেতুর পথে বেলেপোলের দিকে নতুন রাস্তার ধারে যে স্টেডিয়ামটা তৈরি হয়েছে সেইদিকেই এগিয়ে চলল। এই জায়গাটা ভয়ংকর নির্জন। যদিও সম্প্রতি এলাকার উন্নতি হওয়ায় কিছু মানুষের বসতি হয়েছে। তবুও সন্ধের পর জায়গাটায় এলে গা ছমছম করে। সমাজবিরোধীদেরও দারুণ দৌরাত্ম্য এখানে।

এখন এই মধ্যরাতে সাহসে ভর করেই স্টেডিয়ামের দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

স্টেডিয়ামের কাছাকাছি যেই না এসেছে ওরা, অমনই এক বিপর্যয়। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা গ্যাস বোমা এসে ফাটল ওদের চাকার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। আর সেইসঙ্গেই পঞ্চুর ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল, 'ভো-উ-উ-উ-উ-।"

বাবলুরা কোনওরকমে ধোঁয়ার অংশ থেকে বেরিয়ে এসে একপাশে স্কুটার রেখে তাইতে চাবি দিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকেই দেখল পঞ্চু ভীষণ আক্রোশে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দু'জন লোককে। মাঝেমধ্যে আঁচড়ে কামড়েও দিচ্ছে বোধহয়, তাই আর্ত চিৎকারও শোনা যাচ্ছে ওদের কণ্ঠ থেকে। ওরা কারা? এই অন্ধকার নির্জনে কী করছিল ওরা? হঠাৎ করে ওদের দিকে গ্যাস বোমাই বা ছুড়ল কেন?

বাবলু পিস্তল রেডি করেও গুলি করতে পারল না। কেন না এই অবস্থায় লক্ষ্য স্থির রাখাই কঠিন। ওদের মারতে গেলে হয়তো পঞ্চুর গায়েই লেগে যাবে।

তাই ওরা তিনজনেই পঞ্চুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধরে ফেলল ওদের। বিলু আর ভোম্বল তো রডের বাড়ি ঘা কতক দিতেই 'বাবা রে মা' রে' করে বসে পড়ল ওরা।

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল সবাই। এ কী! এ তো হ্যারি আর লুইস। একজন একটু স্বাস্থ্যবান, আর একজন ছিপছিপে রোগাটে।

বাবলু হ্যারির চুলের মুঠি ধরে বলল, "তোমরা দু'জনে এখানে কী করছ?"

হ্যারি বাবলুর পা জড়িয়ে ধরে বলল, "কিছু করিনি রে ভাই। এমনিই হাওয়া খাচ্ছিলাম।"

"এই রাতদুপুরে হিমেল আবহাওয়ায় হাওয়া খাচ্ছিলে? জালানের অত খেয়েও পেটের জ্বালা মেটেনি তোমাদের?"

লুইস বলল, "সত্যি বলছি, কোনও ধান্দাবাজি করছিলাম না। একটা কাজে এসে দেরি হয়ে গেল। আমরা তো বাপের সুপুত্তুর, তাই পুলিশের জেরার ভয়ে রাত্রিবেলা মোপেড নিয়ে হুগলি সেতু পার হতে গেলাম না।"

বাবলু বলল, "মোপেডটা কোথায়? দেখছি না তো সেটাকে?"

"সেটা আছে। বাইরে অন্ধকারে রাখা আছে।"

ভোম্বল তখন ওর ঘাড়ে জোরে একটা রদ্দা দিয়ে বলল, "ওই গ্যাস বোমাটা তখন আমাদের দিকে কে ছুড়েছিল?"

কাঁদতে কাঁদতে লুইস বলল, "আ-আ-আমিই ছুড়েছিলাম।"

"কেন ছুড়েছিলি বল?"

"তোমাদের স্কুটারের শব্দ শুনে ভয় পেয়ে। ভাবলাম আমাদের ধরবার জন্য পুলিশ আসছে বোধহয়।"

বাবলু এবার কঠিন গলায় বলল, "ডেসডিমোনা কোথায়?"

"কে ডেসডিমোনা?" হ্যারি বলল।

বিলুর থাপ্পড় তখন হ্যারির চোয়ালে।

"আজ একটু আগে যার পিছু নিয়েছিলি। বল সে কোথায়?"

হ্যারি তখন গোঁ গোঁ করতে লাগল।

বাবলু রক্তচক্ষুতে লুইসের দিকে তাকাতেই লুইস বলল, "লিন লিজা ওকে নিয়ে গেছে। আমরা বিশ হাজার টাকায় ওকে বেচে দিয়েছি।"

বিলু আর ভোম্বল তখন মেরে ফাটিয়ে দিল দু'জনকে।

পঞ্চু রাগে গরগর করতে লাগল।

বাবলু বলল, "তা হলে বলো লিন লিজার ঠেক কোথায়?"

"বলছি বলছি। আর মেরো না। লিন লিজা— নং পার্ল স্ট্রিটে থাকে। মেয়েটাকে ওর খুব পছন্দ। ওকে নাচিয়ে অর্থ উপার্জন করতে চায়। আমরা জালানের হয়ে কাজ করবার সময় ডেসডিমোনাকে দেখেছিলাম। ওর ব্যাপারে লিন লিজাকে বলি। ও একদিন নিজে এসে দেখে যায় মেয়েটাকে। তারপরই আমাদের বলে, ওকে কিডন্যাপ করবার জন্য। আমরা তক্কে তক্কে ছিলাম। পেয়ে গেলাম আজই। ও গাড়ি নিয়ে নতুন রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। মেয়েটাকে আমরা তাড়াতুড়ি দিয়ে এইখানে নিয়ে আসতেই জোর করে উঠিয়ে নিল।"

"লিন লিজা কি জানত মেয়েটা আজ রাত্রিবেলা পথে থাকবে?"

"এই মেয়ের দিবারাত্র বলে কিছু নেই। আজ আমাদের টার্গেটই ছিল ওর ওপর। সন্ধেবেলা তোমরা থাকায় কিছু করতে পারিনি। পরে সুযোগ এসে গেল।"

"এবারে বলো কুমকুম কোথায়? তাকে কোথায় রেখেছ?"

"ওর ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। জালান ওকে সঙ্গে সঙ্গে পাচার করে দিয়েছে। ও এখানে নেই।"

বাবলু ধমক দিয়ে বলল, "নেই সে তো জানি। কিন্তু কোথায়?"

"লিট্‌ল লাসায়। ম্যাকলয়েডগঞ্জ জানো? ধরমশালা?"

"তোমার চেয়েও ভাল জানি।"

ততক্ষণে বেশ কয়েক জোড়া টর্চের আলো পড়েছে ওদের ওপর। কারা যেন মসমস করে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' করে চিৎকার করতে লাগল।

বাবলু বলল, "চুপ কর। ওরা পুলিশ।"

পুলিশ ইনস্পেক্টর বাবলুর পরিচিত। তাই এসেই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "কী ব্যাপার! তোমরা এখানে?"

বাবলু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

ইনস্পেক্টর চোখ কপালে উঠিয়ে বললেন, "মাই গড। মেয়েটাকে তো এখনই উদ্ধার করতে হয় লিন লিজার খপ্পর থেকে। ঠিক আছে, আমি ওখানকার থানায় ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি সব।"

বাবলু বলল, "না, না। আগে থেকে না জানানোই ভাল। ওখানে যদি ওদের কোনও স্পাই-টাই থাকে তা হলে কিন্তু সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। মেয়েটাকে পাচার করে দেবে অন্য কোথাও।"

"তবে কি তোমরা যাবে? যদি কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ো?"

"তখন তো আপনি আছেন।"

"যাতে ভাল হয় তাই করো। এখন শেষরাত। আর একটু অপেক্ষা করে দিনের আলোয় যাও। মেয়েটাকে পাওয়া গেলে আমাকে খবর দিয়ো।"

হ্যারি আর লুইসকে গ্রেফতার করে ইনস্পেক্টর গাড়িতে ওঠালেন। ওদের মোপেডটাও জমা পড়ল থানায়। স্টেডিয়ামের বাইরে একটা নর্দমার ধারে পড়ে থাকতে দেখা গেল ডেসডিমোনার সাইকেলটাকে। বাবলুরা ওটারও ব্যবস্থা করে দ্রুত বাড়ি ফিরল।

সারাটা রাত তো জেগেই কাটল। তবুও দারুণ উত্তেজনায় ঘুমের লেশমাত্র রইল না কারও। সকাল হতেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এসে জড়ো হল বাবলুদের বাড়িতে। গতরাতে যে অত কাণ্ড হয়ে গেছে, বাচ্চু তার কিছুই জানত না। এখন ওদের মুখে সব শুনেই অবাক!

বাবলুর বাবাও দুর্গাপুর থেকে এসেছেন একটু আগে। তিনিও সব শুনে তাজ্জব বনে গেলেন। বললেন, "সত্যি, যত দিন যাচ্ছে দুষ্টচক্রগুলো দেখছি ততই সক্রিয় হয়ে উঠছে। খুন অপহরণ এসব যেন ছেলেখেলা। ইচ্ছেমতোই করে দেওয়া যায়।"

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, ডেসডিমোনার ওই সাইকেলটার কী হল তা হলে?"

"পুলিশের লোকরাই ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "আমরা তা হলে যাব কখন?"

"এখনই।"

মা ততক্ষণে সকলের জন্য পরোটা আর আলুভাজা নিয়ে এসেছেন। সেইসঙ্গে বাবার আনা সন্দেশ। দুর্গাপুর মুচিপাড়া মোড়ের একটা দোকান থেকে ভাল পানতুয়াও এনেছেন বাবা।

পানতুয়া পেলে তো ভোম্বলের আর জ্ঞান থাকে না। দারুণ খুশি হয় সে। তাই পরোটা খাওয়ার আগেই গপাগপ দুটো পানতুয়া মুখে দিয়ে বলল, "এইরকম পানতুয়া আমি একাই একশোটা খেতে পারি।"

বিলু বলল, "অত সস্তা নয়। দু'-একটা খেলে মনে হবে সব খাই। তারপরই এলিয়ে যাবে মুখ।"

প্রত্যেককে দুটো করে পানতুয়া দেওয়া হয়েছিল। মা আরও দুটো ভোম্বলকে দিলেন। সেইসঙ্গে বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুও ওদের ভাগ থেকে দিয়ে দিল একটা করে।

পঞ্চুর অত নোলা নেই। তাই একটা পানতুয়া খেয়েই কুঁই কুঁই করতে লাগল পরোটা খাওয়ার জন্য।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে ওরা যখন ঘর থেকে বেরোল তখন সকাল সাতটা। জয়হিন্দ বাজারের কাছে আসতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল ওরা। সেই ট্যাক্সিতে চেপে ওরা প্রথমেই এসে হাজিব হল ওদের এলাকার থানায। তারপর ও সি-র সঙ্গে দেখা করে জালানের জালনোট চক্রের বৃত্তান্ত ও কুমকুম হরণের কথাটা জানিয়ে ডেসডিমোনাব ব্যাপারটাও জানাল। তারপর একেবারেই পার্ল স্ট্রিটে।

বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বাড়ির নম্বর মিলিয়ে ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে হ্যারির কাছ থেকে বাড়ির নম্বরটা জেনে নিয়েছিল বাবলু, তাই কোনও অসুবিধে হল না।

বাবলু দরজায় নক করতেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক মোটাসোটা মহিলা। গোল মুখ। বসন্তের দাগে ভর্তি। দেখলেই মনে হয় শয়তানের ধাড়ি একখানি। বললেন, "কিসকো মাংতা?"

"লিন লিজা ম্যাডাম হ্যায়?"

"ম্যায় হুঁ।"

"আপনিই লিন লিজা? ভালই হল আপনাকে পেয়ে। কাল রাতে যে মেয়েটিকে আপনি বিশ হাজার টাকায় কিনেছেন তাকে এখনই বের করে দিন।"

"ক্যা বোলা তুমনে? ইধার কোই লেড়কি উড়কি হ্যায়ই নেহি।"

"বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন লিন লিজাকে ধাক্কা দিয়েই ভেতরে ঢুকে গেল।

বাবলু, বিলু, ভোম্বলও ঢুকল ভেতরে।

লিন লিজার দু' চোখের মণিতে যেন আগুন জ্বলে উঠল তখন। বললেন, "অন্দর মাত যাও। নিকাল যাও হিঁয়াসে।"

বিচ্ছু বলল, "অন্দরে যাব বলেই তো আমরা এসেছি। চলে যাব বলে তো আসিনি। এখনও বলছি, যদি ভাল চান তো মেয়েটাকে বের করে দিন।"

লিন লিজা এবার জোরে হাঁক দিলেন, "লুসি! জিমি!"

ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই ওপর থেকে দুটো অ্যালসেশিয়ান 'আঁউ আঁউ' করে ছুটে এল। কী ভীষণ হিংস্র তারা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আত্মরক্ষার তাগিদে বাবলুর পিস্তলও তখন দু'বার গর্জে উঠল, ঢিসুম, ঢিসুম।

গুলি খেয়ে কুকুরদুটো মেঝেয় লুটিয়ে ছটফট করতে লাগল।

আতঙ্কিত লিন লিজা ভয়ে চেঁচাতে লাগলেন, "রডরিক! রডরিক!"

বিশাল দেহ ওলের মতো লালমুখো একটা দানব ঘরে এসে ঢুকল তখন। তার হাতে একটা সাইকেলের চেন। কিন্তু ঢুকলে কী হবে? সে কিছু করবার আগেই বাঘের হুঙ্কার দিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে পঞ্চু। সেই মরণকামড়ের যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল রডরিক, "হেল্প! হেল্প! হোল্ড! হেয়ার-হিয়ার কাম। হেল্প মি...।"

বাবলু তখন এতটুকুও সময় নষ্ট না করে সবার আগে দালানে পৌঁছে এ-ঘর ও-ঘর করে দোতলায়। সেখানেই একটি ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল ডেসডিমোনাকে। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া ছিল। শিকল খুলতেই ডেসডিমোনা ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, "আমায় বাঁচাও বাবলু, এদের খপ্পর থেকে আমাকে রক্ষা করো। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তুমি এখানে আসবে বলে।"

"আমি তো একা আসিনি। আমরা সবাই এসেছি। তুমি বুদ্ধি করে ফোন না করলে তোমার বিপদের শেষ থাকত না।"

ততক্ষণে পুলিশ এসে ঘিরে ফেলেছে বাড়িটাকে। এই লিন লিজার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ ছিল পুলিশের খাতায়। কিন্তু কোনও অভিযোগই প্রমাণ হয়নি। আর প্রমাণ না পেলে শুধু অভিযোগের ভিত্তিতে তো কাউকে অ্যারেস্ট করা যায় না। আজ কিন্তু হাতেনাতেই ধরা পড়লেন লিন লিজা। হাওড়ার পুলিশ বাবলুর আপত্তি সত্ত্বেও ও সি ভিজিলেন্সকে জানিয়ে এ-বাড়ির আশপাশে সাদা পোশাকের পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। পুলিশ ভোর থেকেই ওত পেতে বসে ছিল। শুধু পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আসার অপেক্ষা। ওরা এল। ওদের কাজ করল। মুক্তি পেল ডেসডিমোনা।

এবার পুলিশ করল পুলিশের কাজ।

একজন পুলিশ এসে রডরিককে হাতকড়া পরাতেই একজন মহিলা পুলিশ হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এলেন লিন লিজার দিকে।

লিন লিজা দু'হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন।

মহিলা পুলিশ বললেন, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট মিস লিন লিজা।"

লিন লিজা রক্তচক্ষুতে একবার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন।

॥ ৫ ॥

ডেসডিমোনাকে ওর বাবা-মায়ের হাতে পৌঁছে দিয়ে আসতে পেরে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মনোবল এতটাই বেড়ে গেল যে, এই অভিযানের ঝুঁকি নিতে ওরা কোনওরকম দ্বিধা করল না। এখন শুধু পরিকল্পনার পালা। কোন পথে যাবে, কীভাবে যাবে, এইসব। এই নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দারা মিটিং ডাকল মিত্তিরদের বাগানে।

সেই প্রিয় গোলঞ্চগাছের নীচে এসে সবাই জড়ো হলে পঞ্চু একবার পাক দিয়ে দেখে এল চারপাশ। তারপর সেও এসে ওদের পাশটিতে বসে ওদের আলোচনায় মন দিল।

ভোম্বল বলল, "এখন বল, শিমলা না ধরমশালা?"

বাবলু বলল, "সেটাই তো আলোচ্য বিষয়। ম্যাকলয়েডগঞ্জ, লিট্‌ল লাসা, না শিমলা থেকে নারকান্দা? একদিকে কুলু থেকে কাতরাইন, অন্যদিকে মানালি থেকে রোটাং। সর্বত্রই তো হাতছানি আমাদের।"

বিলু বলল, "রোটাং এখানে আসছে কেন? তা ছাড়া এই অক্টোবরের শেষে রোটাং তো বরফে ঢাকা।"

বাবলু তখন একটা চিঠি ওদের হাতে দিয়ে বলল, "এটা পড়ে দ্যাখ।"

সবাই এক এক করে চোখ বুলিয়ে নিল চিঠির বিষয়বস্তুর ওপর। চিঠিতে লেখা ছিল, "প্রিয় বন্ধুরা! তোমাদের অবগতির জন্য জানাই, কাল রাতে আমি জালানের বাড়িতে হানা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছি। ইচ্ছে ছিল কুমকুমকে পাই না পাই ওটাকে আমি গুলি করে মারব। কিন্তু একচোখ কানা জালান আমি যাওয়ার অনেক আগেই সরে পড়েছে। শুধু তাই নয়, খোঁজ নিয়ে জানলাম অপহরণের পরই নাকি কুমকুমকে পাচার করে দিয়েছে পাহাড়ে ঘেরা ম্যাকলয়েডগঞ্জে। ওর উদ্দেশ্য যে কী, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আজই শিমলা যাচ্ছি। প্রথমে পূর্বা এক্সপ্রেসে দিল্লি যাব, তারপর ওখান থেকে বাসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিমলা। কুলুর দশেরা মেলা এখনও চলছে। জালানের ব্যবসা এখন দারুণ জমে উঠেছে সেখানে। ওই ভিড়েই কাজ হাসিল করে দেব। আমার আর বাঁচার ইচ্ছে নেই। তাই মরবার আগে চরম প্রতিশোধ নিয়েই মরব। এরপর যাব মানালিতে। শয়তান কাঞ্জিলাল নাকি রোটাংপাসের কাছে মারহিতে (মারী) একটা অস্থায়ী হোটেল খুলে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। ওর ভবলীলা আমি ওখানেই সাঙ্গ করে দেব। তারপর ধরা যদি না পড়ি তো ভাল। ধরা পড়লে একটি গুলি খরচ করব আমার নিজের জন্য। কুমকুমকে তোমরা উদ্ধার কোরো। যেভাবেই হোক ওই শত্রুপুরী থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো ওকে। ডেসডিমোনাও খুব ভাল মেয়ে। ওর দিকেও নজর রেখো একটু।"

চিঠি পড়ে সবাই অবাক!

বিলু বলল, "চিঠিটা তোকে দিয়ে গেল কে?"

"সকালে আমরা চলে যাওয়ার পরই সোহম এসেছিল। দশ হাজার টাকা, এই চিঠি, আর পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি চেক দিয়ে গেছে মায়ের হাতে। আর দিয়ে গেছে ওদের ঘরের চাবি।"

ভোম্বল বলল, "সেরেছে! চাবির দায়িত্ব কে নেবে?"

বিলু বলল, "আমরাই নেব। মাঝেমধ্যে বাড়ির ভেতর ঢুকে দেখব সব ঠিক আছে কি না।"

বিচ্ছু বলল, "তা জালান হঠাৎ শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল কী কারণে?"

বাবলু বলল, "পুলিশের ভয়ে। প্রথমত, কুমকুম অপহরণের দায়, তার ওপর ওই জালনোটের ব্যাপারটা ফাঁস। আমি থানায় ফোন করে জেনেছি পুলিশ ওর বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও কোনও জালনোট বা কালো টাকার সন্ধান পায়নি। তবে মাঝের চোটে ওর লোকজনরা স্বীকার করেছে মালিক ওই কারবারের সঙ্গে যুক্ত। পঁচিশ হাজার টাকার বিনিময়ে এক লাখ টাকার জালনোট আমদানি করে প্রতিবেশী কোনও এক রাষ্ট্র থেকে।"

বিচ্ছু বলল, "আমরা তা হলে কোথায় যাব?"

ভোম্বল বলল, "আমার মুখেই শুনে নে। আগে আমরা শিমলায় যাব। তারপর কুলু মানালি ধরমশালা যেখানে হোক। আর শিমলায় গেলে আমরা কালকা মেলেই যাব। তারপর টয় ট্রেনে। এ আমার অনেকদিনের আশা। এর যেন নড়চড় না হয়।"

বাবলু হেসে বলল, "ছেলের হাতের মোয়া নাকি? এ কি মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার যে, গেলেই রিজার্ভেশন পেয়ে যাব? কালকা মেলে গেলে পাক্কা দুটি মাস অপেক্ষা করতে হবে। এখনই অক্টোবরের শেষ। তখন ডিসেম্বর শেষ হতে যাবে। ততক্ষণে কুমকুমকে আবার কোথায় পাচার করে দেবে ওরা তা কে জানে?"

বিলু বলল, "কিন্তু কালকা মেলে না গেলে যে শিমলায় যাওয়ার আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "শিমলায় যে আমরা যাবই তার তো কোনও মানে নেই। প্রথমেই আমাদের যেতে হবে ধরমশালায়। সেখানে গিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করব কুমকুম উদ্ধারের। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেব।"

বাচ্চু বলল, "পরে হলেও যাবে তো?"

"যেতে তো হবেই। না হলে পরে আর কখনও সময় করে যাওয়া হয়ে উঠবে কি না তা কে জানে? তা ছাড়া ফার্গু সিং, কাঞ্জিলাল, জালান, ওদের জন্যও যেতে হবে। আরও যেতে হবে আগাসাহেবের খোঁজে। ওই দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়ে কী যে হল তাঁর সেটাও তো জানা দরকার। এবং যদি উনি কোনও বন্দিদশা ভোগ করতে থাকেন তা হলে তাঁকেও মুক্ত করা হবে সেখান থেকে।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক আছে। তোর প্রস্তাবে আমি রাজি। এখন তা হলে দিন ঠিক কর কবে যাবি, কীভাবে যাবি?"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আমার বাবার সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নেওয়া একান্ত দরকার।"

বিলু বলল, "সেই ভাল। ওঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে যাওয়া নয়! ওইসব জায়গায় উনি নিশ্চয়ই গেছেন কখনও না কখনও।"

বাবলু বলল, "শিমলা কুলু মানালি বাবার একাধিকবার ঘোরা। তবে ধরমশালায় উনি কখনও গেছেন কি না বলতে পারব না।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আর দেরি না করে তোদের বাড়িতেই চল। তোর বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে তারপরে টিকিটের ব্যবস্থা কর।"

পঞ্চু বোধ হয় বুঝতে পারল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মতলবটা। ওরা যে এবার কোথাও না কোথাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তা বুঝতে পেরেই আনন্দের অন্ত রইল না ওর। তাই ও সবার আগে ছুটল বাড়ির দিকে।

বাচ্চু বলল, "কী অসভ্য দ্যাখ, আহ্লাদে আটখানা হলে ওর আর জ্ঞান থাকে না।"

বিচ্ছু বলল, "আসলে অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি তো, তাই বাইরে যাওয়ার জন্য ভেতরে ভেতরে ও-ও ছটফট করছে খুব। ভ্রমণের নেশা একবার যাকে পেয়ে বসে তার মন আর ঘরে বসানো দায়!"

ওরা সবাই গল্প করতে করতে বাবলুদের বাড়িতে এসে হাজির হল। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ওদের মনেই তখন দারুণ উত্তেজনা।

বাবলুর বাবা স্টিলের ইজি-চেয়ারে আধশোয়া হয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে 'দেবদাসী-তীর্থ' নামে তীর্থভ্রমণের একটি বই পড়ছিলেন। কর্ণাটকের সৌন্দত্তির বর্ণনা সহ আরও কত তীর্থের বর্ণনা আছে তাতে। উনি রামায়ণের চিত্রকূটের অংশটি পড়ছিলেন তখন।

ওরা গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে বললেন, "এই বইটা পড়েছিস? পড়ে দেখবি। দারুণ বই।"

বাবলু বলল, "কী বই ওটা?"

"দেবদাসী তীর্থ। তবে কি না প্রবন্ধের বই নয়। কর্ণাটকের দেবদাসী তীর্থ সৌন্দত্তি সহ আরও বহু জায়গাব ভ্রমণকাহিনী আছে এতে। আমি পড়ছিলাম—।"

এমন সময় মা এলেন চা দিতে। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, "এই বয়সে তীর্থের বই পড়ে ওরা কী করবে? তার চেয়ে বরং তোমার পড়া হয়ে গেলে বইটা আমাকে দিয়ো।"

"আহা শুধু তীর্থের কাহিনী নয়, অনেক আন-কমন জায়গার বিবরণ আছে এতে।"

বাবলু বলল, "জানি। আনন্দর বই ওটা। আমি যদিও পড়ে দেখিনি তবে ও বাড়ির কাকিমা মাঝে মাঝে পড়েন বইটা। তা যাক, তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই খুব শিগগির আমরা একটা নতুন অভিযানে যাচ্ছি।"

"শুনেছি। শিমলা না কোথায় যেন যাচ্ছিস তোরা।"

"সেই ব্যাপারেই আমরা একটু পরামর্শ নিতে এসেছি। এ যাত্রায় আমাদের অনেক জায়গায় যেতে হবে। তার মধ্যে শিমলা আর ধরমশালা দুটোই আমাদের টার্গেট। তবে প্রথমেই যদি আমরা ধরমশালায় যাই, তা হলে কীভাবে যাব?"

"এই কথা?" বলে বইটা মুড়ে বেখে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "আগে তোদের ব্যাপারটা কী শুনি বল দেখি, তারপর বলছি কোথায় কীভাবে যাবি।"

"তোমার ওই দেবদাসী-তীর্থ বইতে কি শিমলার কথা আছে?"

"না। ওতে ভারতের অন্যান্য সব তীর্থের বিবরণ। যেমন রামায়ণের চিত্রকূট, পূর্ণাগিরি, সৌন্দত্তি, সপ্তশৃঙ্গি, গিরনার এইসব। আরও আছে। বইয়ের কথা থাক। আগে তোদের কথা বল।"

ওরা সকলে তখন যে যার সুবিধেমতো জায়গায় গুছিয়ে বসে এক এক করে সব কথা খুলে বলল বাবাকে।

বাবা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "মেয়েটাকে কিডন্যাপ করে ওরা একেবারে ধরমশালায় পাঠিয়ে দিল?"

"হ্যাঁ। লিটল লাসায়।"

"ওই হল। ওটা আপার ধরমশালায়।"

ভোম্বল বলল, "এখন আপনিই বলুন, কীভাবে আমরা গিয়ে পৌঁছব ওখানে?"

"সব বলছি। তার আগে তোরাই ঠিক কর, আগে তোরা শিমলায় যাবি, না ধরমশালায়?"

বাবলু বলল, "ধরমশালায়। কেন না সর্বাগ্রে কুমকুমকে উদ্ধার করতেই হবে। আর সেজন্যই অত টাকা আমাদের দিয়ে গেছে সোহম। সদলবলে শিমলা বেড়ানোর জন্য নয়। তা ছাড়া ওদিকটা তো ও দেখছে।"

"সেইটাই তো ভয়ের। হিমাচলপ্রদেশেব আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ অন্যরকমের। ওখানে গিয়ে অযথা মাথা গরম করে খুনখারাপি করে বসলে নিজেই নিজেব বিপদ ডেকে আনবে ও।"

বিলু বলল, "সে ওর ভালমন্দ ও নিজে বুঝবে, আমাদের কী?"

"তা হলে শোন, যদি তোরা ধরমশালাতেই যেতে চাস তবে হিমগিরিতে চেপে বোস। টিকিটটা কাটবি চাক্কি ব্যাঙ্ক পর্যন্ত। ওইখানে নেমে পাঁচ টাকা শেয়ারের অটো অথবা ট্রেকারে চেপে চলে যাবি পাঠানকোট। সেখান থেকে ঘন ঘন ধরমশালার বাস পাবি। আর যদি শিমলায় যাস, তা হলে আম্বালা ক্যান্টে নেমে দু'-তিন ঘণ্টার বাস জার্নিতে কালকা। সেখান থেকে টয় ট্রেনে অথবা বাসে চলে যাবি শিমলায়। একেবারে সোজা গিয়ে কালীবাড়িতে উঠবি। আলাদা ঘর না পেলেও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওদেরই ডরমিটারিতে আরামে থাকবি তোরা।"

মা তখন সবার জন্যই চা করে নিয়ে এসেছিলেন। ওদের আলোচনা শুনে বললেন, "তোরা যে ওইসব দেশে যাবি, তা পঞ্চুকে নিয়ে কী করবি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল বলল, "কেন, পঞ্চুও যাবে আমাদের সঙ্গে।"

"তোদের খেয়ালখুশিতে ওরা প্রাণটা কি খোয়াবি তোরা?"

বাচ্চু বলল, "হঠাৎ এই কথা বলছেন কেন?"

"ওইসব বরফের দেশের ঠান্ডা ও সহ্য করতে পারবে? গাল গলা ফুলে একশা হয়ে যাবে বেচারির।"

বিচ্ছু বলল, "আমি আজই ওর জন্য সোয়েটার তৈরি করছি। কিচ্ছু হবে না ওর।"

"না হলেই ভাল।"

মা'র কথা শুনে পঞ্চু কেমন একটা গলা করে ডেকে উঠল অভিমানে।

বাবলু ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "যাবি যাবি। তোকে না নিয়ে কি আমরা গেছি কোথাও?"

ভোম্বল বলল, "যাবি। তবে দুঃখ এই, শিমলার পথে পাড়ি দিয়েও টয় ট্রেনে তোর চাপা হবে না।"

বাবলু বলল, "এ দুঃখ কি তোর একার? আমাদেরও।" বলে বাবাকে বলল, "আমাদের টিকিটের ব্যবস্থাটা কি তুমি করে দিতে পারবে বাবা?"

"পারব। এই ক'জনেই যাবি তো তোরা?"

"হ্যাঁ।"

ভোম্বল বলল, "একটু চেষ্টা করে দেখুন না দিল্লি-কালকায়। যদি হয়ে যায়?"

বাবা হাসলেন। হেসে বললেন, "তার মানে শিমলাই তোকে বেশি করে টানছে। তা কী আর করবি বল? এখন হাজার চেষ্টা করলেও দিল্লি-কালকার টিকিট পাওয়া যাবে না। ও গাড়ির ডিমান্ড খুব। তবু দেখছি কতদূর কী করা যায়! যদি হিমগিরিতে টিকিট পাই তা হলে চাক্কি ব্যাঙ্কের টিকিট নেব। তোরা আগে ধরমশালায় যা, গিয়ে মেয়েটাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা কর। পরে বরং ওকে নিয়েই টয় ট্রেনে চাপবার জন্য অন্য যে-কোনও ট্রেনে আম্বালায় চলে আয়। সেখান থেকে কালকায়। তারপরে টয় ট্রেনে চেপে শিমলায় যা। আর যদি আগে শিমলায় যাস তা হলে ওখান থেকেই বাসে চলে যা ধরমশালায়। মানালি আর শিমলা থেকে ঘন ঘন বাস আছে ধরমশালার।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ওরা আর একটুও দেরি না করে শুরু করল গোছগাছ। বাবলু আর বিলু একসময় গিয়ে সোহমের দেওয়া চেকটা জমা দিয়ে এল ব্যাঙ্কে। তারপর অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল বাবা কখন টিকিট নিয়ে আসেন তার জন্য।

দুপুরবেলা বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনে আসতেই পঞ্চু ছুটে এসে ওদের দেখে লাফালাফি করতে লাগল। ওরা দু'বোনে একটা ফিতে এনে কী সব মাপজোক করতে লাগল ওর।

মা বললেন, "কী ব্যাপার! এসব কী?"

বিচ্ছু বলল, "বাঃ রে, ওইরকম সব ঠান্ডার দেশে যাচ্ছি। আমরা তো কোট সোয়েটার এইসব পরব। পঞ্চু কী করবে? ওর জন্যও এক-আধটা শীতের পোশাক তৈরি করে নিতে হবে না? না হলে ঠান্ডা লেগে যাবে যে!"

মা হেসে বললেন, "দ্যাখো কাণ্ড!"

কিন্তু বললে কী হয়? পঞ্চু তখন দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফিতের মাপ দিচ্ছে।

মা বললেন, "তা ছাড়া সোয়েটার ও গায়ে রাখবে কেন? খুলে ফেলবে তো। ওইসব পরে ও কখনও ছুটোছুটি করতে পারে?"

বাচ্চু বলল, "সবসময় পরে থাকবে কেন? শীত খুব বেশি হলে, বরফ টরফ পড়লে তখনই পরবে। ভোরে আর রাত্রে শোওয়ার সময়টুকু ছাড়া যেমনকার তেমনই থাকবে ও।"

মা বললেন, "পারিসও বটে বাবা তোরা!" বলে চলে গেলেন।

বাবলু তখন ওর ঘরে বসে পরিকল্পনার একটা ছক কষছিল মনে মনে। ওর যা মনে হয় তা একটা কাগজে নোট রেখে দেয়। কখন কোথায় যাবে, তদন্তের কাজ শুরু করবে কীভাবে, এইসব। সেইসঙ্গে শিমলা, কুলু, মানালি, ধরমশালা প্রভৃতি জায়গাগুলোর প্রাকৃতিক অবস্থান ও বিষয়ের ওপর ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের গাইডবুক নিয়ে পড়ছিল।

বাচ্চু-বিচ্ছুর কাণ্ড দেখতে সেও বেরিয়ে এল এবার ঘর থেকে।

বাবলুকে দেখে পঞ্চু আদরে গড়িয়ে পড়ল কুঁই কুঁই করে।

বাচ্চু বলল "পঞ্চুর গায়ের মাপ নিচ্ছিলাম বাবলুদা। জব্বর একটা উলের সোয়েটার বুনব ওর জন্য। এমন জিনিস হবে না, দেখলে তাক লেগে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবুল বলল, "তা তো বুনবি। কিন্তু সময় পাবি কি? আমরা তো আজকালের মধ্যেই চলে যাব।"

বিচ্ছু বলল, "ঠিক বুনে নেবো। টিকিট হয়ে গেছে?"

"না। বাবা এখনও এসে পৌঁছননি।"

বাচ্চু বলল, "যদি টিকিট না পাওয়া যায়?"

"তা হলে বিকল্প ব্যবস্থা একটা দেখতে হবে।"

"কীরকম শুনি?"

"যে-কোনও ট্রেনে আমরা বিনা রিজার্ভেশনেই দিল্লি চলে যাব। না হলে সেবারের মতো তৎকাল কেটে পূর্বা এক্সপ্রেসে চাপব। তারপর দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে বাসে চলে যাব কালকা, শিমলা অথবা ধরমশালায়।"

আনন্দে নেচে উঠল বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখদুটো।

বিচ্ছু বলল, "যবেই যাওয়া হোক, আমরা কিন্তু সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছি। তুমি?"

"আমিও রেডি। এখন শুধু টিকিটটা হাতে পেলেই...।"

ওদের কথার মাঝখানেই বিলু, ভোম্বল এসে হাজির হল।

বিলু বলল, "তোর বাবা এসেছেন বাবলু?"

"না রে। এখনও আসেননি। আয়, ভেতরে আয়।"

সকলে ভেতরে ঢুকলে ভোম্বল ওর পকেট থেকে একটা অ্যালবাম বের করে বলল, "শিমলার ছবি দ্যাখ। কুলু মানালি সব আছে এতে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ঝুঁকে পড়ল অ্যালবামের ওপর। তারপর ছবি দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গেল। শিমলার ম্যাল, কালীবাড়ি সব কী সুন্দরভাবে ধরা আছে ছবিতে। কুলুর দশেরা উৎসবের ছবিও আছে। এ সবই অবশ্য গত বছরের।

বাবলু বলল, "কোথায় পেলি অ্যালবামটা?"

"একজনের কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।"

বাচ্চু বলল, "অ্যালবামটা কি আমাদের কাছে কয়েকটা দিন রাখা যেতে পারে?"

ভোম্বল বলল, "না, না। এখনই দেখা হয়ে গেলেই ফেরত দিতে হবে। এসব হল স্মৃতিরক্ষার জিনিস। কেউ কখনও দিতে চায় কারও হাতে?"

এমন সময় বাবা এলেন।

সবাই অনেক আশা নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকালে বাবা বললেন, "দু'-একদিনের মধ্যে কোনও গাড়িতেই রিজার্ভেশন নেই। কালকা মেলে ওয়েটিং লিস্টও জুটছে না। হিমগিরিরও ওই একই অবস্থা। শিয়ালদহ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসেও কোনও জায়গা নেই এক মাসের আগে।"

বাবলু বলল, "তা হলে?"

"তা হলে আর কী? যাওয়া হচ্ছেই। এবং ভোম্বলের আশাটাই পূর্ণ হতে চলেছে এ যাত্রায়। কালকা দিয়েই টয় ট্রেনে চেপে শিমলা হয়ে যেতে হবে তোদের। শিমলায় বরং একটা দিন থেকে জায়গার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তারপরই ধরমশালায় যা তোরা।"

বিলু বলল, "কিন্তু টিকিট না পেলে যাব কী করে?"

বাবা হেসে বললেন, "হয়েছে, হয়েছে। কালকার টিকিট না পেলেও কালকের টিকিটই পেয়েছি। বল দেখি কোন গাড়িতে?"

বাবলু বলল, "হয় অমৃতসর মেল, না হয় অমৃতসর এক্সপ্রেসে।"

"উঁহুঁ। ওইসব পরিচিত গাড়ির নামের তালিকা একদম বাদ দে। কোনও গাড়িতে কোনও জায়গা নেই। আমি যে-গাড়ির রিজার্ভেশন পেয়েছি সে-গাড়ির নাম অনেকেই জানে না। অথচ হঠাৎ করে কারও যদি হরিদ্বার, শিমলা, এইসব জায়গায় যেতে ইচ্ছে করে আর কোনও গাড়িতে রিজার্ভেশন না পায় তা হলে তার জন্য এই গাড়িই ঠিক।"

বাবলু বলল, "খুব একটা বাজে গাড়ি নিশ্চয়ই?"

"তাও ঠিক নয়। আবার সুপার এক্সপ্রেসও নয়। তবু একবার চেপে বসলে যখন হোক পৌঁছে সে দেবেই। আট ঘণ্টা দশ ঘণ্টা করুক না লেট। হঠাৎ তোর ওইরকম দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার হলে হেঁটে বা সাইকেলে তো যেতে পারবি না? সেইরকম অবস্থায় ওই গাড়িটা খারাপ কী? হরিদ্বার যাবি? ওই গাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উঠে লাক্সারে নেমে অটো ধরে চলে যা। শিমলায় যাবি? আম্বালা ক্যান্টে নাম। তোদের টিকিটও তো আমি আম্বালা ক্যান্ট পর্যন্ত করিয়েছি।"

"কোন গাড়ি বাবা?"

"তোরা যে গাড়িতে যাচ্ছিস সে গাড়ির নাম ধানবাদ লুধিয়ানা ফিরোজপুর গঙ্গা শতলুজ কিষাণ এক্সপ্রেস।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু একসঙ্গে বলে উঠল, "বাপ রে!"

পঞ্চু কিছু না বুঝেই ডেকে উঠল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বল দারুণ আবেগে পঞ্চুকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, পঞ্চু চাপ সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল। তারপর কোনওরকমে নিজেকে মুক্ত করে পালাল ঘর থেকে।

বাবা বললেন, "কাল সকালেই তোরা ব্ল্যাক ডায়মন্ড অথবা জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসে চলে যা ধানবাদে। তারপর স্টেশনের ক্লোক-রুমে মাল জমা রেখে সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে রাতের গাড়িতে চাপ। রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন।"

বিলু বলল, "সে কথা আবার বলতে? তেমন বুঝলে আজ রাত্রি থেকেই আমরা পড়ে থাকব ধানবাদে। আমাদের যথাস্থানে পৌঁছনো নিয়ে কথা। সবসময়েই যে হাওড়া থেকে ট্রেনে চাপতে হবে তার কী মানে আছে?"

ভোম্বল বলল, "তা ছাড়া অভিযানের প্রয়োজনে ধানবাদেও তো আমাদের খুচখাচ কাজ থাকতে পারত?"

"অবশ্যই পারত।"

বাবা ওদের হাতে কম্পিউটারাইজড টিকিটটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ওদের শেষ প্রস্তুতিপর্বের জোর আলোচনার জন্য মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। ভোম্বলকে এড়িয়ে পঞ্চুও চলল সকলের আগেভাগে। সকলের মনেই এখন হিমাচলের অনুভূতি। শিমলা, শিমলা, লাভ ইন শিমলা। হিমালয়ের স্বর্গরাজ্য। কিন্নরের পাদদেশ। সত্যি, কতদিনের কত আশাই না ছিল এই শিমলাকে ঘিরে!

॥ ৬ ॥

সকাল থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মধ্যে। ওদের মুখ দেখে একবারও মনে হল না ওরা কোনও রহস্য অভিযানের সকল্প নিয়ে কোথাও যাচ্ছে বলে। মনে হল মনের আনন্দে ভ্রমণের নেশায় নতুন কোনও দেশ দেখতেই চলেছে বুঝি!

ওদের সবরকমের প্রস্তুতি শেষ। তাই দারুণ উৎফুল্ল ওরা। হাওড়া থেকে সরাসরি ধানবাদে যাওয়ার জন্য ওরা দুপুরের শিপ্রা এক্সপ্রেসকেই বেছে নিল। তিনটে পনেরোয় ট্রেন, সাড়ে আটটা নাগাদ ধানবাদে পৌঁছয়। ঘণ্টাখানেক লেট করে সাড়ে ন'টায় পৌঁছলেও ওদের অসুবিধে হবে না। কেন না ওদের ট্রেন রাত সাড়ে দশটায়। অতএব কোনও উত্তেজনা নেই। দিব্যি স্নান-খাওয়া সেরে যেতে পারবে।

সকালে ওরা যখন বাবলুর ঘরে বসে যাওয়ার ব্যাপারে নানারকম পরিকল্পনা করছে ঠিক তখনই ডেসডিমোনা এসে হাজির। সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকে বাবলুকে বলল, "এ কী! তোমাদের সব ব্যাগট্যাগ গোছানো দেখছি, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

"আপাতত শিমলায়। তোমার বান্ধবীকে দুষ্কৃতীদের কবল থেকে মুক্ত করে আনতে।"

অভিমানে বুকটা যেন কেঁপে উঠল ডেসডিমোনার। বলল, "এই পরিকল্পনাটার কথা আমাকে একবার জানালেও না তোমরা?"

"কখন জানাব? কাল কীভাবে ওদের খপ্পর থেকে তোমাকে উদ্ধার করে আনলাম তা কি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? তা ছাড়া তুমি তো জানতেই আমরা যাব।"

"জানতাম। শুধু জানতাম না কবে যাবে। কেন না আমারও যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। এদিকে সোহমটা কী কাণ্ড করে বসে আছে দেখেছ?" বলে একটা চিঠি বাবলুর দিকে এগিয়ে দিল। তারপর বলল, "ছেলেটা আবার পাল্লায় পড়ে গেছে।"

"তার মানে?" বাবলু চিঠি পড়েই বলল, "এই চিঠি পেয়েই তো আমরা এত তড়িঘড়ি যাচ্ছি। কিন্তু কার পাল্লায় পড়ে গেল ও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"খোকনদার।"

"খোকনদা কে?"

"মহা ধান্দাবাজ একজন। সোহমকে নাচিয়ে ওকে উত্তেজিত করে ওরই পয়সায় শিমলা বেড়িয়ে নেওয়ার মতলব করেছে। রাগলে তো সোহমের জ্ঞান থাকে না। হয়তো খুনখারাপি করে একটা কিছু করে বসবে। তখন ওই খোকনদাই ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে ওর টাকা-পয়সা লোপাট করে পালিযে আসবে। তাই শুধু কুমকুমকে নয়, আগে ওকে সামলাও তোমবা।"

ভোম্বল বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাগ্যে আমরা ধরমশালায় না গিয়ে শিমলার দিকেই আগে যাচ্ছি।"

বিলু বলল, "ওখানে গিয়ে ওদের একজনকেও যদি কবজা করতে পারি, তা হলে তাকে মোচড় দিয়েই লিটল লাসায় কুমকুম কোথায় আছে তা ঠিক জেনে যাব।"

বাচ্চু বলল, "ওই ফার্গু সিংকে ফাঁদে ফেললেই বেরিয়ে যাবে সব।"

বিচ্ছু বলল, "শুধু ফার্গু সিং কেন? কুলুতে গিয়ে জালানকেও জ্বালিয়ে মারব আমরা।"

ডেসডিমোনা বলল, "তোমরা কোন গাড়িতে যাচ্ছ? কালকায় নিশ্চয়ই?"

বিচ্ছু বলল, "নাঃ। কালকার টিকিট আমরা পাইনি।"

"তবে কি হিমগিরিতে?"

বাবলু বলল, "না। কালকা, হিমগিরি দুটোর কোনওটিতেই যাচ্ছি না। আমরা যাচ্ছি ধানবাদ থেকে কিষাণ এক্সপ্রেসে। প্রথমে আম্বালা ক্যান্ট, তারপরে কালকায় গিয়ে টয় ট্রেনে শিমলা।"

"বাঃ। বেস্ট অব লাক। তোমবা ভালভাবে ঘুরে এসো তা হলে। আমি এখন বাড়ি যাই। সোহমের ওই চিঠিটা তোমাদের দেখাব বলেই এসেছিলাম।" বলে, যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

বাবলু বলল, "সাবধানে যেয়ো কিন্তু।"

ডেসডিমোনা বলল, "এখন আমার কোনও ভয়ই আব নেই। যাবা আমাকে বিরক্ত করবে তাদেব কেউ এখন হাজতে, কেউ শিমলায়, কেউ বা অন্য কোথাও।"

ডেসডিমোনা চলে গেলে বাবলু বলল, "এই খোকনদাকে নিযে তো দেখছি আর-এক জ্বালা হল! ও-ই যে সোহমকে মিসগাইড করে খেপিয়ে তুলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

বাচ্চু বলল, "এইভাবে যদি ঘটনাব জট পাকিয়ে যায তা হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত কুমকুমকেই আমরা উদ্ধার কবতে পারব না।"

বিচ্ছু বলল, "অযথা সময নষ্ট হলে ঘটনাব গতি কোনদিকে মোড নেবে তা কে জানে? তাই আমি বলি কী, দুষ্কৃতীদমনের পরিকল্পনাটা বরং পরেই হোক। আগে আমবা শিমলায় গিয়ে সোহমকে খুঁজে বের কবি। পরে ওকে সংযত করে সর্বাগ্রে ধবমশালায় গিয়ে উদ্ধাব করি কুমকুমকে। ও বেচারির যে কী কষ্টে দিন কাটছে ওখানে, তা কে জানে? তারপব শুরু করব আসল কাজ।"

বিচ্ছুর কথাটা যুক্তিসঙ্গত। বাবলু সব শুনে বলল, "আর দেরি নয়, স্নান-খাওয়া সেরে তৈরি হয়ে নে সব। আমি চট করে একবার থানায় গিযে ও সি-কে জানিয়ে আসি। কেন না ওই দূর দেশে গিয়ে কোনও বিপদে পড়লে উনি অন্তত চটজলদি একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।"

সকলে বিদায় নিলে বাবলু পঞ্চুকে নিযে থানায় গেল। তাবপর ওদের এই অভিযানের ব্যাপারে সবকিছু পুলিশকে জানিয়ে ফিরে এল তাড়াতাড়ি।

বাবলু আর পঞ্চু যখন বাড়ির কাছাকাছি এসেছে ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন দুটো মোটরবাইক ছুটে এল ওদের দিকে। আরোহীদের মাথায় এমনভাবে হেলমেট পরা যে, তাদের কাউকেই চেনবার কোনও উপায় নেই। ওদের গতি দেখেই বোঝা গেল ওরা ওদেব চাপা দিতে আসছে। সেই মুহূর্তে পঞ্চুকে নিয়ে বাবলু একজনদের গাড়িবারান্দায় ঢুকে না পডলে নির্ঘাত মেরে ফেলত ওরা।

হঠাৎ করে কেন যে অমন হল তা কিছুতেই ভেবে পেল না বাবলু। ওরা কারা?

এদিকে পঞ্চু তো চিৎকারে মাত করে ওদের দিকে ছুটে গেল ভৌ ভৌ করে। যাওয়ার আগে ওরা শুধু একটা কথাই বলে গেল, "দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট ওয়ার্নিং।"

যাই হোক, এই ব্যাপারটা সকলের কাছে বেমালুম চেপে গেল বাবলু। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ওরা সকলে দলবদ্ধ হয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। গার্ড কামরার গায়েই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ বগি। ওরা সেই বগিতেই বসল সকলে। খুব একটা ভিড় নেই। না হওয়ারই কথা। কেন না ব্যবসায়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে সাধারণ যাত্রীর অনেকেরই নজর এখন থ্রি-টিয়ার স্লিপার ক্লাসের দিকে। অন্যের রিজার্ভ করা বার্থে গা-জোয়ারি করে শুয়ে-বসে যাওয়ার আরামই আলাদা। তাই ভালভাবে হাত-পা ছড়িয়ে বসেই যেতে পারল ওরা।

ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে ধানবাদ পৌঁছল ঠিক সময়েই। ভাগ্য ভাল যে, পথে পঞ্চুকে নিয়ে কোনও গোলমাল হল না।

এর পর ধানবাদ থেকে রাতের গাড়ি। ওরা চার্টে নাম দেখে যে যার বার্থের দখল নিল। সকলে যে যার বাড়ি থেকে কিছু না কিছু খাবার এনেছিল। তাই ভাগাভাগি করে খেয়ে নিল সবাই।

পঞ্চুও আহারপর্ব মিটিয়ে নিয়ে লোয়ার বার্থের নীচে শুয়ে ওর ডিউটি দিতে লাগল।

বাবলু উঠল আপার বার্থে।

ভোম্বলও আর একটি আপার বার্থে ছিল। তিন থাকের মুখোমুখি বার্থ। লোয়ার বার্থে একজন বৃদ্ধা ছিলেন। পরে তিনি অন্য জায়গায় সরে গেলেন। ভোম্বল বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই হঠাৎ এত অন্যমনস্ক হয়ে গেলি কেন রে বাবলু?"

বাবলু বলল, "কই, না তো?"

মিডল বার্থ থেকে বিলু বলল, "আমাদের কাছে লুকোস না। তুই কিন্তু অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে গেছিস। এমন চমৎকার জার্নি, অথচ তোর সেই প্রাণোচ্ছ্বাস কই?"

বাচ্চু-বিচ্ছুও বলল, "বলো না বাবলুদা, কী হয়েছে তোমার?"

বাবলু বলল, "শুনবি তা হলে?" বলে ওই দুঃখজনক ঘটনার কথা বলল সকলকে।

সকলে শুনে শিউরে উঠল।

বিলু বলল, "এই কথাটা তুই বলিসনি এতক্ষণ?"

"বলিনি তার কারণ, হরিষে বিষাদ এনে লাভ কী?"

ভোম্বল বলল, "ওরা কারা হতে পারে বল তো?"

"আমি কোনও কিছুই অনুমান করতে পারছি না। জালানের পোষা কোনও গুন্ডাও হতে পারে। হ্যারি আর লুইসও হতে পারে। অথবা লিন লিজার কেউ। প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল।"

বিলু বলল, "তাই কী? কিন্তু ওরা তো এখন হাজতে?"

"তখন হাজতে ছিল। এখন যে বেরিয়ে আসেনি তাই বা কে বলতে পারে?"

ভোম্বল বলল, "আমার মনে হয়, না। এরা নির্ঘাত অন্য কোনও দল। না হলে ওইভাবে ওয়ার্নিং দেবে কেন?"

বাবলু বলল, "ওইটাই তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। পাছে তোরা বেরোবার সময় মনখারাপ করিস, তাই চেপে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। নেহাত আমরা একটা অভিযানে যাচ্ছি তাই। না হলে ওদের দফা আমি রফা করে দিতাম।"

বাচ্চু বলল, "যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন পরিকল্পনা করো শিমলায় গিয়ে আমরা কীভাবে কী করব।"

বিচ্ছু বলল, "শিমলায় আমরা কখন পৌঁছব বাবলুদা?"

"কাল রাত আড়াইটা নাগাদ আম্বালায় পৌঁছব। তারপর ভোরের বাসে কালকায়। সেখানে সাড়ে এগারোটা নাগাদ একটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেনেই চলে যাব শিমলায়। ওখানে পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে যাবে।"

আর কোনও কথা নয়। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে সকলের। তাই ট্রেনের দুলুনিতে দোল খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন সকালে ট্রেন এসে থামল বারাণসীতে। ইতিমধ্যে বেশ গুছিয়ে দুটি ঘণ্টা লেট করে নিয়েছে ট্রেন।

বিলু বলল, "ধানবাদ থেকে বারাণসী আসতে যদি দু'ঘণ্টা লেট হয় তা হলে আম্বালায় পৌঁছব আমরা ক'ঘণ্টা লেটে?"

ভোম্বল বলল, "শ্রীশ্রীভগবানকে ডাক যেন ওই লেট বেড়ে আরও দু'ঘণ্টা হয়। তা হলে রাতের অন্ধকারে নয়, সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ পৌঁছে যাব আম্বালা ক্যান্টে।"

ভোম্বলের ডাক বোধহয় শুনতে পেলেন ভগবান। তাই পরদিন ঠিক সকাল ছ'টা নাগাদ আম্বালা ক্যান্টে পৌঁছল ওরা।

স্টেশনের সামনেই বাসস্ট্যান্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা একটুও দেরি না করে স্টেশন থেকে বেরিয়েই কালকার বাসে উঠে বসল। সকালের বাস, তাই ফাঁকা। ভাড়া নিল সাতাশ টাকা করে। পঞ্চুর ফ্রি। কী আনন্দ ওদের!

এ-পথযাত্রায় ওরা তো নতুন নয়। সেই সেবার বরাব্বব সিং-এর মোকাবিলা করতে ওরা এ-পথে এসেছিল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার।

আম্বালা ছেড়ে প্রশস্ত রাজপথ ধরে রামগডের ওপব দিয়ে ওরা কালকায এল। ঘণ্টাদুয়েকের মতো সময় লাগল ওদের।

বাবলু বলল, "চল, এই অভিযানপর্বের শুরুতেই কালিকা মাতাকে দর্শন কবে ধন্য হই আমরা। মাথাটা নুইয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা কবে আসি। তাবপর ওইখানে নদীর জলে মুখ হাত ধুয়ে জলযোগ সেবে টয় ট্রেনে চাপব।"

বাবলুর কথামতো এগিয়ে চলল ওবা।

এক সর্দারজি তো ওদের ধরে খুব টানাটানি করতে লাগলেন তাঁর বাসে শিমলায যাওয়ার জন্য। বললেন, "আরে দোস্ত! রোডওয়েজ মে চলো। ঢাই ঘন্টেমে শিমলা আ যায়ে গা। টয় ট্রেন মে যানে সে পুরা দিন বরবাদ হোগা।"

কথাটা ঠিক। তবু টয় ট্রেনে চেপে শিমলা যাওয়াব যে আনন্দ তা সর্দারজি বুঝবেন কী করে? উনি শুধু ওঁব ব্যবসা আর সময় বোঝেন। কিন্তু পাশুব গোয়েন্দারা চায় প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে। এ-পথের বর্ণনাতীত সৌন্দর্য টয় ট্রেনে না গেলে কি উপভোগ করা যায়? তার ওপর এমন সুন্দব আবহাওয়া। মিষ্টি রোদে চারদিক যেন ঝলমল করছে। এই পাহাডি অঞ্চলে যা নাকি সত্যিই বিরল।

পঞ্চু এখানে খুবই প্রাণবন্ত।

বাসস্ট্যান্ড থেকে মন্দির পর্যন্ত পথটুকু ওরা হেঁটেই এল তাই। তারপর নদীতে নেমে স্নান করে দেহটাকে ঝরঝবে করে নিল। এবাব দর্শন সেরে একটা দোকানে ঢুকে গরম গরম কচুরি আর প্যাঁড়া খেযে একটা অটো নিয়ে সোজা কালকা স্টেশনে।

টয় ট্রেনের এখনও এক ঘণ্টা দেরি। ওরা প্রত্যেকেব জন্য টিকিট কেটে ব্রডগেজ সংলগ্ন টয় ট্রেনেব প্ল্যাটফর্মে ঢুকল।

অক্টোবরের শেষে ট্যুরিস্টের ভিড় একেবাবে নেই। পূজার ছুটির পব সবাই এখন ঘরমুখো। কাজেই এই সময় বেড়াতে যাবে কে?

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, টিকিটের ভাড়া নিল কত করে? আমি আমাব খাতায় নোট কবে রাখি।"

বাবলু বলল, "বেশি নয়। মাত্র বত্রিশ টাকা। এক-একজনের।"

ওরা টয় ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই দেখল সুন্দর একটি ঝকঝকে টয ট্রেন মিডল লাইনে দাঁড়িয়ে আছে ধোয়ামোছা হয়ে।

বাবলু একজন কুলিকে জিজ্ঞেস করল, "ওই গাডিই কি যাবে?"

"হাঁ। ওহি গাড়ি। আভি আ যায়ে গা এহি পিলাটফরম পর।"

ওই গাড়িতে আগাগোড়া গ্লাস দিয়ে মোড়া কতকগুলো সুদৃশ্য বগি ছিল। জানলার গ্লাসে রঙিন পরদা দেওয়া। কী সুন্দর। নিশ্চয়ই সাহেব সুবোরা যান ওতে। ওইরকম বগিতে চেপে পথের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে জার্নি করার আনন্দই আলাদা।

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, ওই কোচগুলোর ভাড়া কীরকম বল তো?"

"কে জানে? তা ভাড়া যাই হোক, টিকিটও তো আমাদের হয়ে গেছে।"

"যদি আমাদের সাধ্যের মধ্যে হয় তা হলে তো এই টিকিটগুলো ফেরত দিয়ে ওই কোচের টিকিট নেওয়া যেতে পারে।"

বাবলুর অদম্য ইচ্ছা ছিল ওইরকম সুদৃশ্য কোচে যাওয়ার। তাই বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল টিকিট ঘরের দিকে।

ফাঁকা কাউন্টার। বাবলুরা গিয়ে ওদের মনোবাসনা ব্যক্ত করতেই কাউন্টারের ভদ্রলোক বললেন, ওরা যে বগিতে যেতে চাইছে ওগুলো হচ্ছে আরামদায়ক চেয়ার কার। ওর ভাড়া একশো চল্লিশ টাকা। তাই আর একশো আট টাকা করে দিলেই ওই গাড়িতে জায়গা পেয়ে যাবে ওরা।

বাবলু নির্দ্বিধায় টাকা বের কবতেই ভদ্রলোক বললেন, "ইধাব নেহি। তুম সব হেড টিটি কা পাশ চলা যাও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওদের আনন্দ তখন দেখে কে? তিনজনেই অদম্য উৎসাহে হেড টিটির ঘরে চলে এল। অল্পবয়সি একজন সুন্দরী তরুণী বসে ছিলেন সেখানে। ওদের দেখেই স্মিত হেসে বললেন, "ক্যা চাহিয়ে?"

বাবলু বলল, "হাম সবকো এ টিকট আপ চেয়ার কার মে বনা দিজিয়ে ম্যাডাম।"

তরুণী সঙ্গে সঙ্গে কোচ আর সিট নম্বর দিয়ে ওদের টিকিট বানিয়ে দিলেন।

টিকিট হাতে নিয়ে ওরা প্রায় লাফাতে লাফাতে চলে এল প্ল্যাটফর্মে।

পঞ্চু তখন মনের আনন্দে ছুটোছুটি করছে চারদিকে। বাচ্চু-বিচ্ছু অনেক মানা করছে ওকে। ও কিন্তু শুনছে না কারও কথা। এ-সময় বাবলুদের দেখতে পেয়েই ছুটে এল।

বিচ্ছু বলল, "কী হল বাবলুদা?"

"কী আবার হবে? চেয়ার কারের টিকিটই করিয়ে নিলাম।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই আনন্দে 'হু র র র রে' করে উঠল।

টয় ট্রেন তখন মিডল লাইন থেকে সরে এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে।

সেই ট্রেনে ওঠার জন্য সকলের সে কী ব্যস্ততা তখন। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কিন্তু তাড়া নেই। ওদের সিট তো রিজার্ভ। ওরা তাই ধীরে সুস্থে গাড়িতে উঠল। এমন লোভনীয় ট্রেনের কামরায় বিলাসবহুল যাত্রা ওদের এই প্রথম।

এখনও পনেরো মিনিট সময় আছে। তাই প্রথমেই ওরা স্টেশনের কল থেকে ওয়াটার বটলে জল ভরে নিল। তারপর রেলওয়ে ক্যান্টিনের প্যাকিং করা ভাত ডাল তরকারির প্যাকেট কিনে নিল প্রত্যেকের, দুপুরে খাওয়ার জন্য। আর নিল কলা, আপেল ইত্যাদি কিছু ফল। সে কী দারুণ আনন্দযাত্রা!

ভোম্বল বলল, "আমার জন্যই এই পথে আসা হল, এটা কিন্তু মনে রাখবি।"

বাবলু বলল, "শিমলায় আমরা বেড়াতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি অন্য কাজে। এটাও যেন মনে থাকে।"

যথাসময়ে নড়ে উঠল ট্রেন। কী আনন্দ। কী আনন্দ। সামান্য পথ সমতলে চলার পরই পাহাড়ে উঠতে লাগল ট্রেন। ১৯০৪ সালে এ পথে প্রথম একটি ছোট স্টিম এঞ্জিন শিমলায় পৌঁছেছিল। যাত্রী ছিলেন লর্ড কার্জন।

একজন চেকার এসে ওদের টিকিট পরীক্ষা করলেন। পঞ্চুর জন্য একটু ভয় ছিল। কিন্তু চেকার ভ্রূক্ষেপও করল না ওকে। অবশ্য না করবার কারণও ছিল। একজন মেমসাহেব তাঁর পরমাদরের একটি মিনিয়েচারকে বুকে নিয়েই গাড়িতে উঠেছিলেন। অতএব তারই খাতিরে পঞ্চুও পার পেয়ে গেল।

এখানকার টয় ট্রেন দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনের মতো নয়। দারুণ গতি এর। তার ওপরে এক্সপ্রেস ট্রেন। চারদিক কাঁপিয়ে চলতে লাগল। সব স্টেশনে থামলও না। টাঁকশাল, গুমমান, কোটির পর খুব বড়সড় একটি টানেল পার হল। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের কৃপায় প্রকৃতির অনবদ্য রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেল ওরা। অমন যে পঞ্চু সেও ভাবে বিভোর হয়ে ঘাড় কাত করে দেখতে লাগল সব কিছু। টানেল পার হয়ে জাবাল, সোনওয়ার পর পর স্টেশন অতিক্রম করে ট্রেন এসে থামল ধরমপুর হিমাচলে। উচ্চতা ১৪৬৯ মিটার।

কী সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্টেশন। স্টেশনের চেহারা দেখে মনেই হল না ওরা ভারতে আছে বলে। মনে হল বিদেশের কোনও পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুঝি!

বাচ্চু বলল, "কালকার ওই সর্দারজির কথা শুনে সময় বাঁচাতে গিয়ে আমরা যদি বাসে যেতাম তা হলে এই অনাবিল আনন্দের কিছুই আমরা উপভোগ করতে পারতাম না।"

বিচ্ছু বলল, "এখন ভগবান করুন, যে কাজের জন্য আমরা এসেছি তা যেন ভালয় ভালয় সম্পন্ন করে যেতে পারি।"

আবার নড়ে উঠল ট্রেন। দেবদারু, পাইন আর ফার বনের ভেতর দিয়ে একটির পর একটি টানেল পার হতে হতে হিমাচলপ্রদেশের পর্বতমালার ওপর দিয়ে স্বপ্নের রেলগাড়ি ছুটে চলল শিমলার দিকে।

ধরমপুরের পর ট্রেন থামল কুমারহাটি দাগসাইতে। এর উচ্চতা ১৫৭৯ মিটার। অর্থাৎ সমুদ্রতল থেকে ৫১১৮ ফুট। তারপর বরোগ। বরোগের পর সোলান। ১৪৯৪ মিটার। এখানে ভাল স্ন্যাকস পাওয়া গেল। কতরকমের চপ-কাটলেটও মিলল এখানে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা মুখ ছাড়াতে সেইসব খেয়ে চা খেল এক কাপ করে। ওদের সঙ্গে তোয়াজি আহারে পঞ্চু তো আহ্লাদে আটখানা। এই স্টেশনে অনেকেই নেমে গেলেন কসৌলি যাওয়ার জন্য। কসৌলি হল ১৮৪৬ মিটার উচ্চতায় সৌন্দর্যের শৈলাবাস। পাখিদের স্বর্গরাজ্য। এখানেই সুবিখ্যাত পাস্তুর ইনস্টিটিউট। এরপর সালোগ্রা, ১৫০৯ মিটার। কান্দাঘাট, ১৪৩২ মিটার। তারা দেবী, ১৮৪৪ মিটার। সবশেষে সামার হিল হয়ে ঠিক পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিটে একটুও লেট না করে টয় ট্রেন তার যাত্রা শেষ করল শিমলাতে। মোট ১০৩টি টানেল পেরিয়ে এল এ-পথে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৭ ॥

স্টেশন থেকে প্রায় দেড় কিমি উচ্চতায় শিমলার বিখ্যাত কালীবাড়ি। ওরা সকলের কাছে পথনির্দেশ নিতে নিতে এগিয়ে চলল কালীবাড়ির দিকে। চড়াই পথে ওঠার অনভ্যাসের ফলে বুকে যেন হাঁফ ধরে গেল ওদের। যদিও শীতের এখানে প্রচণ্ড কামড়।

যেতে যেতেই বিলু বলল, "সোয়েটারগুলো বের করে এবার পরে নিল হত না?"

বাবলু বলল, "সেটা পবে। এখন এই পথের খাড়াই ভাঙতেই গায়ে ঘাম দেবে। সোয়েটাব কোনও কাজেই লাগবে না।"

ভোম্বল তো অনেক আগেই শীতবস্ত্র পরে নিয়েছিল। তাই ও কোনও কথা না বলে বোলতার মতো মুখ ফুলিয়েই পথ চলতে লাগল।

বাচ্চু বলল, "কিন্তু পঞ্চুর কী হবে? ওর জন্য সোয়েটার তো বোনা হয়ে উঠল না।"

বিচ্ছু বলল, "ওর ভাবনা আমি ভেবেছি। এখানকার মার্কেট থেকে উলেনের একটা র‍্যাপার কিনে ওর গায়ে জড়িয়ে বেল্ট দিয়ে বেঁধে দেব।"

বিলু বলল, "বহুত খুব।"

এইভাবে পথ চলতে চলতে একসময় ওরা কালীবাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। পথশ্রমের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল ওদের। তখন সন্ধে হয়ে আসছে। কালীপুজো, ভাইফোঁটা ফেটে গেছে। তাই শান্ত নির্জন জায়গাটা। ট্যুরিস্টের দল একে একে সবাই বিদায় নিয়েছে প্রায়।

ওরা কালীবাড়ির অফিসঘরে গিয়ে দ্যাখা করতেই যিনি খাতা নিয়ে বসে ছিলেন তিনি একমুখ হেসে বললেন, "যাও, তোমাদের জন্য কুড়ি নম্বর ঘরটা রেখে দিয়েছি। সবাই বেশ আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবে। বালিশ বিছানা কম্বল সবই দেওয়া আছে। আরও প্রয়োজন হলে চেয়ে নেবে। ঘরে মালপত্তর রেখে ক্যান্টিনে গিয়ে রাতের খাবাবের অর্ডার দিয়ে এসো। যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই ক্যান্টিন চিনিয়ে দেবে।"

বাবলু বলল, "আমরা আসব আপনারা জানতেন?"

"না জানলে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের নামে ঘরটা বুক করি? এই দ্যাখো খাতার পাতায় তোমাদের নাম। পরে একসময় এসে সই করে দিয়ে যেয়ো।"

ওরা মনের আনন্দে পেছনের সরু প্যাসেজটা পার হয়ে ওপরের কুড়ি নম্বর ঘরের দিকে চলল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? কোন জাদুতে এমনটা হল?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয়। জাদুও কিছু নেই এতে। অভিযান পর্বের শুরুতেই থানায় একবাব দেখা করে এসেছিলাম, ওঁরাই হয়তো ফোনে যোগাযোগ করে অগ্রিম ব্যবস্থা করে বেখেছেন আমাদের জন্য। ভাগ্য ভাল যে, বাঙালির এই প্রিয় কালীবাড়িতে আমরা আশ্রয় পেলাম। না হলে এই দূর দেশে এসে চড়া রেটেব হোটেলের চক্করে পড়তে হত।"

ওরা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ওদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের সামনে এসেই দেখল সেখানে লেখা আছে 'ওয়েলকাম পাণ্ডব গোয়েন্দা'। কিন্তু দরজাটা ভেতর থেকেই বন্ধ।

পঞ্চু দরজার কাছে মুখ নিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

বাবলু দরজায় নক করতেই দরজা খুলে যে ওদের অভ্যর্থনা করল তাকে দেখেই চোখ কপালে উঠে গেল ওদের।

ওরা সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! ডেসডিমোনা!"

ডেসডিমোনা বলল, "আমি বেলা একটা থেকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি। এসো, ভেতরে এসো। তোমাদের এত দেরি হল যে? আমি টয় ট্রেনে কত খুঁজলাম তোমাদের, কিন্তু দেখা পেলাম না। ভাবলাম তোমরা হয়তো আমার আগের ট্রেনেই চলে গেছ। কিন্তু এখানে শুনলাম তোমরা তখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছওনি। তাই তোমাদের কথা বলে এই বড় ঘরটা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্য। এই সময়টুকুর মধ্যে চারদিক চষে ফেলেছি আমি। রাতের খাওয়ার জন্য কুপনও কেটে রেখেছি। এখন ভেতরে এসে আসন গ্রহণ করে ধন্য করো।"

সকলে ঘরে ঢুকে যে যার ব্যাগ নামিয়ে রেখে পাশের কলঘরে গিয়ে মুখ হাত-পা ধুয়ে এল। বরফের মতো ঠান্ডা জল। তা হোক, ভাল লাগল খুব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু অবাক চোখে ডেসডিমোনার দিকে তাকিয়ে বলল, "তা কী ব্যাপার বলো তো? এমন মিরাক্‌লটা তুমি ঘটালে কীভাবে?"

"বলব, বলব, সব বলব। আগে চলো, এই ঠান্ডায় এক কাপ করে চা খাইয়ে তোমাদের ম্যাল থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। এখনকার চায়ের বিলটা কিন্তু আমিই দেব।"

আনন্দের আতিশয্যে পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে কে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। ওরা সঙ্গে সঙ্গে শীতের পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল। ডেসডিমোনা বলল, "এই অসময়ে প্রচণ্ড ঠান্ডায় পঞ্চুর কিন্তু কোথাও না যাওয়াই উচিত। ও বরং ঘরে থাক।"

এই কথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল পঞ্চু।

বাবলু ওকে অনেক আদর করে বলল, "তোর ভালর জন্যই বলছি রে! এই তো এলি এই শীতের দেশে। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে একটু খাপ খাইয়ে নে। কাল সকালে রোদ উঠলে যেখানে যাব, যাবি।"

বাবলুর কথায় শান্ত পঞ্চু একটা চেয়ারে উঠে গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইল।

ওরা পঞ্চুকে রেখে ঘরে তালা দিয়ে প্রথমেই এল মন্দিরে। তখন আরতির ব্যবস্থা হচ্ছে। শাল সোয়েটার কোট পরা অনেক দর্শনার্থীর ভিড় তখন সেখানে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা দেবী কালিকাকে দর্শন করে প্রসাদ নিয়ে চা খেতে এল। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত বারান্দার খোলামেলা অংশটায় দাঁড়িয়ে বানরের উপদ্রব সহ্য করতে করতে চা খেতে লাগল ওরা। কী চমৎকার চা এখানকার! পাশেই একটু নীচের অংশে চায়ের দোকান। এখান থেকে অন্ধকারে মোড়া শিমলার আলোকোজ্জ্বল অঞ্চলকে ভারী সুন্দর দেখায়। চারদিকে যেন অসংখ্য নক্ষত্রের মতো আলোর মালা।

ডেসডিমোনা বলল, "কেমন লাগছে?"

"ভালই। এখন বলো দেখি তোমার কথা?"

"হ্যাঁ। আমার কথা বলার এই হল উপযুক্ত সময়। শোনো তা হলে, আমি কীভাবে এখানে এলাম। শিমলায় বেড়াতে আসবার শখ ছিল আমার বহুদিনের। তাই তোমরা সবাই আসছ শুনে খুবই মনখারাপ হয়ে গেল আমার। বাড়ি গিয়েই স্থির করলাম আমিও যাব। এবং তোমাদের কাউকে কিছু না জানিয়েই। আমার কাছে হাজারদুয়েক টাকা ছিল। বাবা দিলেন আরও এক হাজার। বাবাকে বললাম, তোমরাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছ। এই বলে আমার যা যা নেওয়ার সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে চলে এলাম হাওড়া স্টেশনে। তারপর শিমলা পর্যন্ত একটা টিকিট কেটে চেপে বসলাম কালকা মেলে। লেডিজ কম্পার্টমেন্টে উঠেছিলাম, তাই ভিড় ছিল না। দিব্যি একটা বাঙ্ক দখল করে দু'রাত্তির কাটানোর পর আজ খুব সকালে কালকায় এলাম। ওখান থেকে সকাল সাতটার ট্রেন ধরে বেলা সাড়ে বারোটায় শিমলায়। শিমলায় এসে তোমরা যে কালীবাড়িতেই উঠবে তা আমার জানাই ছিল। তাই এখানে এসে প্রথমেই তোমাদের খোঁজ নিলাম। তারপর আমি অনেক বলেকয়ে বড়সড় একটা ঘর নিয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম তোমাদের জন্য। ওঁদের আমি এও বলেছি, কোনও কারণে তোমরা যদি না আসো তা হলে কাল সকালেই ঘর ছেড়ে দেব আমি। ওঁদের কাছ থেকে যে সুন্দর ব্যবহার আমি পেয়েছি তা চিরকাল মনে থাকবে। এখন বুঝতে পারছি কেন এবং কী কারণে সবাই শিমলায় এসে কালীবাড়িতেই উঠতে চায়। দুপুরের খাওয়াও খেলাম এখানে। ঠিক যেন বাড়ির খাবার খাচ্ছি।"

ডেসডিমোনা এক নিশ্বাসে ওর সব কথা বলে গেল। তারপর চায়ের দাম দিয়ে এসে বলল, "চলো তোমাদের একটু ম্যাল থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ডেসডিমোনার সঙ্গে নির্জন পথ ধরে ম্যালের দিকে এগিয়ে চলল।

কী নির্জন পথঘাট। ঠান্ডার প্রকোপে মানুষজন ঘর থেকে বেরোচ্ছে না। যারা বেরিয়েছিল তারা সবাই এখন ঘরমুখো। মাঝেমধ্যে দু'-একজন স্থানীয় লোক ছাড়া কাউকেই বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। ওরা তবুও কষ্ট করে মনের মধ্যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে ম্যালে এল। কত আলোর রোশনাই সেখানে। কিন্তু লোকজন বেশি নেই।

ডেসডিমোনা অন্ধকারে একটা পাহাড়ের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "এই হল জাখু হিল। শিমলার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়- চূড়া এটি। কাল সকালেই আমরা এর ওপরে উঠব। কেউ কেউ একে যক্ষ পর্বতও বলে।"

বাচ্চু বলল, "তুমি উঠেছিলে আজ?"

"সময় পেলাম কখন? দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ম্যালে বেড়াতে এসে সকলের মুখে শুনলাম।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, ম্যালের ওই পাশটায় মনে হচ্ছে যেন খুব জমজমাট। লোকজনের বেশ আনাগোনা দেখছি।"

"ওদিকে মার্কেট। যাবে?"

ভোম্বল আপত্তি করল। বলল, "তোমরা যাও। এখন এই ঠান্ডায় আমার আর ভাল লাগছে না। আমি এখন ফিরে যেতে চাই।"

বিলু বলল, "সেরেছে! এখানেই যদি তোব এই অবস্থা হয়, তা হলে কুলু-মানালিতে গিয়ে কী করবি? ওখানে তো আরও ঠান্ডা।"

"তখন সয়ে যাবে।"

বিল্টু বলল, "আমি কোথায় ভাবলাম বাজারে গিয়ে পঞ্চুব জন্য একটা উলেনের কিছু কিনব।"

ভোম্বল বলল, "তোরা যা না! আমাকে চাবিটা দে। আমি ফিবে যাই।"

বিলু বলল, "একা যেতে ভয় কববে না তোর?"

"কীসের ভয়? এটা কি হাওড়া? এ হল হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা।"

বাবলু ভোম্বলের হাতে চাবি দিয়ে সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে ওকে একটু এগিয়ে দিতে গেল। তারপব যেই না ফিরে আসতে যাবে অমনই অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন একজন তার রোমশ কঠিন বাহু দিয়ে টেনে নিল বাবলুকে। তার বজ্র আঁটুনিতে দম যেন বন্ধ হয়ে এল বাবলুর। লোকটির মুখে বিশ্রী দুর্গন্ধ। নেশাটেশা করেছে নির্ঘাত। বলল, "ওয়ার্নিং নম্বর টু। কালই এই জাযগা ছেড়ে চলে না গেলে পবশু তোদের একজনকেও আর খুঁজে পাবে না কেউ।" বলেই এক ঝটকায় বাবলুকে পথের ধাবে ফেলে দিয়ে অন্ধকাবে মিশে গেল সে।

বাবলু ভেবেও পেল না, কে? কেন? এবং কী কারণে এইভাবে ভয় দেখাচ্ছে ওকে। তবে কি সোহমের মা-বাবার হত্যার নেপথ্যে, কুমকুমের অপহরণের পেছনে জালান ছাড়া আবও কাবও কালো হাত আছে?

অতি কষ্টে ধুলো ঝেড়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে সবার কাছে এল সে।

ডেসডিমোনা ওকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে বলল, "এ কী বাবলু! এ কী অবস্থা তোমার! নাকেব পাশে এত রক্ত কেন?"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। অন্ধকাবে বুঝতে না পেরে পাথরে ধাক্কা খেয়েছি।"

বিলু বলল, "তা হলে চল আমবাও ফিবে যাই। ঘোবা বেড়ানোর পবিকল্পনা যা কিছু কববার কাল সকালেই করব। না হলে ভোম্বলটাকে একা যেতে দিযে মনে সায দিচ্ছে না।"

ওরা আর অন্য কোথাও না গিয়ে সবাই কালীবাড়ির পথ ধবল। বাবলুব মনেব মধ্যে তখন উত্তেজনাব ঢেউ তোলপাড় করছে।

রাত্রে দারুণ তৃপ্তি করে কালীবাড়ির ক্যান্টিনে খেল ওরা। পঞ্চুর জন্য কিছু রুটি ও আলুর দম নিয়ে এলে পঞ্চুও তাই খেয়ে নিল তৃপ্তি করে।

এরপর সবাই কম্বল মুড়ি দিয়ে শয্যাগ্রহণ করলে বাবলু বলল, "কাল খুব সকাল সকাল উঠে শিমলাব পথঘাট চিনে নিয়ে আমরা আমাদের কাজ শুরু কবে দেব। তার আগে সবাইকে সতর্ক করে একটা কথা বলে রাখি, আমাদের শত্রুরা কিন্তু এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে আমাদেব পিছু পিছু।"

বিলু বলল, "বলিস কী!"

"নাউ, উই আর ইন গ্রেট ডেঞ্জাব।"

ডেসডিমোনা বলল, "বুঝেছি। তুমি তা হলে পাথবে ধাক্কা খাওনি। নিশ্চয়ই কেউ আঘাত করেছিল তোমাকে?"

"হ্যাঁ। আমাকে আক্রমণ কবা হয়েছিল।" বলে ঘটনাটা শুনিযে দিল সকলকে।

বিলু বলল, "ওইরকম বিপদের মুহূর্তেও পিস্তলটাকে ব্যবহার করলি না তুই?"

"ইচ্ছে করেই করিনি। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে ওইরকম কাঁচা কাজ কেউ করে? হিতে বিপরীত হয়ে যেত তা হলে। যাই হোক, এখন থেকে সবাই কিন্তু খুব সাবধানে থাকবি। রাতভিত বাথরুমে যাওয়ার দরকার হলে পঞ্চুকে সঙ্গে নিবি। আমাকে ডাকবি। চলাফেরায় সতর্ক থাকবি খুব।"

ডেসডিমোনা বলল, "এই আক্রমণকারীরা দেখছি সম্পূর্ণ রহস্যময়। কেন না জালানের লোকজনরা তো এমন পরিষ্কার বাংলায় কথা বলবে না। কাঞ্জিলাল বা ফার্গু সিং-এর লোকেরাও নয়। তা ছাড়া ওরা তোমাদের ব্যাপারটা জানেও না। এই চতুর্থ পক্ষটি তা হলে কারা?"

বাবলু বলল, "যারাই হোক না কেন, কালই আমবা শিমলা ত্যাগ করব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচ্ছু ক্রোধে ফুঁসে উঠল এবার, "কখনও না। ওদের ভয়ে নাকি?"

বাবলু বলল, "আরে না রে না! শিমলা ত্যাগ করব অন্য কারণে। ওদেরও মন রাখা হবে, আমাদেরও কাজের কাজ করতে যাওয়া হবে। কালই রাতের বাসে আমরা পাড়ি দেব। ধরমশালায়।"

ডেসডিমোনা বলল, "আমি বলি কী, আগে তোমরা কুলুতেই চলো। ওখানে গেলে সোহমকেও আবিষ্কার করা যাবে, আর জালানকে কবজা করেও জেনে নেওয়া যাবে কুমকুমের ব্যাপারে। খোকনদার পাল্লায় পড়ে সোহমটা যে কী করে বসবে, আমি তার কিছু ভেবে পাচ্ছি না।"

বাবলু বলল, "কিছুই করবে না ও। করলে এতক্ষণে করে ফেলত।"

"করেনি যে, তাই বা কে বলতে পারে?"

"আমি পারি। শিমলা থেকে কুলু যত দূরেই হোক না কেন, এই হিমাচলে তেমন কিছু ঘটলে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত কথাটা। কিন্তু তা যখন হয়নি তখন বোঝাই যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারেনি সে।"

এরপরে আর কোনও কথা নয়! চুপচাপ শুয়ে থাকতে থাকতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখে-মুখে জল দেবে যে কী করে কেউ তা ভেবে পেল না। ক্যান্টিনের একটি ছেলের সঙ্গে দারুণ আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল ডেসডিমোনা। সেই ওদের জন্য এক বালতি গরম জলের ব্যবস্থা করে দিল।

ওরা সেই জল ভাগাভাগি করে মুখ হাত ধুয়ে বাথরুমের কাজ সেরে চা-পর্বটা মিটিয়ে নিল কালীবাড়িতেই। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে চলল ম্যালের দিকে।

ম্যালের বিজ ময়দানে এসে প্রকাশ্য দিবালোকে সোনালি রোদের ছটায় শিমলার অপরূপ রূপ দেখে মোহিত হয়ে গেল ওরা। দেবদারু, পাইন আর ফারের সবুজ বনানী দিয়ে ঘেরা জাখু হিল ও তার আশপাশের সৌন্দর্য দেখে মন ভরে গেল ওদের। আলপাইনের পুষ্পসম্ভারে চারদিকের প্রকৃতি তখন ঝলমল করছে। কত যে মরশুমি ফুল ফুটে আছে চারদিকে, তার ঠিক নেই। আর আছে রিজ ময়দানের উদ্যানে স্যাক্সিফ্রাগা, কোবরা প্ল্যান্ট, অ্যাস্টার। প্রিমুলিয়া আর বুনো গোলাপের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। ম্যালে দাঁড়িয়েই বরফের মুকুট পরা দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে ওরা অনেক, অনেক ভালবেসে ফেলল শিমলাকে।

পঞ্চু মনের আনন্দে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল।

২২১৩ মিটার উচ্চতায় উত্তর হিমালয়ের এই শিমলা হল পাহাড়ের রানি। ব্রিটিশরা এই শহরটিকে মনের মতো করে সাজিয়ে গেছেন। এই ম্যালের ওপরেই আছে গেইটি থিয়েটার আর সুপ্রাচীন অ্যাঙ্গোলিসিয়ান ক্রাইস্ট চার্চ। এর ভেতরের মুরাল চিত্র ও কারুকার্য দেখবার। এর ডানদিকের পথটি নেমে গেছে মিড্‌ল বাজার ও লোয়ার বাজারের দিকে। রিজ ধরে পশ্চিমদিকে কিছুটা এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে ভারতের ভাইসরয়ের প্রাসাদ। ঐতিহাসিক শিমলা চুক্তি এই প্রাসাদেই হয়েছিল। এমনকী ইন্দো-পাক মৈত্রী চুক্তিও এই প্রাসাদেই স্বাক্ষরিত হয়।

ওরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চারদিকের প্রকৃতি উপভোগ করে ম্যালের পেছনদিকের একটি দোকানে বসে সকালের নাস্তাটা সেরে নিল। গরম গরম কচুরি আর জিলিপি খেয়ে আরও এক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিল। যদিও কালীবাড়িতে চা খেয়েছে, তবুও এই ঠান্ডায় আর একবার না খেলেই নয়!

এরপর আবার ম্যালে আসতেই কতকগুলো ঘোড়সওয়ার ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে এল ওদের দিকে, "জাখু হিল যাবে নাকি খোকাবাবুরা? জাখু হিল? আনা যানা শ'রুপাইয়া।"

বাবলু বলল, "না।" বলে পায়ে হেঁটেই উঠতে লাগল পাহাড়ে। উঃ সে কী দারুণ খাড়াই! উঠতে উঠতে হাঁফ ধরে গেল যেন। আর তেমনই বানরের উপদ্রব। এই যক্ষ পর্বতের ওপর হনুমানজির একটি মন্দির আছে। এর ওপর থেকে চারদিকের পর্বতমালাকে আরও সুন্দর দেখায়। আর শিমলাকে মনে হয় যেন পটে আঁকা একটা ছবি।

পাহাড়ের ওপর উঠে প্রকৃতির দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে গেল ওরা। এখানেই একটু নির্জনে বসে ওদের পরবর্তী পদক্ষেপের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল সবাই।

পঞ্চুকে তার মেজাজে দৌরাত্ম্যি করতে দিয়ে বাবলু বলল, "এখনই ভেবে দেখার সময় কীভাবে কী করব আমরা। শিমলা বেড়ানো তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তোরা কী বলিস?"

বিলু বলল, "তুই যা বলবি, আমরা তাতেই রাজি।"

বাবলু বলল, "আমি বলি কী, এখানে অযথা সময় নষ্ট না করে আমরা বরং এখনই একবার নারকান্দায় গিয়ে ফার্গু সিং-এর সঙ্গে দেখা করি চল।"

বিলু বলল, "দি আইডিয়া।"

ডেসডিমোনা বলল, "সেটাই করা উচিত। কিন্তু কীভাবে যাব?"

বিচ্ছু বলল, "আমি একটা কথা বলব?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। সবাই সবকিছু বলবি বলেই তো আলোচনা।"

"আমাদের উচিত একটা মারুতি জিপসি অথবা টাটা সুমো ভাড়া করা। যাতে সবাই বেশ আরাম করেই যেতে পারি।"

"আমি টাটা সুমোব কথাই ভাবছিলাম।"

ভোম্বল বলল, "আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। এখনই হুট করে না বেরিয়ে দুপুরের খাওয়াটা কালীবাড়িতে সেরে তারপরই যাওয়া উচিত।"

বিলু বলল, "এই কথাটা অবশ্য মন্দ বলিসনি তুই। পথে কোথায় কী পাব না পাব তার ঠিক নেই। তার চেয়ে খাওয়াদাওয়ার পর্বটা চুকিয়েই যাওয়া ভাল।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে আর দেবি কেন? ডেকে নাও পঞ্চুকে।"

কিন্তু পঞ্চু তখন কোথায়? তার কোনও সাড়াশব্দও নেই।

বাবলু বলল, "এই তো ছিল!"

বিলু বলল, "বানরগুলোর সঙ্গে দোস্তি করতে অন্য কোথাও চলে যায়নি তো?"

চিন্তিত বাবলু বলল, "তোরা একটু বোস। আমি দেখছি ও গেল কোথায়।" বলে খানিক এগিয়েই মুখের পাশে দুটো হাত রেখে হাঁক দিল, "প-ন-চু-উ-উ।"

কোনও উত্তরই এল না।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও তখন 'পঞ্চু পঞ্চু' করে খুঁজতে লাগল চারদিকে।

ডেসডিমোনা এগিয়ে গেল পাহাড়ের সিঁড়িব মুখে যে প্রশস্ত জায়গাটায় এসে ওরা মন্দিরের পথ ধরেছিল, সেইখানে। এইখান দিয়েই একটি গাড়ি চলার পথ নেমে গেছে নীচের দিকে। হঠাৎ সেখানে কাকে যেন আবিষ্কার কবে চমকে উঠল ডেসডিমোনা, "এ কী, বাদশা তুই!"

"তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম রে! সোহম তোকে ডাকছে।"

"কোথায় সে?"

"ওই ওখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে।"

ডেসডিমোনা বাদশার সঙ্গে এগিয়ে চলল সেইদিকে। গিয়ে দেখল সেখানে মারুতি জিপসি একটা আছে বটে, তবে একমাত্র নেপালি ড্রাইভার একজন ছাড়া আর কেউ সেখানে নেই।

বাদশা বলল, "গাড়িতে ওঠ।"

ফুঁসে উঠল ডেসডিমোনা, "তোর কথায নাকি?"

বাদশা বলল, "খোকনদাকে চিনিস তো? চামড়া গুটিয়ে দেবে তোদের। হয় ভালয় ভালয় ওঠ, না হলে ধাক্কা মেরে ফেলে দেব পাহাড় থেকে।"

ডেসডিমোনা চিৎকার করে উঠল, "বা-ব-লু-উ-উ।"

ওর আর্তস্বর শুনে পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত ধেয়ে এল শব্দস্থল লক্ষ কবে।

বাবলু পথ সংক্ষিপ্ত করবার জন্য দেওদার বনের ভেতব দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে এ-পাথর থেকে ও-পাথরে লাফিয়ে যখন কাছাকাছি এল ঠিক তখনই একটি গাছের আড়াল থেকে সেই রোমশ কঠিন বাহু ওকে টেনে নিল বিশেষ কায়দায়। বলল, "আর কোনও ওয়ার্নিং নয়। এবার তোদের যেতেই হবে কসাইখানায়।"

বাবলু অতিকষ্টে বলল, "আপনি কে?"

"তোদের নিয়তি। যোসেফ ভার্গিস তোকে পেলে খুবই খুশি হবেন।"

"যোসেফ ভার্গিস কে?"

"আমাদের বস। আগেই বলেছি আর একদিনও এখানে থাকলে সবাই হাপিস হয়ে যাবি। যেমন শুনলি না, এইবার মজাটা দ্যাখ। কুকুরটাকে কবজা করেছি আগেই। আমাদের একজনকে ও এমনভাবে জখম করেছে যে, আজ রাতেই ওকে যদি মাসোব্রার জঙ্গলে হিংস্র বাঘের মুখে ছেড়ে না দিই তো কী কথাই বলেছি।"

এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য বাবলু মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজেকে রক্ষা করতে পারল না দুষ্কৃতীর কবল থেকে। বরং ওই প্রবল পরাক্রমের কাছে পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতেই বাধ্য হল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু যখন সহজ পথ ধরে ছুটে এল সেখানে, অপারেশন তখন সাকসেসফুল। কে এবং কারা যে এই কাজ করল তা ওরা কিছুতেই বুঝতে পারল না। এমনকী এই প্রবল প্রতিপক্ষর কাছে পঞ্চুও যে হার মেনেছে, তা বুঝতেও বাকি রইল না ওদের।

॥ ৮ ॥

যক্ষ পর্বতের চূড়ায় বসে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু দারুণ অসহায় বোধ করল নিজেদের। ওরা ভেবেও পেল না এর পর কীভাবে কী করবে ওরা। এই দূর দেশে শীতের রাজ্যে কে কোথায় হারিয়ে গেল তা কে জানে?

বাচ্চু-বিচ্ছুর চোখে জল।

ভোম্বল বলল, "কী করবি রে বিলু?"

"কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। তবে অযথা আর এখানে সময় নষ্ট না করে নীচেই নামি চল।"

ওরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মোটর চলার পথ ধরেই নামতে লাগল নীচে। এ-পথ ঘুরে ঘুরে নেমেছে। তবুও এই পথ ধরেই এল ওরা। কেন না এই পথ দিয়েই তো দুষ্কৃতীরা নিয়ে গেছে বাবলু আর ডেসডিমোনাকে। হয়তো বা পঞ্চুকেও। তাই আপনমনে অনেক ভাবনা ভাবতে ভাবতে একসময় নীচে নেমে এল।

পথে কোথাও কোনওরকম ভাবে এতটুকুও সময় নষ্ট না করে সোজা চলে গেল কালীবাড়িতে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি স্নানাহার পর্বটা মিটিয়ে নিয়ে ওরা কার্ট রোডে এল বাসের আশায়। আপাতত পূর্ব পরিকল্পনামতো নারকান্দা দিয়েই অভিযানটা শুরু করা যাক।

বাচ্চু বলল, "একটা মিসিং ডায়েরি অন্তত লিখিয়ে গেলে হত!"

বিলু বলল, "কোনও দরকার নেই। এইসব করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। আগে নারকান্দায় গিয়ে দেখিই না কারও কোনও হদিস পাই কি না। তারপর ডায়েরি লেখাতে কতক্ষণ?"

বাসস্ট্যান্ডে এলেও ওরা বাসের জন্য অপেক্ষা করল না। একটা টাটা সুমোরই ব্যবস্থা করল। সুন্দর ছিপছিপে চেহারার অল্পবয়সি ড্রাইভার বলল, "ওনলি নারকান্দা? কুফরি, ফাগু, মাসোব্রা, নলদেহরা কুছ নেহি দেখোগে?"

বিলু বলল, "আমরা তো নতুন। কোথায় কী আছে কিছুই জানি না। যাওয়ার পথে যদি পড়ে তো দেখিয়ে দেবেন।"

ড্রাইভার সহাস্যে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে জনপ্রিয় হিন্দি গানের একটি ক্যাসেট চালিয়ে মসৃণ পার্বত্য পথ ধরে এগিয়ে চলল হিমাচলের গভীরে। ড্রাইভারের নাম তেজা সিং। কী মিষ্টি কথাবার্তা। ঠিক যেন বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে লাগল ওদের সঙ্গে। যেতে যেতে কত জায়গাই না দেখাতে লাগল ওদের।

বিলু বলল, "আচ্ছা সিংজি, নারকান্দায় গেলে আমরা কোনও সস্তায় হোটেল বা লজ পাব?"

"উঁহুঁ। রেট জায়দা পড়েগা। আভি উধার স্নো ফলস হো রহা হ্যায়। তুম সব সরকারি রেস্ট হাউস মে চলা যাও। ডর্মিমে ফর্টি রুপিজ বেড মিলেগা।"

"ওখানে দেখার মতো কী আছে?"

"হাটু পিক। ভেরি নাইস স্পট। থোড়া নীচে আপেল বাগিচা, খুরানা খেতি মিলেগা।"

"ফার্গু সিং নামে কোনও আদমি কি ওখানে আছে?"

"হ্যায়। ও মেরা দোস্ত ভি হ্যায়।"

গাড়িটা তখন কুফরিতে এসে গেছে। শীতকালে স্কি খেলার জন্য যে জায়গা বিখ্যাত। হঠাৎই সেখানে কী দেখে যেন চিৎকার করে উঠল বিচ্ছু, "রোখো, রোখো। গাড়ি রোখো।"

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষল ড্রাইভার, "ক্যা হুয়া?"

বিচ্ছু তখন গাড়ি থেকে নেমেই ছুটছে। ওর দেখাদেখি বিলু, ভোম্বল, বাচ্চুও ছুটল।

ব্যাপারটা কী। কী হল ওদের?

সেই রহস্যর তখনই উন্মোচন হল। গাড়িতে যেতে যেতে বিচ্ছু হঠাৎই দেখতে পেল প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে বেশ বড়সড় একটি পাথরের ওপর গ্যাঁট হয়ে বসে আছে পঞ্চু। একজন হিমাচলি ওকে খুব আদর করে কচুরি,

মিষ্টি ইত্যাদি খাওয়াচ্ছেন। পঞ্চুকে ঘিরে স্থানীয় কয়েকটি ছেলেমেয়ের সে কী লাফালাফি! পঞ্চু কিন্তু নির্বিকার। কতকগুলো পাহাড়ি কুকুরও মহাক্রোধে গরগর করছে ওর দিকে তাকিয়ে।

বিচ্ছু 'পঞ্চু পঞ্চু' করে ছুটে যেতেই পঞ্চু একলাফে চলে এল ওর কাছে। তারপর বিচ্ছুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে সে কী কান্না!

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চুও তখন ছুটে এসেছে। ওরা সকলে অবাক! পঞ্চু এখানে কী করে এল?

পঞ্চুকে যিনি আদর করে খাইয়ে দিচ্ছিলেন তিনিই এবার হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। বললেন, "ইয়ে ধর্মাত্মা তুমহারা ক্যা?"

বিলু বলল, "জী হাঁ। কিন্তু আপনি একে কোথায় পেলেন?"

উত্তরে উনি যা বললেন তা হল এই : "ঘণ্টাখানেক আগে একটা মাকতি জিপসি এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। ওই গাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক জালবন্দি এই কুকুরটাকে এইখানে নামিয়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে যায়। বলে, 'পাগলা কুকুর, সবাইকে কামড়াচ্ছে। ওইখানে পড়ে থাকলে হয় ওকে রাত্রিবেলা বাঘে খাবে, নয়তো ঠান্ডায় মরবে।' তা আমার খুব দয়া হল কুকুরটাকে দেখে। ভাবলাম, আহা রে! মরতেই যখন হবে বেচারিকে তখন জালবন্দি হয়ে কেন? এই ভেবে ওকে মুক্তি দিতেই ও আমার পায়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর বারবার কেঁউ কেঁউ করে কী যেন বলতে চাইল আমাকে। আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয়ই কোনও ভুল হয়েছে ওদের। কেন না এ কুকুর কখনওই পাগল নয়। তাই ওকে ডেকে এনে খাবার খাওয়াচ্ছিলাম। ও-ও বেশ খাচ্ছিল।"

ভোম্বল বলল, "সত্যি, আপনি যে কী উপকার করলেন আমাদের! এই কুকুরটা মোটেই পাগল নয়। আমাদের শত্রুরা ওকে চুরি করে এনেছিল মেরে ফেলবে বলে। আমরা ওরই খোঁজে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। আচ্ছা, গাড়িটা কোনদিকে গেল বলতে পারেন?"

"সোজা চলে গেছে। নারকান্দার দিকে।"

"গাড়িতে আর কেউ ছিল?"

"ঘুমন্ত দুটি ছেলেমেয়েও ছিল। ওরা বলে গেল, কুকুরটা নাকি ওদের ওই ছেলেমেয়ে দুটোকেই কামড়েছে।"

ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি না করে আবার এসে গাড়িতে বসল। তারপর বলল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নারকান্দায় পৌঁছে দিন আমাদের।"

ড্রাইভার তেজা সিং ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই বলল, "এনি প্রবলেম?"

বিলু তখন বাবলু আর ডেসডিমোনার ব্যাপারটা শুনিয়ে দিল সিংজিকে।

সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে গেল সিংজি। বলল, "অ্যায়সা বুরা কাম হমারা স্টেট মে কভি নেহি হো সকতা। ও লোগ জরুর বহার কা আদমি থা।"

"হতে পারে।"

যাই হোক, গাড়ি নারকান্দার দিকে যত এগোয় শীতের দাপট ততই বাড়ে। ঝুরঝুর করে চারদিকে তখন স্নো-ফল্‌স হচ্ছে। দেখতে দেখতে পথ-ঘাট গাছের পাতা সব ভরে গেল।

নারকান্দায় পৌঁছে তুষারপাতের জন্য কোনও সরকারি রেস্ট হাউসে যেতে পারল না ওরা। তবে অসুবিধেও হল না। তেজা সিং ওরই এক ব্যবসায়ী বন্ধুর বাড়িতে ব্যবস্থা করে দিল ওদের। এই বাড়ির দোতলায় একটা ঘর ওরা পেয়ে গেল। এখন দরকার শুধু পঞ্চুর একটা শীতের পোশাকের।

ব্যবসায়ী বন্ধু অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ। উনি ওঁর একটি পুরনো কোট কেটে পঞ্চুর গায়ের মাপে সেলাই করে বোতাম এঁটে দিলেন, যাতে ইচ্ছেমতো খোলা বা পরানো যায়।

সেটা পরে তো দারুণ খুশি হল পঞ্চু।

একটু পরে স্নো-ফল্‌স থামলে রোদ উঠল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হইহই করে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। বিলুরাও বেরিয়ে পড়ল। চারদিকে জমা তুষারকে হাওয়াই মেঠাইয়ের মতো গোল গোল করে পাকিয়ে বলের মতো লোফালুফি করতে লাগল সবাই। পঞ্চুও যোগ দিল ওদের ওই খেলায়। খেলার ছলেই ওরা একটু একটু করে এগিয়ে গেল সেই ঢালু পথটার দিকে, যেটা ক্রমশ আপেল বাগানের দিকে নেমে গেছে। কিন্তু এগিয়ে গেলেও তুষারে মোড়া পথের বাধার কারণে এক পা-ও এগোতে সাহস করল না ওরা।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এল। সে কী প্রচণ্ড শীত। হাড়ের ভেতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে যাচ্ছে যেন। ওরা ঘরে এসে জড়সড় হয়ে বসে বসে কাঁপতে লাগল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাত্রিবেলা ডাল-রুটি এল ওদের জন্য। আর এল রাজমা। তাই খেয়েই তৃপ্ত হল ওরা।

চাঁদনি রাত। চাঁদের আলোয় তুষারাবৃত নারকান্দা হয়ে উঠল অপরূপ। সে কী সুন্দর দৃশ্য সেখানে!

ভোম্বল শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "কী করবি রে বিলু, এই রাতদুপুরে ওদের খোঁজে যাওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার দেখছি।"

বিলু বলল, "অসম্ভব হলেও সম্ভব করতে হবে। না হলে তো বেঘোরে মরবে ওরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু কী বলবে কিছু ভেবে পেল না।

হঠাৎই কী দেখে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠল পঞ্চু। দেহটা টান করে উঠে দাঁড়িয়েই দ্রুত নেমে গেল নীচে।

পঞ্চুকে ওইভাবে যেতে দেখেই বিলু, ভোম্বলও তৎপর হল। ওরা দেখল কালো ওভারকোট পরা দু'জন লোক একটা হোটেল থেকে বেরিয়ে আপেল বাগানের পথ ধরেছে।

বিলু বলল, "এরাই তারা। অতএব এই সুযোগ হাতছাড়া করা নয়। মরি বাঁচি যা হয় হবে। চল তো।"

ভোম্বল বলল, "পঞ্চু নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে ওদের। তাই ওইভাবে ছুটে গেল।"

বিলু ততক্ষণে ওদের ব্যাগ থেকে চামড়ার বেল্ট লাগানো এক ফুট সাইজের লোহার ডান্ডা দুটো বের করে নিয়েছে। একটা ভোম্বলের হাতে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়ে বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল, "তোদের আসবার দরকার নেই। আজ রাতের মধ্যে আমরা না ফিরলে কাল সকালে তোরা হইচই বাধিয়ে দিস।" বলেই নীচে নেমে এল।

লোকদুটো তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে।

চতুর পঞ্চুও এগিয়েছে অনেকটা। ও ওদের অনুসরণ করলেও ভুল করে আক্রমণ করল না।

বিলু, ভোম্বলও দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করল ওদের।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর বরফাবৃত আপেল বাগানের এক প্রান্তে একটি কাঠের বাড়ির সামনে এসে দরজায় নক করল ওরা।

ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিলে ওরা ভেতরে ঢুকল এবং দরজা আবার বন্ধ করল।

বিলু আর ভোম্বলও পঞ্চুকে নিয়ে এসে দাঁড়াল সেখানে। তারপর পঞ্চুকে সামনে রেখে দরজায় টোকা দিয়েই দু'জনে দু'পাশে সরে দাঁড়াল। কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা, "দ্যাখ তো বাদশা, এই রাতদুপুরে কে এল।"

বাদশা দরজা খুলতেই ভীষণ মূর্তিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

বাদশা চিৎকার করে উঠল, "খোকনদা বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে, খোকনদা! সেই কালান্তক যম, রবিকে যে কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। উঃ, কী সাংঘাতিক, মরে গেলাম। ওরে বাবা রে!"

খোকনদা তখন থরথর করে কাঁপছে, "মাই গড। এটা দেখছি মরেও মরে না। জাল কেটে ওই জঙ্গল থেকে ও এখানে এল কী করে?"

বিলু আর ভোম্বল তখন আত্মপ্রকাশ করে বলল, "আমরা এনেছি।"

পঞ্চু তখন বাদশাকে গুরুতর জখম করে খোকনদার টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়েছে। সে কী প্রচণ্ড দাপাদাপি। খোকনদা আর্তনাদ করতে লাগল, "অ-অ-অ-অক।" আর্তনাদ করতে করতেই মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

আর একজন তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। বিলু আর ভোম্বল তার মুখোমুখি হয়ে বলল, "তুমিই কি ফার্গু সিং?"

"জি হাঁ।"

"আমাদের ছেলেমেয়ে দুটো কোথায়?"

"আ-আমি জানি না।"

"ভোম্বলের ডান্ডার ঘা তখন ফার্গু সিং-এর পায়ের হাড়ে। সে 'মর গয়ি রে বাবা রে' বলে হাড় ভাঙাব যন্ত্রণায় বসে পড়ল সেখানেই।

"এবার বলো।"

ফার্গু সিং কেঁদে বলল, "সত্যি বলছি হামি জানে না। ওই ওরা জানে। ওদের দু'জনকেই হেলাং আর দেলাং-এর হাতে তুলে দিয়েছে ওরা।"

"সে কী! আনতে না আনতেই পাচার?"

"যোসেফ ভার্গিস-এর এমনই হুকুম।"

বিলু বলল, "আজ রাতই তোমাদের তিনজনের শেষ রাত। যোসেফ ভার্গিসের সঙ্গে মোকাবিলাটা পরে

হবে।" বলে খোকনদার কাছে গিয়ে বলল, "হেলাং আর দেলাং এখন কোথায়?"

পঞ্চু তখনও ওর টুঁটি কামড়ে ছিল। খোকনদার মুখ দিয়ে তাই গোঁ গোঁ করে শব্দ বেরোতে লাগল।

বিলু এবার বাদশাকে বলল, "তোমার অবস্থাও তো বেশ শোচনীয় দেখছি। তা হঠাৎ করে তোমরা আমাদের পেছনে লাগতে গেলে কেন?"

বাদশার হয়ে ফার্গু সিং-ই বলল এবার, "বাঙালিভাই, ও কী বলবে? আমি তোমাদের সব বলছি শোনো। সোহমদাদাবাবুর বাবা পালবাবু ছিলেন দেবতার মতো মানুষ। আর তেমনই শয়তান ছিল কাঞ্জিলাল। শুধুমাত্র ওই লোকটার চক্রান্তে পড়ে আমরা বরবাদ হয়ে গেলাম। এই বাগানের আপেল বাইরের দেশে রফতানির আসল নায়ক হলেন যোসেফ ভার্গিস। কাঞ্জিলাল ওঁরই সঙ্গে হাত মিলিয়ে পালবাবু আর আমাকে ব্ল্যাকমেল করেছেন দিনের পর দিন। পালবাবু তাঁর প্রাপ্য পেতেন না। এবং কাঞ্জিলালের জোচ্চুরি বুঝতে পারতেন। সেই নিয়ে সবসময় ঝগড়া হত দু'জনের। কাঞ্জিলাল নিজে চুরি করে আমাকে চোর সাজিয়ে দিতেন। শেষমেশ পালবাবুকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য যোসেফ ভার্গিসকে বলেন ওঁর ভাগের অংশটা কিনে নিতে। কিন্তু ভার্গিস হলেন গভীর জলের মাছ। বললেন, 'পালবাবুও যদি একই সঙ্গে ওঁর অংশটা বিক্রি করতে চান তবেই উনি নিতে পারেন। নচেৎ নয়।' কাঞ্জিলাল তখন আমাকে বললেন, কিনে নিতে। কিন্তু আমি রাজি হই না। গরিব মানুষ আমি। অত টাকা কোথায় পাব? কাঞ্জিলাল ভার্গিসকে বলেন আমাকে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করতে, কিন্তু ভার্গিস ওকে হটিয়ে দেন। কাঞ্জিলাল জালানের কাছে যান। জালানও রাজি হন না। আসলে কাঞ্জিলালের তখন প্রচুর টাকার দরকার। উনি চাইছিলেন মানালিতে একটা হোটেল বানাতে। তা শেষমেশ ফাঁসিয়ে দিলেন এক আগাসাহেবকে। তাঁকে এমনভাবে মিসগাইড করলেন যে, তা বলবার নয়। আমিও বোকা বনে গেলাম। ওই কাবুলিওয়ালাকে টোপ দেওয়া হয়েছিল এই ধারটা আসলে ধারই নয়। কিছুদিন সুদ পাওয়ার পর সুদ দিতে না পারলে আপেল বাগানটা কাবুলিওয়ালারই হয়ে যাবে। ওঁর কথায় ভুলে আগাসাহেব একবার এসে বাগান দেখে লুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারপরই লোভে পড়ে বিশাল অঙ্কের টাকা ধার দিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। আমিও ঠকলাম। কেন না আগাসাহেবের ডিড-এ আমার সই। টাকা পেলেন কাঞ্জিলাল। আমি একটা ফল্‌স দলিল পেলাম। আর আসল মালিক হলেন যোসেফ ভার্গিস। উনি প্রথমে না না করেও পরে সামান্য টাকার বিনিময়ে কাঞ্জিলালের অংশটা কিনে নেন। এর পরই ভার্গিস একটা নতুন চাল চাললেন। বললেন, পালবাবু যখন ওঁর অংশটা বেচবেনই না তখন যেভাবেই হোক সরিয়ে দাও ওঁকে। তাই জালানকে কাজে লাগিয়ে খুন করালেন উনি। এখন জালানের সঙ্গে জালনোটের কারবারে ওঁর একটু বিরোধ হয়ে যাওয়ায় জালান চাইল সোহম আর কুমকুম দিদিমণিকে বুঝিয়েসুজিয়ে জমিটা কিনে নিতে। উনি তখন সোহমদাদাবাবুকে রাজি করানোর জন্য ঠিক করে দিলেন এই খোকনবাবুকে। এদিকে এই ব্যাপারটা টের পেয়ে ভার্গিসও পালটা চাল চাললেন। খোকনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকেও কিনে নিলেন উনি। খোকনবাবু একদিকে সোহমদাদাবাবুর বন্ধু। আর একদিকে এই দুই শয়তানের চর। খোকনবাবুই জালানকে উসকানি দিতে লাগলেন কুমকুমকে কিডন্যাপ করবার জন্য। করালেনও। তারপর ওকে নিয়ে কুলুতে আসবার নাম করে পাঠিয়ে দিলেন ভার্গিসের ডেরায়, ধরমশালায়। অমন সুন্দরী মেয়ে, ভার্গিস ওকে সুযোগ পেলেই বিক্রি করে দেবেন। এখন ভার্গিসের শাসনে আমাকেও উঠতে-বসতে হচ্ছে। না হলে খুন হয়ে যাব আমি। এই অঞ্চলে প্রবল প্রতাপ ওঁর। ভার্গিসের টার্গেটই হচ্ছে ওদের দু'ভাইবোনকে এখানে নিয়ে এসে ওদের দিয়ে দলিলে সই করিয়ে একজনকে পাচার করা আর একজনকে শেষ করে দেওয়া। এই খোকনবাবুই সোহমকে উসকানি দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন। তোমরা যে এই ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ তা জেনেই ওরা বারবার ওয়ার্নিং দিয়েছে তোমাদের। কিন্তু শেষপর্যন্ত যখন তোমরা এলেই, তখন তোমাদের ওপরও নজর পড়ল ভার্গিসের। ওঁর কাছ থেকে নির্দেশ এল তোমাদের সবাইকে ওঁর হাতে তুলে দেওয়ার। কেন না ওঁর ব্যবসার সুবিধার জন্য তোমাদের মতো সাহসী ছেলেমেয়ের নাকি ওঁর খুবই দরকার।"

সব শুনে স্থির হয়ে গেল বিলু আর ভোম্বল।

বিলু বলল, "যোসেফ ভার্গিস এখন কোথায়?"

"উনি মানালিতেই আছেন। ওখানে ওঁর বড় হোটেল আছে। দশ-বারোটা জিপ, মারুতি আছে। টুর করান।"

"আর সোহম! সোহম কোথায়?"

"সে এখানেই আছে। এসো আমার সঙ্গে।"

ফার্গু সিং একটা বড় মোমবাতি জ্বেলে বিলু, ভোম্বলকে নিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডের সিঁড়ির মুখে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চু রইল খোকনদা ও বাদশার পাহারায়।

ফার্গু সিং সিঁড়ির ঘরের দরজা খুলে ভাঙা পা নিয়ে নামতে গিয়েই হঠাৎ পা হড়কে মুখ থুবড়ে ওপর থেকে সশব্দে নীচে গিয়ে পড়ল। মুহূর্তে ঘটে গেল বিপর্যয়। ওর হাতের বাতিটা ছিটকে পড়ল ঘরের মেঝেয় রাখা কিছু চটের বস্তা ইত্যাদির ওপর। বদ্ধ ঘরের দাহ্য বস্তুগুলো জ্বলে উঠল আগুন পেয়ে।

বিলু, ভোম্বল চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "সোহম, সোহম, তুমি কোথায়? শিগগির বেরিয়ে এসো।"

কিন্তু অনেক ডাকাডাকিতেও কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না সোহমের দিক থেকে। তবে কি ও এখানে নেই? ওরা তবুও আগুনকে উপেক্ষা করে নীচে নেমে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। হঠাৎই বিলুর চোখে পড়ল কাঠের ঘরের একাংশের কাঠ ছাড়ানো। তার মানে বন্দি সোহম এই পথেই পলাতক। যাই হোক, ওরা আর সময় নষ্ট না করে অর্ধ অচেতন ফার্গু সিংকে টানতে টানতে সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। তখনই ঘরের কোণ থেকে একটি ক্ষীণ কণ্ঠের আর্তনাদ কানে এল ওদের, "মুঝে বাঁচাইয়ে। মর যাউঙ্গা ম্যায়। খোদা মেহেরবান।"

ফার্গু সিংকে ফেলে রেখে দু'জনেই ছুটে গেল সেই অসহায় মানুষটির দিকে। দেখল জরাজীর্ণ চেহারার এক কাবুলি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন সেখানে। ইনিই নিশ্চয় আগাসাহেব? ওরা তখনই গিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে মুক্তি দিল তাঁকে।

বিলু বলল, "আপনার এই অবস্থা কে করেছে আগাসাহেব?"

আগাসাহেব ফার্গু সিংকে দেখিয়ে বললেন, "কাঞ্জিলাল আর ফার্গু সিং দোনো নে মিল কর মেরা ইয়ে হাল বনাকে রাখ্খা। বহুত বদমাশ হ্যায় এ লোগ। হমকো খানে নেহি দেতা। যানে ভি নেহি দেতা।"

বিলু আর ভোম্বলের চোখে তখন ক্রোধের আগুন।

ঘরেব আগুনও তখন ভীষণ রূপ ধারণ করেছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে ওদের। ওবা আগাসাহেবকে ধরাধবি করে ওপরে তুলল। আগুনেব আহার হোক ফার্গু সিং। ওর চেয়ে অনেক বেশি জীবনের দাম এই আগাসাহেবের।

পঞ্চু তখন অগ্নিকাণ্ডর ভয়ে ভীষণ চিৎকার কবছে।

ওরা কোনওরকমে ওপবে উঠেই পঞ্চুকে নিযে ঘরের বাইরে এল। কাঠের বাড়ির সবটুকুই তখন জ্বলে উঠল দাউদাউ কবে। খোকনদা ও বাদশার চিৎকার শোনা গেল ঘরের ভেতর থেকে। কিন্তু কে বাঁচাতে যাবে ওদের? তাব চেয়ে পাপেব বেতন মৃত্যুই হোক ওদের প্রাপ্য। ওই জতুগৃহ থেকে কাউকে রক্ষা করা কি সম্ভব?

বাবলুর যখন জ্ঞান ফিবল তখন আবিষ্কার করল প্রচণ্ড শীতের রাজ্যে কোনও একটি ঘরে বন্দি হয়ে আছে ও। ডেসডিমোনা অসহায়ভাবে পড়ে আছে একপাশে। ঘবের মধ্যে ডিমলাইট জ্বলছে একটা। এককোণে ফায়ার প্লেসও আছে। ও ভেবেই পেল না কোথায় আছে ওরা।

গাড়িতে আসবার সময় যোসেফ ভার্গিস-এর নাম শুনেছে। আর শুনেছে দুটি নাম, হেলাং ও দেলাং। ওরা কারা? গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া দু'জন ছিল। খোকনদা ও বাদশা নামের একজন। আর ছিল ডেসডিমোনা। জালবন্দি পঞ্চুও ছিল ওদের সঙ্গে। তাকে একপাশে ফেলে রেখেছিল। ওরা ওদের গাড়িতে তুলেই মুখে রুমাল চাপা দিয়েছিল। নিশ্চয়ই ক্লোরোফর্ম দেওয়া ছিল তাতে। বাবলু প্রথমটায় দমবন্ধ করে ছিল। কিন্তু ওরা যখন কিছুতেই রুমাল সরাচ্ছিল না, তখন বাধ্য হয়েই দম নিতে নিতে জ্ঞান হাবাল ও।

বাবলু বেশ কিছুক্ষণ ছটফট করে একসময় ডাকল, "ডেসডিমোনা! তুমি জেগে আছ?"

"আমি অনেক আগেই জেগেছি। শুধু তোমারই কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। আমরা কোথায়?"

"জানি না। ওরা কীভাবে কোথা দিয়ে নিয়ে এল আমাদের, তার কিছুই টের পাইনি। খুব কড়া ধরনেব ক্লোরোফর্ম ইউজ করেছিল মনে হচ্ছে।"

"আমরা কি এদের হাত থেকে মুক্তি পাব না বাবলু?"

"মুক্তি দেওয়ার জন্য তো ওরা এত কাণ্ড করে এখানে নিয়ে আসেনি আমাদের। অতএব নিজেদের বাঁচার পথ নিজেদেরই করে নিতে হবে।"

"কিন্তু কীভাবে করব? হাত-পা ওরা এমনভাবে বেঁধে রেখেছে ...।"

"আমারও। অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারছি না।"

"কোনওরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে ওই ফায়ার প্লেসটার কাছে যেতে পারবে না একবার? তা হলে কিন্তু উপায় একটা হয়ে যায়।"

"দেখছি চেষ্টা করে।" বলে অতি কষ্টে একটু একটু করে বুকে হেঁটে ফায়ার প্লেসটার কাছে এগিয়ে গেল বাবলু।

ডেসডিমোনাও ঠিক সেইভাবেই এল।

কিন্তু মুশকিল হল ওদের বাঁধন এমনই শক্ত ও টানটান যে, আগুনেব ছোঁয়া পেলেই হাত পুড়ে যেত ওদের। হঠাৎ বাবলুই কী মনে করে ডেসডিমোনার খুব কাছে গিয়ে ওর দড়ি কামড়ে টানাটানি করতে লাগল। তারপর দাঁতে কেটে টান দিতেই খুলে গেল দড়িটা।

ডেসডিমোনা মুক্তি পেয়েই মুক্ত করল বাবলুকে। দু'জনেই তখন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। বাবলু একবাব হাত দিয়ে দেখে নিল পিস্তলটা ওর যথাস্থানে আছে কি না। দেখল ঠিকই আছে। ওটা তখনও হাতছাড়া হয়নি। অর্থাৎ ওকে সার্চ করে দেখার সময়ও পায়নি ওরা।

শীতের প্রকোপ থেকে শরীরের জড়তা কাটাবার জন্য ওরা এবার আগুনের কাছে এসে ওদেব হাতগুলো সেঁকে গা-টাকেও গরম করে নিল একটু। তারপর কাচেব জানলা দিয়ে বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়েই অবাক হয়ে গেল। বাবলু বলল, "এ কোথায় এসেছি আমরা ডেসডিমোনা! দেখছ প্রকৃতি কত সুন্দর?"

"হ্যাঁ। এই সুন্দরের বাজ্যে মৃত্যুর এমন হাতছানি যে কেন তা-ই শুধু ভেবে পাচ্ছি না। আকাশে গোল চাঁদ। চারদিকে বরফেব পাহাড়। আর কত গাছপালা। মনে হচ্ছে আমরা যেন কল্পনাব স্বর্গরাজ্যে চলে এসেছি। মনে হচ্ছে এই ঘর ছেড়ে কোথাও না যাই। কিন্তু যেতে আমাদেব হবেই। কেন না এ আমাদেব মৃত্যুপুবী।"

বাবলু আস্তে আস্তে দরজাব কাছে গিয়ে দরজাটা টেনে দেখল সেটা বাইবে থেকে বন্ধ।

ডেসডিমোনা বলল, "কিছু শুনতে পাচ্ছ?"

"কী!"

"জুতোর মসমস শব্দ। কারা যেন টহল দিচ্ছে এই ঘরেব বাইবে।"

"হ্যাঁ। তাই তো!"

বাবলু বলল, "পালাবার পথ যখন নেই, বাঁচার তখন একটাই রাস্তা, ওদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ লড়াই।"

"ওবা ক'জন, তা তো জানা নেই। পেরে উঠবে ওদেব সঙ্গে?"

"পারতেই হবে। প্রথমেই আমরা ঘরের কোণে যে-কোনও একটা জানলার পরদায় আগুন ধরিযে দেব। তারপর চিৎকার করব আগুন আগুন করে। তা হলেই হবে কী, ঘর বাঁচাতে বাধ্য হযে ছুটে আসবে ওরা। তারপর ওরা যখন ঘরে ঢুকে আগুন নেভাতে ব্যস্ত হবে, আমরা তখন যেদিকে দু'চোখ যায পালিয়ে যাব।"

আশার আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডেসডিমোনার চোখদুটো। বলল, "সত্যি! কী বুদ্ধি তোমার। তবে কি না আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে শেষকালে নিজেরাই পুড়ে মরব না তো?"

"তাই যদি আমাদের নিয়তি হয় তা হলে বিধিলিপি খণ্ডাবে কে?" বলেই ফায়ার প্লেসেব আগুন থেকে একটুকরো জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে জানলার একটি পরদায় লাগিয়ে দিল।

আগুন জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

ওরা দু'জনেই তখন চিৎকার করতে লাগল, "আগুন! আগুন।"

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল খর্বাকৃতি দু'জন খাকি পোশাক পরা বন্দুকধারী নেপালি মেয়ে। এরাই নিশ্চয় হেলাং আর দেলাং। ঠিক যেন চাঁদের দেশের পরি দুটি। আগুন দেখেই ভয়ে শিউরে উঠল ওরা।

বাবলু স্থির করেছিল ঘরে কেউ ঢুকলেই তাকে গুলি করে পালাবে। কিন্তু হেলাং, দেলাংকে দেখে স্থির হয়ে গেল ও। তবে তা মুহূর্তের জন্য। ঘোর কাটতেই দু'জনকে দু'হাতের ধাক্কায় ফেলে দিয়ে ডেসডিমোনাকে নিয়ে বেরিয়ে এর ঘর থেকে। তারপর প্রাণপণে ছুটে চলল যেদিকে দু'চোখ যায় সেইদিকে।

ঘরের মধ্যে আগুন তখন ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। হেলাং আব দেলাং আগুনের তাণ্ডব দেখে পরিত্রাহি চিৎকার করছে।

বাবলু আর ডেসডিমোনাও তখন অনেক ছুটে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল এক জায়গায়। এখানে সর্বত্রই শুধু চড়াই-উতরাই আর তুষারের শুভ্রতা। মাঝে মাঝে কঠিন পাথরে পুঞ্জীভূত পাতলা বরফের আস্তরণে পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হড়কে যায়। প্রকৃতি এখানে ভীষণ সুন্দর। সুন্দরী চাঁদের আলোয় চারদিক যেন ভরে আছে। এই বরফের দেশে এমন ফিনফিনে জ্যোৎস্না ওদের ভয়কেই জয় করিয়ে দিল।

ওরা কোথায় যাচ্ছে, সঠিক পথে যাচ্ছে কি না, কিছুই ওদের জানা নেই। শুধু শয়তানের ঘাঁটি থেকে মুক্তি নিয়ে বাঁচার জন্য পলায়ন। এখানে কোনও বসতি ওদের চোখে পড়ল না। যেন একটা তুষারের মরুভূমি পার হয়ে চলেছে ওরা।

পেছনে অনেক দূরে আগুন তখন সর্বগ্রাসী হয়ে জ্বলছে। সেদিকে তাকিয়ে ডেসডিমোনাই বলল, "কাজটা বোধহয় আমাদের খুব একটা ভাল হল না।"

"এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না তো।"

"তা অবশ্য ছিল না। কিন্তু পঞ্চু যদি ওখানেই কোথাও থেকে থাকে?"

শিউরে উঠল বাবলু। সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাই তো! এই কথাটা একবারও মনে হয়নি তো! আমি যাব। একবার অন্তত গিয়ে দেখব ওকে ওখানেই কোথাও খুঁজে পাই কি না।"

"এখন আর কোনও উপায় নেই। ওই দেখো, কী উন্মত্ত, উল্লাসে আগুনের শিখাগুলো আনন্দে দু'হাত তুলে নাচছে।"

শুধু আগুন নয়, তারই আভা দিয়ে ওরা দেখতে পেল সাক্ষাৎ চিতাবাঘিনীর মতো হেলাং ও দেলাংও বন্দুক উঁচিয়ে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ওরা চেঁচাচ্ছে, "এ কাঞ্চি! এ কাঞ্চা! রুখ যাও। নেহি তো—।"

ডেসডিমোনা বলল, "বাবলু! আর দেরি নয়। তোমার পিস্তলটাকে কাজে লাগাও এবার। এখনই চলা থামিয়ে দাও ওদের।"

বাবলু বলল, "না। কোনও মেয়ের দিকে আমি কখনওই গুলি চালাব না। তাতে আমার প্রাণ যায় যাক।"

"তা হলে কী করবে? বাধ্য পশুর মতো ধরা দেবে? ওইসব পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে গায়ের জোরে তুমি পেরে উঠলেও আমি পেবে উঠব না। ওরা ক্যারাটের প্যাঁচে ফেলে ধরাশায়ী করবে আমাদের।"

বাবলু তখন ডেসডিমোনার একটা হাত শক্ত করে ধরে আবার ছোটা শুরু করল।

হেলাং আর দেলাং তখন আরও কাছে এসে গেছে।

এই সময় পা হড়কে বাবলু হঠাৎ পড়ে যেতেই হেলাং এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবলুর ওপর। আর ডেসডিমোনাও পড়ে গেল দেলাংয়ের খপ্পরে।

সত্যি, কী অমানুষিক শক্তি ওই মেয়েদুটোর গায়ে। বাবলু অনেক চেষ্টা করেও হেলাংয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না। প্রচণ্ড ধস্তাধস্তিতে দু'জনেই গড়িয়ে পড়ল একদিকের পাহাড়ের ঢালে। তাবপর শুভ্র সুন্দর তুষারের বুকে ধসের মতো নামতে নামতে কোন অতলে তলিয়ে গেল।

ওরা এমন এক জায়গায় এসে পড়ল, যেখানে আর কোনও ঢাল নেই। ছোট্ট একটি জনপদও আছে সেখানে। কাছে-দূরে ছোট ছোট পাহাড়ি গাঁও। কিন্তু দু'জনেই তখন অর্ধমৃতপ্রায়। বাবলু ওর পিস্তল শক্ত হাতে ধবে থাকলেও হেলাংয়ের বন্দুক কোথায় যেন ছিটকে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে ও। নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। কিছুক্ষণ দু'জনে পাশাপাশি স্থির হয়ে থাকার পব একসময় বাবলুই উঠে দাঁড়িয়ে হেলাংকে টেনে তুলল।

বেশ বড়সড় একটি পাথরে ভর দিয়ে দেহটা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল হেলাং। বোঝাই গেল ও তখন একেবারেই শক্তিহীন।

বাবলু বলল, "কী সুন্দব মিষ্টি মেয়ে তুমি। কী নাম তোমার?"

"হেলাং তাম্রকার। তোমার নাম?"

"আমার নাম বাবলু। আর ওই মেয়েটি?"

"ওর নাম দেলাং। আমার বোন।"

"তোমাদের বাড়ি কোথায়?"

"নেপালের পোখরায়।"

"সামান্য কিছু অর্থের লোভে এই কাজ তোমরা কেন করতে এলে? কী পেলে এর বিনিময়ে?"

হেলাং তখন পাথরটাকে ধরেই ধীরে ধীরে ঢলে পড়তে লাগল তুষারকণার বুকে। ও একেবারে পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তেই বাবলু শক্ত হাতে ধরে ফেলল ওকে। হেলাংয়ের মুখ থেকে আর কোনও উত্তর বা সাড়াশব্দ পেল না ও। শান্ত সুন্দর নিশ্চল মেয়েটির চোখের দিকে কিছুক্ষণ একভাবে চেয়ে থেকেই বাবলু বুঝতে পারল নির্মম মৃত্যু এসে গ্রাস করেছে ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন মৃত্যুর দৃশ্য বাবলু এর আগে আর কখনও দ্যাখেনি। তাই চোখের জলেই হেলাংকে ওর মৃত্যু অভিনন্দন জানিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। এখন ওর বড় বেশি প্রয়োজন ডেসডিমোনাকে খুঁজে বের করার। কিন্তু কীভাবে কোন পথে যাবে ও সেখানে, তা কিছুতেই ভেবে পেল না। দেলাংয়ের হাতে পড়ে ওর এখন কী অবস্থা তাই বা কে জানে? কে জানে পঞ্চু এখন কোথায়? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুরা কি শিমলাতেই আছে? দেলাং কি কখনও জানতে পারবে ওর দিদির এই তুষার সমাধির কথা? কে জানে? বাবলুর মাথাটাও এবাব ঝিমঝিম কবতে লাগল। আর একটু নীচে নামতে পারলেই সেখানে আর কোনও ববফ নেই। কিন্তু ক্রমশ ওব চোখের সামনে যেন একটা অন্ধকার নেমে আসছ।

॥ ৯ ॥

সোহমকে উদ্ধার করতে না পারলেও আগাসাহেবের প্রাণ তো রক্ষা করা গেছে, সেই আনন্দ নিয়েই বিলু আব ভোম্বল ফিরে এল বাচ্চু-বিচ্ছুর কাছে। বাচ্চু-বিচ্ছু তো এতক্ষণ সিঁটিয়ে ছিল ভয়ে। ওদের ফিরে আসতে দেখেই বুকে যেন বল পেল ওবা। তবে কি না বাবলু ও ডেসডিমোনাকে না দেখে দুশ্চিন্তার অন্ত বইল না ওদের।

এ-বাড়িতে যিনি মালিক তিনি তো সব শুনে যারপরনাই অবাক হযে গেলেন। ওই রাতদুপুরে আগাসাহেবকে আহার, আশ্রয় ও শীতবস্ত্র দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন।

পঞ্চুর বীববিক্রমও তখন কোথায় চলে গেছে। প্রচণ্ড শীতে ঠকঠক কবে কাঁপছে বেচারি। গায়েব সেই কোটটা ভিজে জবজব করছে। সেটাকে পালটে অন্য একটা কিছু চাপা দেওয়া হল ওর গাযে।

দেখতে দেখতে রাত কাবাব হয়ে গেল। সকালে রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চা-পর্বটা শেষ কবে বাবলু ও ডেসডিমোনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল ওরা। এখন আর তুষার নেই। জমে থাকা বরফও গলে গেছে অনেক। স্থানীয় লোকরা বললেন, তিন কিমি দূবে লোয়ার কোটে যোসেফ ভার্গিসের একটা বাংলো আছে। সেই সূত্র ধরেই এগিয়ে চলল ওবা। কয়েকজন হিমাচলিও ওদের সঙ্গে এলেন। কিন্তু যথাস্থানে গিযে দেখা গেল বাংলোর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। আগুনে পুড়ে সবই ছাই।

সেই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। পঞ্চু তো ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কারও প্রাণহানির কোনও অস্তিত্বই পাওয়া গেল না। এক জায়গায় দেখা গেল সামান্য একটু আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। সেইদিকে একভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে দু'চোখ বেযে জলের ধারা নেমে এল বিচ্ছুর। বাচ্চুও রুমালের খুঁটে চোখেব জল মুছল।

বিলু এগিয়ে এসে ওদের কাঁধে হাত রেখে বলল, "কেঁদে কী করবি? আমাব মন বলছে ওদের কিছুই হয়নি। এসব বাবলুবই কীর্তি।"

"কী করে বুঝলে?"

"ও ছাড়া এই অগ্নিকাণ্ড আর কে ঘটাতে পারে বল? আমাদের দ্বারা যেটা হয়েছে সেটা তো অ্যাক্সিডেন্ট। ফার্গু সিং-এর জন্যই হয়েছে সেটা। কিন্তু এখানে যেটা, সেটা লাগানো। এখন দেখছি আমাদের এবারের এই অভিযানে আগুনই আমাদের ভাই। আগুনই আমাদেব বন্ধু। তাই মনে হয় আগুন দিয়েই এবার বুঝি সব কিছুকে জয় করতে হবে আমাদের।"

ভোম্বল বলল, "তবুও ওদের ব্যাপারে খোঁজখবর একটা নিতে হবে তো?"

"অবশ্যই। ওরা নিশ্চয়ই ধারেকাছেই কোথাও আছে। না হলে এই ঠান্ডায় রাতারাতি যাবে কোথায়?"

সঙ্গের লোকজনরা ওদের নিয়ে এদিক-সেদিক অনেক ঘুরে দেখল। কিন্তু না, ওরা যে কোন পথে কোনদিকে গেছে তা ভাবতেও পারল না কেউ। পথের ওপর থেকে জমে থাকা তুষারকণাগুলো গলে যাওয়ায় পায়ের দাগগুলো বোঝা গেল না। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে ফিরে এল সবাই।

বিলু বলল, "আর এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আবার আমরা শিমলাতেই ফিরে যাই চল। কেন না এখানে অনন্তকাল বসে থাকলেও ওদের দেখা পাব না। ওদের ব্যবস্থা ওরা ঠিকই করে নেবে। ওরা যদি পালাতে পেরে থাকে তা হলে যেভাবেই হোক শিমলায় গিয়ে প্রথমেই যাবে ধরমশালায়। তা যদি না হয়ে থাকে তবে আপাতত আমরাই রওনা দিই ধরমশালার দিকে। পরে যা হয় হবে।"

বিলুর কথাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। বাবলুর কাছে টাকা-পয়সা আছে। যদি ইতিমধ্যে খোয়া না গিয়ে থাকে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হলে পিস্তলটাও আছে সঙ্গে। আর আছে ডেসডিমোনা। ওই অগ্নিকাণ্ডে ওদের যে কোনও ক্ষতি হয়নি তা বোঝাই যাচ্ছে। শুধু ওদের কেন? কারও কোনও প্রাণহানির চিহ্নও নেই ওখানে। মানুষের দেহ তো মোমের পুতুল নয় যে, সঙ্গে সঙ্গে গলে পুড়ে একশা হয়ে যাবে।

অতএব বিদায় নারকান্দা।

বিলু বলল, "ভগবানের ওপর ভরসা রাখ। পঞ্চুকে কীভাবে পেলাম স্মরণ কর। আগাসাহেবকে পেয়ে গেলাম কত অনায়াসে। তাই ওদেরও খুঁজে পাব ঠিক।"

যে-বাড়িতে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল সেই বাড়ির মালিকই একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন ওদের, শিমলায় ফিরে যাওয়ার জন্য।

আগাসাহেব গৃহস্বামীর হাতদুটি ধরে বললেন, "খোদা মেহেরবান। আপনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করুন চাচাজি। যাতে আমি কলকাতায় ফিরে যেতে পারি। আমার কাছে একটিও পয়সা নেই।"

গৃহস্বামী সঙ্গে সঙ্গে দু'হাজার টাকা আগাসাহেবকে দিয়ে বললেন, "আশা করি এতেই আপনার হয়ে যাবে। তবে কি না কলকাতায় যাওয়ার আগে শিমলায় গিয়ে আপনি থানায় একটা ডায়েরি লিখিয়ে যাবেন।"

আগাসাহেব বললেন, "আপ কি মেহেরবানি।"

গাড়িতে আসতে আসতে বিলু বলল, "আপনাকে একটা কথা বলব আগাসাহেব?"

"হাঁ, হাঁ। কিঁউ নেহি? বলো কী বলবে?"

"শিমলায় পৌঁছে কালকা অথবা চণ্ডীগড়ের বাস ধরে সোজা আপনি পাহাড় থেকে নীচে নেমে যান। থানা-পুলিশের ঝামেলায় একদম যাবেন না। গেলে কিন্তু বিপদ হবে। ফার্গু সিং-এর ঘরে তিন-তিনটে আধপোড়া ডেডবডি এখনও পড়ে আছে। ওই বাড়ির অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশ যদি আপনাকেই সন্দেহ করে, তখন কী করবেন?"

আগাসাহেব বললেন, "ঠিকই বলেছ তোমরা। কলকাতায় গিয়ে যা করবার আমি করব। এখন আমি চলেই যাই। তবে ওই কাঞ্জিলাল মেরা সবসে বড়া দুশমন। উসকো হম ছোড়েঙ্গে নেহি।"

কথা বলতে বলতে ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই শিমলায় এসে পৌঁছল ওরা। আগাসাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁকে বিদায় জানাল। সঙ্গে সঙ্গে দিল্লিগামী একটা বাস পেয়ে তাতেই বসিয়ে দিল আগাসাহেবকে। কোনওরকমে দিল্লিতে একবার পৌঁছতে পারলেই কলকাতায় যাওয়ার অনেক ট্রেন পেয়ে যাবেন উনি। আগাসাহেব তাঁর অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনেক, অনেক আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

ওরাও চলল ধরমশালাগামী কোনও বাসের খোঁজে। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে ওরা যখন পথ চলছে তখন হঠাৎই ওদের পাশ দিয়ে মারুতি জিপসি একটা বেরিয়ে গেল সাঁ করে। আর সেই গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল, "বিলু—ভোম্বল—আমি-ই-ই।"

জিপসিটা উধাও।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু সকলে হইহই করে উঠল। পঞ্চুও চিৎকার করতে লাগল তারস্বরে, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

ভোম্বল বলল, "ব্যাপারটা কী হল বল তো?"

বিলু বলল, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না। এ তো ডেসডিমোনার গলা। বাবলু তা হলে কই? তার গলা শুনতে পেলাম না কেন?"

বাচ্চু বলল, "গাড়িটাই বা থামল না কেন আমাদের দেখে?"

বিচ্ছু বলল, "তার মানে ওদের কেউই মুক্তি পায়নি শত্রুর কবল থেকে। বাবলুদাকে হয়তো অজ্ঞান করিয়ে রেখেছে গাড়ির ভেতর। নয়তো মারাত্মক জখম সে।"

বিলু বলল, "গাড়ির ভেতর আর কে-কে ছিল, কিছু লক্ষ করেছিস কেউ?"

বিচ্ছু বলল, "না। এমনকী, ডেসডিমোনাকেও দেখিনি। ওর গলা শুনে ফিরে তাকাতেই গাড়ি উধাও। তবে কি না গাড়ির নম্বরটা আমি দেখে নিয়েছি।"

"তাতেই হবে। এখন যেভাবেই হোক ফলো করতে হবে ওই গাড়িটাকে।"

ওরা আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে চলল। ভাগ্য ভাল যে, সঙ্গে সঙ্গে টাটা সুমোই পেয়ে গেল একটা। গাড়ির চালক একজন টিবেটিয়ান। নাম অমিতকুমার। পঞ্চুকে দেখে আদর করে একটা ভেংচি কাটতেই বাচ্চু-বিচ্ছু ছুটে গিয়ে হাত দুটি জড়িয়ে ধরল ওঁর। বিলু, ভোম্বলও গেল।

অমিতকুমার বললেন, "এনি প্রবলেম?"

ওরা তখন ওদের বিপদের কথা শুনিয়ে মারুতি জিপসিটার নম্বর অমিতকুমারকে দিয়ে বলল, "আপনি যেভাবেই হোক ওই গাড়িটাকে ফলো করুন। আমাদের একটা ছেলে আর মেয়েকে কিডন্যাপ করে পালাচ্ছে ওরা।"

গাড়ির নম্বর দেখেই ফোঁস করে উঠলেন অমিতকুমার। বললেন, "ইয়ে মানালি যানে কা রোড হ্যায়। আর এ গাড়িকা নাম্বর যোসেফ ভার্গিস কা। চলো তো। হাম হ্যায় তুমহারা সাথ। ও শয়তান বহুতই খতরনক। লেকিন লেড়কা-লেড়কি দোনো হি মিল যায়েগা। ঘাবড়াও মাত।"

জয় ভগবান। ওরা সকলে উঠে বসল টাটা সুমোতে।

অমিতকুমার বললেন, "তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। আমি টিবেটিয়ান বুদ্ধিস্ট। একটা বিশেষ কাজে এখানে এসেছিলাম। খালি গাড়ি নিয়ে ফিরে যাব, তাই অপেক্ষা করছিলাম কোনও পার্টি যদি পাই সেই আশায়। তবে তোমাদের কাছ থেকে কোনও টাকা-পয়সা আমি নেব না। এখন এই বিপদে আমিও তোমাদেরই একজন। মানালি পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে কোনও হোটেলে ওঠবাব দরকার নেই। আমারই বাড়িতে থাকবে তোমরা। গরিবের বাড়ি। যা দু'মুঠো শাক-ভাত জোটে তাই পেটভরে খাবে। আমি মানালিতে ট্যুরিস্টদের নিয়ে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাই। তোমাদেরও দেখাব। নিয়ে যাব রোটাং পাস-এ। এই টাটা সুমোটা আমার নিজেরই। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কিনেছিলাম। টাকাও প্রায় শোধ হয়ে এসেছে।"

বিলু বলল, "সবই ভগবানের দয়ায়।"

"অবশ্যই। মানালিতে বিয়াসের তীরে আমার ঘর। শিশুরা খেলা করে। আমার গ্রামের নাম খকনাল। জিলা কুল্লু, তহশিল মানালি। পিন কোড ১৭৫১৩৬। আমার গাড়ির নম্বর—এইচ পি ০২/৫৭৭৯। আর ফোন নম্বর ৫৬০৮৫। এগুলো লিখে রেখে দাও। তোমাদের কোনও বন্ধুবান্ধবরা মানালি বেড়াতে এলে আমার ঠিকানা দিয়ে দেবে। আমি তাদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। এটাই আমার ব্যবসা তো। কাজেই উপকার হবে আমার। আমি ভাল ব্যবহার করলে তারা আমার নাম করবে, কী বলো? তবে হ্যাঁ, তোমরা যদি কখনও আমাকে ফোন করো বা কেউ করে তা হলে রাত ন'টার পরে করবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই আপ্লুত হয়ে বলল, "সত্যি, আপনার মতো লোক হয় না অমিতজি।"

শিমলা ছেড়ে অমিতকুমারের গাড়ি তখন মানালির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। যাত্রাপথে হিমালয়েব সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সকলেই। এমনকী পঞ্চুও নির্বাক হয়ে গেল সব কিছু দেখে।

বাবলু চোখ মেলে তাকাতেই দেখল আধো অন্ধকার একটি ঘরের মধ্যে কার্পেটের ওপর শুয়ে আছে সে। গায়ে একটা কম্বল চাপা দেওয়া। ওর সর্বাঙ্গে ব্যথা। তবে ওর হাত-পা বাঁধা নেই। ও কোথায় আছে, ওই তুষারক্ষেত্র থেকে মুক্তি পেয়ে কীভাবে এখানে এল, কারা নিয়ে এল ওকে, তার কিছুই জানে না ও।

একটু পরেই দেখা গেল একজন লামা একটি বাটিতে করে কী যেন নিয়ে ঘবে ঢুকল। তারপর বাটিটা একপাশে রেখে ঝুঁকে পড়ল ওর মুখের ওপর।

বাবলু অস্ফুটস্বরে বলল, "আমি কোথায়?"

উত্তরে লামা কী যে বলল, তা বোঝা গেল না। শুধু শুনতে পেল, "নামগিয়ালমা।" তারপর ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে ঘরের জানলাগুলো খুলে দিতেই দিনের আলোয় ভরে উঠল ঘর।

ঘরের দেওয়ালময় ভগবান বুদ্ধের ছবি। এক জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'ওম মণিপদ্মে হুম'।

লামা আবার কাছে এসে ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বাটিটা এগিয়ে দিল। বাবলু উঠে বসে বাটিটা হাতে নিয়ে বুঝল চায়ের পাত্র এটা। যদিও ঠান্ডা, তবু তাই খেয়ে নিল একটু একটু করে। এখন এই নিরাপদ আশ্রয়ে চা-ই জীবন।

লামা ওকে হাতের ইঙ্গিতে বসে থাকতে বলে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল ঘর থেকে।

বাবলু ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবার। বাইরের প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। কী সুন্দর দৃশ্য চারদিকের। শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। মনে হয় কোনও একটি মঠে আছে ও। সম্ভবত দোতলায়। পথে লোকজনের চলাফেরা দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগই টিবেটিয়ান। পাশেই একটি ধর্মীয় স্তূপকে ঘিরে লোকজনের আনাগোনা।

বাবলু কিছুক্ষণ এদিক-সেদিক করে যখন বাইরে বেরোবে কি না ভাবছে সেই সময় লামার সঙ্গে একজন ডাক্তারবাবু ভেতরে এলেন। এসেই বাবলুকে দেখে বললেন, "অ। তুমি এসেছ? বলো তোমার শরীরের অবস্থা এখন কীরকম?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "আমি কোথায়?"

"নামগিয়াল মঠে। এখন বলো তোমার প্রবলেমটা কী?"

"নো প্রবলেম। শুধু গা-হাত-পায়ে ব্যথা।"

ডাক্তারবাবু ওকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বললেন, "না। চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। ব্যথা মরার কয়েকটা ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।" বলে গোটা চারেক ট্যাবলেট ওর হাতে দিলেন। তারপর বললেন, "ভাগ্য ভাল যে, এই লামাদের হাতে তুমি পড়ে গিয়েছিলে। ওরাই তোমাকে উদ্ধার করে শেষরাতে নিয়ে এসেছে এখানে। ওদিকের একটা বৌদ্ধমঠ পরিদর্শন করে ফিরে আসবার সময় তোমাকে দেখতে পায় ওরা। তারপর এখানে নিয়ে আসে। যে জায়গায় তুমি আছ, এই জায়গাটা হল আপার ধরমশালা। এর নাম ম্যাকলয়েডগঞ্জ।"

বাবলু সোল্লাসে বলে উঠল, "লিট্‌ল লাসা!"

"হ্যাঁ। কিন্তু তুমি একা ওইখানে ওইভাবে পড়ে ছিলে কেন? কী হয়েছিল তোমার?"

বাবলু তখন ওর পরিচয় দিয়ে সব কথাই খুলে বলল ডাক্তারবাবুকে।

ডাক্তারবাবু বললেন, "তোমার কোনও ভয় নেই। এখানে তুমি অত্যন্ত নিরাপদ। এই মঠেই তুমি থাকবে। আমি এখানকার হসপিটালের ডাক্তার। আমার বাড়ি কাংড়ায়। যোগিন্দরনগর থেকে সবে কয়েক মাস এখানে বদলি হয়ে এসেছি আমি। প্রবাসী বাঙালি। লন্ডনেও ছিলাম বহুদিন। যাই হোক, যে মেয়ের সন্ধানে তুমি এসেছ, এখানে থেকেই তার খোঁজখবর নাও। প্রয়োজনে আমিও তোমাকে সাহায্য করব। আশা করি মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।"

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলে বাবলুও বাথরুমের কাজ সেরে পথে এসে নামল। প্রচণ্ড খিদেয় পেট যেন জ্বলে যাচ্ছে। তাই একটা দোকানে বসে ভালরকম কিছু খেয়ে নিয়ে গরম চা খেল এক কাপ। তারপর পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

কাংড়া উপত্যকার সুন্দর একটি পাহাড়ি শহর এই ধরমশালা। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ৫৫০০ ফুট। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্পে এই জায়গাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পুনর্গঠনের পর এখানে একটি স্বাস্থ্যনিবাস ও সেনানিবাস গড়ে উঠেছে। এই ধ্বংসাবশেষ এখন দু'ভাগে বিভক্ত। এর নীচের দিকটা লোয়ার ধরমশালা। ওপরে আপার ধরমশালা, ম্যাকলয়েডগঞ্জ বা ফরসিথগঞ্জ। ১৯৬০ সালে তিব্বতিরা স্বদেশ ছেড়ে এখানে এসে বসবাস শুরু করে। তারাই এর নাম দেয় লিট্‌ল লাসা। ধৌলাধার সীমানা বরাবর যে পাহাড়গুলো উঠে গেছে তারই প্রান্তরেখায় এই শৈলশহর। মনোরম আবহাওয়ার জন্য সকলেরই প্রিয় এই জায়গাটা। তবে কি না বৃষ্টিপাত একটু বেশিই হয় এখানে। তিব্বতের দালাই লামাও এখন এখানেই থাকেন। তাই এই জায়গার গুরুত্বও বেড়ে গেছে অনেক। প্রায় ৩০০০ তিব্বতি বসবাস করেন এখানে।

বাবলু এ-পথ সে-পথ করে ঘুরেই বেড়াতে লাগল শুধু। কিন্তু এই ঘিঞ্জি ও জমজমাট এলাকায় কুমকুমকে কোথায় পাবে ও। এই সময় পঞ্চুটা যদি সঙ্গে থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত ওর। ডেসডিমোনার কথা মনে পড়ল। সে কি পেরেছে দেলাং-এর কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করতে? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু ওরাই বা কী করছে এখন? বুদ্ধি করে একবার যদি ওরা কেউ এসে পড়ে এখানে তা হলে কী ভালই না হয়! মনে একটু বল পায় বাবলু। না হলে এইভাবে একা একা কি ভাল লাগে?

এখানে ছোট-বড় যত স্তূপ ছিল এক-এক করে সবই পরিদর্শন করল বাবলু। দালাই লামার আবাসস্থলে প্রণাম জানিয়ে বৌদ্ধ মঠে এল। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান হল এটাই। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির সামনে এসে ও যখন দাঁড়াল তখন সেখানে উপাসনা চলছে। শত শত বৌদ্ধ একজোটে উপাসনা করছেন সেখানে। বাবলুর খুব ইচ্ছে হল দাঁড়িয়ে একটু দেখবার। কিন্তু প্রধান লামা হাতের ইঙ্গিতে সরে যেতে বললেন ওকে। পরে শুনল উনিই বিখ্যাত দালাই লামা।

সারাদিন পথে পথে ঘুরে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ল বাবলু। তবু অনেক চেষ্টা করেও কুমকুমের সন্ধানই পেল না। শেষমেশ ঠিক করল একান্ত খুঁজে না পেলে পুলিশকেই জানাবে ব্যাপারটা। পুলিশের সাহায্য ছাড়া সন্দেহজনক জায়গায় গিয়ে তল্লাশি চালানো ওর একার পক্ষে তো সম্ভব নয়। ওই কাজ করতে গিয়ে নিজেই হয়তো মারধোর খেয়ে মরবে।

এর পর পড়ন্ত বিকেলে একটা ঘোড়া নিয়ে ও চলল ভাগসুনাথের জলপ্রপাত দেখতে। জায়গাটা ভারী মনোরম। অনেক যাত্রীরও ভিড় সেখানে। চারদিকে পাহাড়। ছোট ছোট কয়েকটি গুহাও আছে। সেইসব গুহায় বসবাস করেন অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর দল। ও সবদিক ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে

থমকে দাঁড়াল। জঙ্গলের একটি গাছের ডাল থেকে ওর সামনে লাফিয়ে পড়ল সেই কালো বেড়ালটা। তারপর হতচকিত বাবলুর পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি দিতে লাগল। আর শব্দ করতে লাগল, 'ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ।'

বাবলু সস্নেহে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই শান্ত হয়ে গেল বেড়ালটা। তারপর জঙ্গলের পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল ওকে। খাদের ধারে ছোট্ট একটি কাঠের দোতলার সামনে এসে বেড়ালটা অদ্ভুত কায়দায় উঠে গেল দোতলার বারান্দায়।

বাবলুর বুঝতে বাকি রইল না, যে ওই ঘরেই কুমকুম আছে। কিন্তু ওই বারান্দায় পৌঁছনো তো ওর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তবুও একটা পাইন গাছের ডাল ধরে খানিক ওপরে উঠেই ঘরের দিকে তাকাল ও। তাবপর জোবে একটা শিস দিতেই বারান্দায় এসে দাঁড়াল কুমকুম। সেই সুন্দরী প্রতিমা অবহেলায় অনাদরে কত ম্লান। বাবলুকে দেখেই ঠোঁটে তর্জনী রেখে শিস দিতে নিষেধ কবল কুমকুম। তারপর হাতের ইশারায় ওকে পালাতে বলল।

বাবলু চাপা গলায় বলল, "একটা দড়ি-টড়ি কিছু বেঁধে ঝুলে পড়ো না এখানে।"

কুমকুমও চাপা গলায় বলল, "কোনও উপায় নেই। তা হলে কবেই পালাতাম।"

বাবলু তবুও বলল, "তুমি তৈরি থাকো। আমি যেভাবেই হোক ঢুকব বাড়ির ভেতব।"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে ভাগসুনাথকে। ও কোনওবকমে পথ খুঁজে বাড়ির সামনে আসতেই বাগানেব দিক থেকে ভয়ংকর হাঁকডাক করে ছুটে এল ওদেরই পোষা হিংস্র একটি পাহাড়ি কুকুব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিস্তলের সাহায্য নিতে বাধ্য হল বাবলু। সেই নির্জনে নিস্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে শব্দ উঠল 'ঢিসুম'। গুলির শব্দ পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত হতে লাগল 'ঢিসুম, ঢিসুম, ঢিসুম।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বলিষ্ঠ চেহাবার একজন লোক। বড়সড় একটা পাথর নিযে লোকটার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিতেই মাটিতে লুটিয়ে পডল সে। অভ্যস্ত বাবলু তাকে ডিঙিযেই ছুটে উঠে গেল ওপবে। তাবপব দরজার শিকল খুলেই মুক্ত কবল কুমকুমকে।

আনন্দে চোখে জল এসে গেল কুমকুমেব। ও বলল, "আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। শিগগিব পালিযে চলো এখান থেকে। এখনই সবাই এসে পড়বে।"

গুলির শব্দ শুনে কয়েকজন তখন সত্যিই ছুটে এসেছে। এখন আর সিঁড়ি দিয়ে পালানো ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বাবলু ওরই মধ্যে একজায়গায় পাকিযে বাখা কয়েকটা লাইটের তাবকে বারান্দায বেঁধে সেটা ধরেই চোখ বুজে নেমে পড়তে বলল কুমকুমকে। তারপব ওদিকেব দরজায় খিল দিযে ওই একই কায়দায় নিজেও খানিকটা ঝুলে নেমে পড়ল জঙ্গলে। বেডালটাও তখন সঙ্গ নিয়েছে ওদের। ওবা আঁকাবাঁকা পথে জঙ্গল পার হয়ে আলো দেখে বড় রাস্তায় এল। তারপর কোনওরকমে টলতে টলতে জমজমাট বাজাবে।

কুমকুম সেই যে বাবলুর হাত ধরেছিল শক্ত কবে, সে হাত আর ছাডল না। বলল, "এই নিয়ে দু'-দু'বার তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে বাবলু। তোমার ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। আমার দাদা ভাল আছে তো?"

বাবলু হেসে বলল, "তোমারই কারণে কেউই আমরা ভাল নেই। এই দেখছ না, আমিই এখানে একা। বাকিরা সব কে যে কোথায় আছে তা কে জানে? এখন চলো, এই মুহূর্তে আমরা এই জায়গাটা ছেড়ে পালাই।"

যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে কুমকুমের ব্যাপারটা জানিয়ে এল বাবলু। তারপব লোয়ার ধবমশালায় নেমে মানালির বাসে চেপে ওই রাতেই পাড়ি দিল মানালির পথে।

॥ ১০ ॥

বাসে যেতে যেতে কুমকুম জানালো কীভাবে সেদিন ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। কীভাবে বেড়ালটা ওর সঙ্গ চাড়েনি। ওরা ওকে যেভাবে যেখানে নিয়ে গিয়েছিল, বেড়ালটাও আশ্চর্য কৌশলে ঠিক সেইভাবেই সেখানে গেছে। এমনকী এখনও সঙ্গ ছাড়েনি। বলে বলল, "এই দেখো, ঠিক সিটের তলায় ঢুকে শুয়ে আছে।"

বাবলু বলল, "সত্যি, এমন একটি প্রাণীকে এই প্রথম দেখলাম আমি।"

কুমকুম বলল, "এবার তোমার কথা বলো। তুমি কীভাবে এখানে এলে?"

বাবলুও তখন এক এক করে বলতে শুরু করল ওদের সব কথা। যক্ষ পর্বতের কাহিনী। দেলাংয়ের কবলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ডেসডিমোনার বিপদের সম্ভাবনা। সবই বলল। শেষে বলল, "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার পাশে তুমি আছ বা গত রাতের ওই ভয়াবহ ঘটনার পর এখনও আমি বেঁচে আছি বলে।"

কুমকুম করুণভাবে বলল, "সত্যি, আমার জন্য তোমাদের কী বিপদ। ডেসডিমোনার জন্যও দুঃখ হচ্ছে আমার। মেয়েটা কেন যে ওইভাবে আসতে গেল!"

বাবলু বলল, "মানালিতে গিয়ে যদি ওদের কারও দেখা না পাই তা হলে কিন্তু বাধ্য হব থানা-পুলিশ করতে। ওই জালান, কাঞ্জিলাল আর যোসেফ ভার্গিসকে কাঠগড়ায় না দাঁড় করিয়ে আমি ছাড়ব না। তবে জেনে রেখো ওই আপেল বাগানের দিকে হাত বাড়াতে ওদের আর সাহস হবে না। ওই বাগান যেমন তোমাদের আছে তেমনই তোমাদেরই থাকবে।"

কুমকুম বলল, "না বাবলু। এই বাগানের মোহ আমি একেবারেই ত্যাগ করেছি। এর চেয়ে দাদা যদি সত্যি-সত্যিই মানালিতে হোটেল ব্যবসা করতে চায় তো আর আমার আপত্তি নেই। হাওড়ার বাড়িটা আমরা ডেসডিমোনাকে দিয়ে দেব। মেয়েটা বড় ভাল। ভাড়াবাড়িতে থাকে ওরা। তবু নিজস্ব একটা ঠাঁই হবে ওদের। আমাদেরও কখনও ইচ্ছে হলে ওই বাড়িতেই উঠতে পারব। কিন্তু দাদাটার যে কী হল ...।"

এইভাবে রাত শেষ হয়ে ভোর হল একসময়।

বাস এসে থামল কুলুতে।

কুমকুম বলল, "তুমি ঠিক জানো, দাদা কুলুতেই এসেছে?"

বাবলু ওর পকেট থেকে সোহমের চিঠিটা বের করে দেখাল কুমকুমকে।

চিঠি পড়েই চোখে জল এল কুমকুমের। বলল, "সত্যি, ওকে নিয়ে আর পাবা গেল না। থেকে থেকে কী যে চাপে ওর মাথায়।" বলে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে বলল, "মানালি এখান থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। একবার নামবে এখানে? আমি একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে চাই ও সত্যি-সত্যিই কিছু একটা করে বসেছে কি না।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, নেমেই পড়া যাক তা হলে।"

কুলুতে তখন রীতিমতো ঠান্ডা। প্রচণ্ড শীতে হি হি করে কাঁপতে লাগল দু'জনেই। বেশি কষ্ট কুমকুমের। অপহৃতা হওয়ার পর থেকে শীতবস্ত্র বলতে কিছুই গায়ে ছিল না ওর। বাবলু তবু শিমলায় এসে সোয়েটার পরেছিল।

বাস থেকে নেমে বাবলু বলল, "এখন তো সব দোকানপত্তর বন্ধ। বেলায় বরং তোমার জন্য কিছু একটা কিনে নেওয়া যাবে।"

কুমকুম বলল, "এখনও পেলে পেতে পারি। দেখছ না চারদিকে কত আলো, লোকজন। কুলুর বিখ্যাত দশেরা মেলা এখনও চলছে এখানে। সারা দিনরাত মেলা প্রাঙ্গণে দোকানপত্তর খোলা।"

ওরা কথা বলতে বলতেই বাসস্ট্যান্ড থেকে ধাপে ধাপে ওপরে উঠল। কী সুন্দর ফেনিল উচ্ছ্বাসে এখানে বয়ে চলেছে বিপাশা। ওরা নদীর গতি দেখল। পাহাড়ের শোভা দেখল। তারপর একটা দোকানে বসে ভোরের চা খেয়ে এগিয়ে চলল ঢোলপুর ময়দানের দিকে।

বিশাল প্রান্তরে তখন মহামেলা। সারি-সারি দোকানপত্তর, নাগরদোলা কত কী। বাবলু একটা উলেনের চাদর কিনে উপহার দিল কুমকুমকে। এতক্ষণে যেন বাঁচল মেয়েটা। সেটা গায়ে দিয়েই মেলা প্রাঙ্গণ চষে বেড়াল।

রোদ উঠল একটু পরেই। কল্লোলিনী কুলু যেন হেসে উঠল কুলকুল করে। কুমকুমের খুবই পরিচিত জায়গা। বাবা-মায়ের সঙ্গে এর আগে অনেকবার এখানে এসেছে ও। তাই সবই ওর পরিচিত। দেবভূমি কুলু। ভ্যালি অব গডস। এককালে বহু মুনিঋষির তপোভূমি ছিল এখানে। মহাভারতের বিদুর বিয়ে করেছিলেন কুলুর মেয়ে সুদঙ্গীকে। হিড়িম্বাকে বিয়ে করেছিলেন মধ্যম পাণ্ডব ভীম। এর মূল প্রবাহ বিপাশা হলেও শতদ্রু, সৈঞ্জ, তীর্থন, পার্বতী ও চন্দ্রভাগার মধুর সঙ্গীতে ভরা।

মেলা দেখে শর্বরী ঝরনা পার হয়ে ওরা রঘুনাথজির মন্দিরে গেল প্রণাম জানাতে। ইনিই এখানকার প্রধান দেবতা।

কুমকুম বলল, "এই রঘুনাথজির কৃপা পেলে মানুষ বিশ্বজয়ও করতে পারে। তোমার যদি কোনও প্রার্থনা থাকে করে দেখতে পারো।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই আছে। আমার প্রার্থনা একটাই, সকল মানুষের ভাল হোক। আমরা সবাই যেন জয়যুক্ত হতে পারি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুমকুমও বলল, "আমার দাদাকে তুমি ফিরিয়ে দাও রঘুনাথ। দাদা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই।"

ওরা যখন মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে ফিরে আসতে যাচ্ছে ঠিক তখনই কে যেন ছুটে এল ওদের কাছে, "এ কী! কুমকুম দিদিমণি! তুমি এখানে কখন এলে?"

কুমকুম সবিস্ময়ে বলল, "অজিত সিং তুমি!"

"দশেরা মেলায় আমি একটা দোকান দিয়েছি।"

"আমি আজই এইমাত্র এসেছি। আমার দাদার খবর কিছু বলতে পাবো?"

"সোহম দাদাবাবু তো এসেছেন এখানে। এসেই যে কাণ্ডটা করলেন!"

শিউরে উঠল কুমকুম, "কী করেছে দাদা?"

"জালানের দফা একেবারে রফা করে দিয়েছেন।"

কুমকুম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সেখানেই। বলল, "এই ভয়টাই আমি করেছিলাম। ধরাও পড়েছে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ, ধরা পড়েছে। সারা জীবনের জন্য ধরা পড়েছে। জালানের মতো বদলোক আমি দুটি দেখিনি। উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছে তাকে।"

কুমকুম বলল, "কী হয়েছে আমার দাদার?" তুমি একটু খুলে বলো অজিতভাই।"

"তা হলে তোমরা দু'জনেই এসো আমার সঙ্গে।"

বাবলুকে ছেড়ে এবার অজিত সিং-এর হাত ধরল কুমকুম। তারপর বিপাশার তীরে প্রাসাদোপম একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

অজিত সিং বলল, "এই বাড়িটা কার চিনতে পারছ?"

"হ্যাঁ।"

"কার বলো তো?"

"রাও বীরেন্দ্র সিং-এব।"

"ওঁর একমাত্র মেয়ে সোহিনীকে সোহম দাদাবাবু বিয়ে করেছেন। মেয়েটা বোবা, কালা। কিন্তু মেয়ের মতো মেয়ে। মণিকরণের পার্বতীমন্দিরে বিয়ে হয়েছে ওদের। পরেব অনুষ্ঠানটা হবে তোমরা সকলে এলে জাঁকজমক করে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, রাও বীরেন্দ্র সিংকে ঘাঁটিয়ে এই কুলু রাজ্যে কারও বাস করা কত কঠিন। তাই জালানের বিপদটা এবার কোনদিক থেকে আসবে বুঝতে পারছ তো? শুধু জালান নয়, কাঞ্জিলালকেও পাততাড়ি গোটাতে হবে এখান থেকে। এমনকী, নারকান্দার ওই আপেল বাগান নিয়েও আব কোনও দুশ্চিন্তা থাকবে না তোমাদের।"

আনন্দে আত্মহারা কুমকুম কী যে করবে তা ভেবে পেল না। হোক না বোবা, কালা, তবুও মেয়ে তো! ভাগ্যের প্রতিবন্ধকতার জন্য তার বিয়ে হবে না, এ কি হয়? সে আর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে 'ভাবিজী ভাবিজী' করে ছুটে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর। তারপর সোহিনীকে জড়িয়ে ধরে সে কী আদর তার!

রাও বীরেন্দ্র সিং ও তাঁর স্ত্রী এসে অনেক আপ্যায়ন করলেন ওদের।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "সোহমের মতো ছেলে হয় না। আমার দুঃখের কথা শুনে ও নিজেই প্রস্তাব দিল ভাগ্যহীনা মেয়েটাকে বিয়ে করবার। এখন ওর জন্য আমারও তো কিছু করা উচিত। এই বিপদে আমিই এখন ওর সহায়।"

কুমকুম বলল, "দাদাকে দেখছি না কেন? দাদা এখন কোথায়?"

"ও আমাদের কুলগুরুকে নিয়ে জগৎসুখে গেছে। আজই বিকেলে ফিবে আসবে। তোমরা তো আছো এখন, বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

বাবলু বলল, "আমাদের আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করা চলবে না বীরেন্দ্রজী। কুমকুম থেকে গেলেও আমাকে যেতেই হবে।" বলে ওদের বিপদের কথা সবই খুলে বলল এক এক করে।

বীরেন্দ্র সিং বললেন, "কুমকুমের ব্যাপারটা আমি সোহমের মুখে শুনেছি। জালানকে এই দশেরার ময়দানে প্রকাশ্যে বেঁধে চাবকানোর ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে যোসেফ ভার্গিসের ব্যাপারটা তো জানতাম না। ঠিক আছে, তোমরা গিয়ে ডেসডিমোনার খোঁজ করো, পুলিশ প্রশাসন থেকে ভাড়াটে গুন্ডা সবারই সাহায্য আমার কাছ থেকে পাবে। আর দিন তিনেক বাদে মেলার ঝামেলাটা মিটে গেলেই এক এক করে সবাইকে দেখে নেবো আমি। যোসেফ ভার্গিসও পার পাবে না আমার হাত থেকে।"

রাও বীরেন্দ্র সিং-এর নির্দেশে কুমকুম ও বাবলুর জন্য সঙ্গে সঙ্গে নতুন পোশাক এল। মুখ মিঠারও ব্যবস্থা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হল ভালরকম। এমনকী মানালি যাওয়ার জন্য একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। ড্রাইভারকে বললেন, যে-কোনও একটা বাঙালির লজে ওদের পৌঁছে দিতে। এমনকী এও বলে দিলেন, ওখানের যা বিল হবে তা যেন ওঁর কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাবলু একা নয়, কুমকুমও চলল ওর সঙ্গে ডেসডিমোনার খোঁজে। কুলু থেকে সুন্দর পার্বত্য পথে এগিয়ে চলল ওরা মানালির দিকে।

মানালিতে এসে শান্তিনিকেতন লজে উঠল ওরা। বীরেন্দ্র সিং-এর গেস্ট বলে ভালই খাতির হল ওদের। স্বপন পাহাড়ি নামের একটি ওদেরই বয়সি ছেলে এসে মনোমতো একখানি ঘর খুলে দিতেই সকলের পাশ কাটিয়ে সুড়ুত করে ভেতরে ঢুকে পড়ল আদরের সেই ব্ল্যাকি বেড়ালটা।

বাবলু বলল, "স্ট্রেঞ্জ! এতক্ষণ কোথায় ছিল এটা? এর কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমি।"

কুমকুম বলল, "ও ওইরকমই। আমার সঙ্গ ও কিছুতেই ছাড়ে না।"

যাই হোক, ঘরের দখল নিয়েই ওরা চলল মানালির পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। কুমকুমের পরিচিত জায়গা। তাই কোনও অসুবিধে হল না। প্রথমেই এল ওরা বিয়াসের তীরে। তিনদিক ঘেরা তুষার পর্বতের বুক চিরে দুর্বার গতিতে নেমে আসছে দুরন্ত বিপাশা। আর তারই কলধ্বনিকে ছাপিয়ে শোনা গেল পঞ্চুর কণ্ঠস্বর, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ।"

বাবলু উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "পঞ্চু! পঞ্চু কাম হিয়ার। আমরা এসে গেছি। পঞ্চু!"

শুধু পঞ্চু নয়, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন ছুটে এল হইহই করে। নদীর গর্ভে বসে ভোম্বল ছবি তুলছিল সকলের। বাবলুকে দেখেই ছবি তোলা মাথায় উঠল ওর। এসেই বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবলু তুই বেঁচে আছিস? আমরা তো ভাবলাম ওই অগ্নিকাণ্ডেই শেষ হয়ে গেছিস।"

বাবলু বলল, "আগুনের ব্যাপারটা তোরা কীভাবে জানলি?"

বিলু তখন সব বলল। তারপর বলল, "কুমকুমকে তুই কোথায় পেলি?"

বাবলুও ওর কথা বলল সব। তারপর বলল, "শুধু হারাতে হল ডেসডিমোনাকেই।"

সকলেরই মুখে এবার দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এল।

কুমকুম বলল, "তোমরা এখানে কোথায় উঠেছ?"

বিচ্ছু বলল, "এখানে আমরা এক বন্ধু পেয়েছি। খকনালে তাঁরই বাড়িতে উঠেছি আমরা। উনিই বললেন, এই বিয়াসের তীর ছেড়ে সারাদিনে কোথাও যেও না তোমরা। কেন না বাবলুভাই মানালিতে এলে এখানে একবার আসবেই। এখন দেখছি তাঁর কথাই ঠিক।"

বাবলু বলল, "আমরা যখন সবাই একসঙ্গে হয়ে গেছি তখন আর আলাদা থাকবার দরকার নেই। যা, তোদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আমাদের লজে চলে আয়।"

মহা উল্লাসে ওরা তাই করল। অমিতকুমারের পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা করে চলে এল লজে।

স্বপন পাহাড়ি ওদের দলবল দেখে বেশ একটি বড়সড় স্যুইট দিয়ে দিল ওদের। তারপর হেসে বলল, "কী করেছ তোমরা? কুকুর বেড়াল সব টেনে নিয়ে এসেছ একধার থেকে? তা দেখো ঘরদোর যেন নোংরা না করে ওরা।"

বাবলু বলল, "ওই একটা ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

"এখন বলো ক'টা মিল লাগবে তোমাদের?"

"আমরা ছ'জন। আর আমাদের এই আদরের দু'জন। কী-কী পাওয়া যাবে তোমাদের এখানে?"

"ভাত, ডাল, ভাজা, পোস্ত, ফুলকপি, পুঁইশাক, মাছ, মাংস, ডিম সবই পাবে। একেবারে পুরোপুরি বাঙালি খানা।"

বাবলু বলল, "বেশ। আমাদের জন্য সবই তা হলে রেডি রেখো। আমরা একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসি তা হলে?" বলে ঘরে মালপত্তর রেখে চাবি দিয়ে পথে নামল। তারপর সবাই এক কাপ করে চা খেয়ে বলল, "এখন তা হলে কোথায় যাওয়া যায়?"

কুমকুমের পরিচিত জায়গা। বলল, "কোথায় আবার? মানালির স্বর্গ হল হিড়িম্বা মন্দির। চলো সবাই সেখানেই যাই।"

ওরা পায়ে পায়ে বিয়াসমুখী হয়ে কিছু পথ এগোতেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে দেখা হয়ে গেল অমিতকুমারের সঙ্গে। টিবেটিয়ান যুবক। বাবলুর মুখের দিকে দীপ্ত চোখে তাকিয়েই বললেন, "এই তোমাদের বাবলুভাই?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "হ্যাঁ। এই আমাদের বাবলুভাই। আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এখন আপনি আমাদের হিড়িম্বা মন্দিরে নিয়ে চলুন।"

অমিতকুমার বললেন, "শুধু হিড়িম্বা মন্দির কেন? আর কিছু দেখবে না? এখানে যা যা দেখবার আছে সবই আমি দেখিয়ে দেবো। এখানের প্রধান আকর্ষণের মধ্যে হল মানালি কেলং লে হাইওয়ের ওপর বশিষ্ঠ কুণ্ড। সেখানে তুষারে মোড়া পর্বতের কোলে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। আর আছে পুরনো মানালিতে মনু টেম্পল। অমন মন্দির কোথাও দেখতে পাবে না। বাজারের মধ্যে আছে টিবেটিয়ান মনাস্ট্রি। ওটা অবশ্য তোমরা বিকেলেই দেখে নিতে পারবে। ওখানে ধর্মচক্র ঘুরিয়ে মোক্ষলাভও করতে পারো। আর আছে হিড়িম্বা মন্দির। নাও, সবাই উঠে বসো গাড়িতে।"

বাবলু বিনীতভাবে বলল, "এতসব ঘুরতে কত লাগবে অমিতজি?"

"ভাড়ার কথা তোমাদের কী বলব বলো? আমাদের অ্যাসোশিয়েশনের রেট হচ্ছে সাড়ে তিনশো টাকা। এখন যা তোমরা দেবে। কোনও দরদাম করব না আমি তোমাদের সঙ্গে।"

অমিতকুমারের গাড়িতে চেপে বিপাশা নদী পার হয়ে প্রথমেই এল ওরা বশিষ্ঠ কুণ্ডে। চারপাশেব কী মনোরম দৃশ্য সেখানকার। শুধু ওরা নয়, পঞ্চুও মোহিত হয়ে গেল সেই দৃশ্য দেখে। কৃষ্ণমার্জারও সকলের নজর এড়িয়ে কীভাবে চলে এসেছে ওদের সঙ্গে তা কে জানে? রূপালি বরফের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেও। কত লোক যে এসেছে এখানে তার ঠিক নেই। বরফের দেশে গরম জল। প্রকৃতির কী আশ্চর্য অবদান। কত লোক স্নান করছে। পিকনিক করছে। খুবই ভাল লাগল জায়গাটা। এর পর ওরা আরও দু'-একটি দর্শনীয় স্থান দেখে চলে এল হিড়িম্বা মন্দিরে।

মানালি শহব থেকে পাঁচ কিমি দূরে একটি পাহাড়ের ওপবে এই হিডিম্বা মন্দির। বেড়াতে বেড়াতে অনেকে হেঁটেও আসেন এই মন্দিরে। অত্যন্ত রমণীয় স্থান। এই জায়গার প্রাকৃতিক অবস্থানটা এমনই যে, প্রথম দর্শনেই মন ভরে যায়। মন্দিরকে কেন্দ্র কবে যেন ছোটখাটো একটা মেলা বসে গেছে এখানে। কেউ ঘোড়ায় চেপে ঘুরছে। কেউ ইয়াকেব পিঠে চাপছে। কেউ বা হিমাচলবাসিনীদের সাজপোশাক ভাড়া নিযে ছবিব পব ছবি তুলছে।

মহাভাবতেব মতে, হিড়িম্বা বাক্ষসী হলেও এখানে তিনি দেবী হাদিম্বা। মালকানগিবি অঞ্চলে যেমন দেবী হলেন শূর্পণখা। ঘন পাইনবনে ঘেরা হিড়িম্বার মন্দিরে এসে অভিভূত হল সবাই।

বাবলু অবাক বিস্ময়ে বলল, "জীবনে এই প্রথম আসছি এখানে। অথচ আশ্চর্য দ্যাখ, মনে হচ্ছে কতবাব এসেছি।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও বলল তাই, "খুবই চেনা চেনা লাগছে জায়গাটা। মনে হচ্ছে যেন অনেক, অনেকবার এসেছি এখানে।"

কুমকুম হেসে বলল, "মনে হওয়ার কারণও আছে। এই জায়গাটা ইদানীং বিখ্যাত হয়েছে একটা হিন্দি ছবির জন্য। ওই ছবিটা বাববার হয়েছে টিভিতে। নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ কোনও না কোনও সময়।"

এইবার সব মনে পড়ল ওদের।

মন্দির দর্শনের পর চারদিক ঘুবে বেড়িয়ে সুন্দর নির্জনে একটি প্রশস্ত শিলাখণ্ডের ওপর বসে প্রকৃতিকে অনুভব করতে লাগল বাবলু, আর ভাবতে লাগল কীভাবে ডেসডিমোনাকে খুঁজে বেব করবে। বা সে এখন কোথায়? বিলু, ভোম্বলরা গেল বাচ্চু, বিচ্ছু ও কুমকুমকে নিয়ে সাজ পরিয়ে ছবি তুলতে। সেইসঙ্গে দুষ্টুদুটোও গেল ওদের ক্যামেরাবন্দি হতে। পঞ্চুর সঙ্গে বেড়াল বন্ধুব তখন সে কী ভাব! মনের আনন্দে চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগল ওরা।

বাবলু যখন বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে, তেমন সময় ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভেতর থেকে কালো পোশাকে মুখ ঢেকে দু'জন লোক এসে ওর পেছনে দাঁড়াল। একজন ওর পেটের কাছে রিভলভার ধরতেই আর একজন জামার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল একটা ঝোপের ভেতর। পেটের কাছে রিভলভারের নল থাকায় টুঁ শব্দটি করতে পারল না বাবলু। ওরা ওকে আরও উচ্চস্থানে নির্জনে নিয়ে গিয়ে দ্রুততার সঙ্গে হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে দিল। একজন তবুও শক্ত করে ধরে রইল ওকে। আর একজন রিভলভারটা ধরে রইল ওর বুকের কাছে।

সেখানেই একটি ওক গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে আপেল খাচ্ছিল দেলাং। এবার সে উঠে এসে হিংস্র চোখে বাবলুর মুখোমুখি হয়ে বলল, "মেরা বহিন কাঁহা হ্যায়?"

বাবলু হাতের একটা আঙুল আকাশের দিকে তুলে বলল, "উধার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিৎকার করে উঠল দেলাং, "নেহি। ও কভি হো নহি সকতা।"

বাবলু বলল, "অ্যায়সা হি হুয়া।"

দেলাং আর থাকতে না পেরে সজোরে বাবলুর মুখে একটা ঘুষি মারতেই হাত বাঁধা অবস্থায় ছিটকে পড়ল বাবলু। দেলাং ওকে আবার তুলে দাঁড় করিয়ে বলল, "ঠিক সে বোলো উয়ো কাঁহা হ্যায়?"

বাবলুও এবার রহস্য করে বলল, "তার আগে বলো ডেসডিমোনা কোথায়?"

"সে আছে।"

"তা হলে সে-ও আছে।"

"আমি তাকে ফিরে পেতে চাই।"

"আমিও ফিরে পেতে চাই ডেসডিমোনাকে।"

দেলাং এবার একটু শান্ত হয়ে বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, "কাল রোহতাং মে আনা। বিয়াস কুণ্ড-কে পাস। ডেসডিমোনা মিল জায়গা।"

দেলাংয়ের নির্দেশে ওর লোকেরা এবার মুক্তি দিল বাবলুকে। পড়ে যাওয়ার ফলে ঠোঁটের একটা পাশ কেটে গিয়েছিল বাবলুর। ও সেটাকে রুমাল চেপে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে।

বাবলুর ওই অবস্থা দেখে উত্তেজিত হল সবাই। তবুও ডেসডিমোনাকে ফিরে পাওয়ার ক্ষীণ একটু আশা দেখা দেওয়ায় ওরা অধৈর্য হল না। সারাদিন ধরে পরিকল্পনা করল কীভাবে ওদের ফাঁদে ফেলে ডেসডিমোনাকে বের করে নিয়ে আসা যায় ওদের খপ্পর থেকে।

সন্ধের পর সোহমও ফোনে যোগাযোগ করল ওদের সঙ্গে। দাদার সঙ্গে কথা বলার পর কুমকুমের যেন আনন্দের আর শেষ রইল না।

পবদিন সকাল হতেই অমিতকুমারের গাড়িতে সদলে রওনা হল ওরা রোটাংয়ের দিকে। স্ক্রুর প্যাঁচের মতো পাক খেয়ে খেয়ে তুষারমালার অনেকটা ওপরে ওঠার পর এক জায়গায় ওরা বরফে হাঁটার জন্য জুতো ও গরমের পোশাক ভাড়া নিল। তারপর মারী বা মারহি নামে এক জায়গায় এসে গেট খোলার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

এখানে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মতো অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ ওরা ওদের মনোমতো নাস্তা কিছু সেরে নিল। পঞ্চু আর ওব সঙ্গী বেড়ালটা একবার নামল বটে, পরক্ষণেই আবার উঠে পড়ল গাড়িতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অমিতকুমারের সঙ্গে ছোট্ট এলাকাটা চষে ফেলল কয়েক মিনিটের মধ্যে। এরই মধ্যে একটি হোটেলের দিকে ওদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অমিতকুমার বললেন, "এই হোটেলটার মালিক হলেন যোসেফ ভার্গিস। কেমন রমরমা দেখছ?"

যদিও খাওয়ার হোটেল, তবুও ট্যুরিস্টের ভিড়ে জমজমাট।

গেট খুলতেই গাড়িতে এসে বসল সবাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢুকে পড়ল রোটাং পাস-এ।

গাড়ির পর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কত ট্যুরিস্টের ভিড়। মনের আনন্দে বরফের গোলা পাকিয়ে লোফালুফি করছে কতজন। অমিতকুমার বললেন, "যাঁরা বাসে আসেন তাঁদের যাত্রা এখানেই শেষ। অনেক প্রাইভেট গাড়িও এই পর্যন্ত এসে আর যেতে চায় না। আমি কিন্তু যাত্রীদের আরও ওপরে নিয়ে যাই। এর ওপরের দৃশ্য আরও মনোরম। তুষারের মরুভূমি সেখানে। গেলে মনে হবে গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছে গেছ। তবে তোমাদের ভাগ্য খুব ভাল যে, আজ এখানে হাওয়া নেই। কাল পর্যন্ত নাকি যা হাওয়া ছিল তাতে বহু ট্যুরিস্ট বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারেননি।"

বাবলু বলল, "বিয়াসকুণ্ডটা তা হলে কোথায়?"

"ওই ওখানেই।"

কথা বলতে বলতেই ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল ওরা। অমিতকুমার গাড়ি একপাশে রেখে বললেন, "তোমরা এখানে ঘোরো, বেড়াও, স্কি করো, আর চেষ্টা করে দ্যাখো কাজের কাজ কিছু করতে পারো কি না।"

লোকজনের ভিড় এখানে তেমন একটা নেই। গাড়ি থেকে নেমে মহানন্দে ওরা সবাই বরফের ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে লাগল। ভাগ্যিস জুতো, পোশাক ভাড়া নিয়েছিল, না হলে এত কষ্ট করে এখানে আসাটাই সার হত ওদের। বাচ্চু-বিচ্ছু তো একশো টাকা জমা দিয়ে স্কি করতেই লেগে গেল। কুমকুমও মেতে উঠল ওদের সঙ্গে।

বিপদ হল পঞ্চু আর বেড়ালটার। ওরা শীতে জড়সড় হয়ে এক জায়গায় বসে রইল চুপচাপ। কিছুতেই বরফে নামতে সাহস করল না। আসলে বরফের মজাটা পঞ্চু ভালই টের পেয়েছে নারকান্দাতে গিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু আর বিলু তুষার মাড়িয়ে বিয়াসকুণ্ডে এল। কিন্তু কোথায় কে? কেউই নেই সেখানে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন কারও দেখা পাওয়া গেল না, বাবলু তখন বিলুকে সকলের দিকে নজর রাখতে বলে হাইওয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলল আরও ওপরের দিকে।

খানিক এগোনোর পরই ও দেখতে পেল পরপর দুটি মিলিটারি কনভয় পার হয়ে গেল এই পথ দিয়ে। বাবলুর মনে হল, নিশ্চয়ই এদেরই ভয়ে আত্মপ্রকাশ করছে না কেউ ওরা। হয়তো তাই।

যেতে যেতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ও। দেখল একটি প্রস্তর ফলকে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে 'রোটাং জোট'- ১৩৪০০ ফিট। অর্থাৎ সমুদ্রতল থেকে এই জায়গাটা ৩৯৭৮ মিটার উঁচুতে। লাহুল ও স্পিতি জেলায় অবস্থিত। এখান থেকে বিয়াসকুণ্ডটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেখানে কোনও লেক নেই। বাবলু দূর থেকে বিলুকে হাত নাড়লে বিলুও জানাল, অবস্থা আগেরই মতো।

এমন সময় লাহুল স্পিতির দিক থেকে ছবির মতো ফুটে উঠে একটি জিপ এসে থামল বাবলুর সামনে। জিপের ভেতর থেকে ডেসডিমোনাকে নিয়ে নেমে এল দেলাং। বাবলুর মতো একই কায়দায় পিছমোড়া করে বাঁধা ডেসডিমোনার হাতদুটো। দেলাং ওর রগের কাছে রিভলভার ঠেকিয়ে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল ওর দিকে। সঙ্গে এল পিস্তলধারী দু'জন বডিগার্ড। আর সবার পেছনে এলেন ভীষণদর্শন লালমুখো মি. যোসেফ ভার্গিস। বাবলু যদিও এর আগে কখনও দেখেনি ওঁকে, তবুও ওঁর চেহারাই ওঁর পরিচয়।

বাবলুর পায়ের নীচে ওখন রোটাং পাস। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে ও পশ্চিমে চিরতুষারের ক্ষেত্র। মাথার ওপব আকাশ। এবং সামনে মৃত্যুর বিভীষিকা। ধারেকাছেও কেউ নেই ওর। ও এখানে একা। সম্পূর্ণ একা।

দেলাং হিসহিস করে বলল, "হেলাং কো জলদি লাইয়ে জনাব।"

বাবলু বলল, "আগে ডেসডিমোনাকে ফিরিয়ে দাও।"

"ইউ আর এ ভেরি ক্লেভার বয়। কোনওরকম চালাকি করতে আসবে না আমার সঙ্গে। আমাব বহিনকে আগে নিয়ে এসো, তারপরে তুমি ডেসডিমোনাকে পাবে।"

বাবলু বলল, "ও গেলে তবেই আসবে হেলাং। সে না আসা পর্যন্ত আমি তো আছি এখানে।"

যোসেফ ভার্গিস এবার ইঙ্গিতে মুক্তি দিতে বললেন ডেসডিমোনাকে।

বাবলু বলল, "ওরা বিয়াসকুণ্ডের কাছে স্কি করছে। তুমি গিয়ে এখনই ওদের পাঠিয়ে দাও ডেসডিমোনা।"

ডেসডিমোনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "আমার জন্য তুমি মরবে বাবলু। আমি মুক্তি পেলেও ওরা তোমাকে ছাড়বে না। যোসেফ ভার্গিসের বাংলোয় আগুন দেওয়ার বদলা নেবে ওরা তোমাকে অগ্নিদগ্ধ করে।"

বাবলু বলল, "সে যা হওয়ার হবে। এখন তুমি যাও।"

দেলাং তীব্র একটা ধমক দিল, "ডোন্ট ডিলে। গো অ্যাহেড। অ্যান্ড কুইক।"

ডেসডিমোনা নতমস্তকে এগিয়ে চলল হাইওয়ে ধরে।

যোসেফ ভার্গিস বললেন, "তুমি সাপের গর্তে পা দিয়েছ বেঙ্গলি বয়। এর ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।"

বাবলু বলল, "মি. ভার্গিস! আপনার গর্তে কি আমি নিজের থেকে হাত দিয়েছিলাম? না কি যক্ষ পর্বতের চুড়ো থেকে আপনার নিয়তিকে আপনি নিজেই ডাকিয়ে এনেছিলেন?"

"ইউ উইল ডাই। তুমি মরবে।"

"আপনিও বাঁচবেন না মি. ভার্গিস। আর এও জেনে রাখুন, হেলাং এখন এমনই এক জায়গায় পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে আর ওর ফিরে আসা সম্ভব নয়। নাউ নো ওয়ান ক্যান রিচ হার।"

দেলাং চিৎকার করে উঠল, "প্রতারক। শয়তান। আই হেট ইউ। আই কিল ইউ।" বলে রিভলভারটা ওব দিকে তাগ করতেই যেন মহাশূন্য থেকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বিশ্রী চেহারার কালো বেড়ালটা। তারপর আঁচড়ে ছিঁড়ে ফালাফালা করে নিদারুণ আক্রোশে ফ্যাঁসফ্যাঁস করতে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করে দু'হাতে বেড়ালটার গলা টিপে পাশের গ্লেসিয়ারের ঢালে লুটিয়ে পড়ল দেলাং। বেড়ালটারও তুষার সমাধি হল ওরই সঙ্গে। দেলাং-এর বডিগার্ডদের লক্ষ তখন বাবলু। কিন্তু ওরা কিছু করার আগেই বাবলুর পিস্তল গর্জে উঠল 'ঢিসুম—ঢিসুম।'

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, কুমকুম আর ডেসডিমোনা তখন হইহই করে ছুটে এসেছে। সেইসঙ্গে এসেছে অনেক, অনেক লোক। অমিতকুমারও ছুটে এসেছেন 'মার, মার' রবে। আহত বডিগার্ড দু'জনকে ধরে ফেলল সবাই।

আর যোসেফ ভার্গিস? তাঁর জন্য তো পঞ্চু ছিলই। সে প্রচণ্ড হাঁকডাক করে এমনভাবে তেড়ে এল যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভার্গিস তখন মহা আতঙ্কে কোনদিকে পালাবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। পঞ্চু তাঁকে ভীষণ তাড়া করে ছুটিয়ে নিয়ে চলল লাহুলের দিকে। সেই মুহূর্তে সেনাবাহিনীর একটি কনভয় এসে পড়াতেই ভার্গিসের খেলা শেষ।

এদিকে একটু পরেই একগাড়ি পুলিশ নিয়ে সোহমও এসে হাজির হল সেখানে। রাও বীরেন্দ্র সিংও ছিলেন সেই গাড়িতে। পুলিশ অফিসার সবার সামনেই হাতে হাতকড়া পরালেন ভার্গিসের। সোহমের মুখ থেকেই জানা গেল, জালান ও কাঞ্জিলালকেও খুন ও জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এখন ওদের কোনও বিপদ নেই। তাই এবারে ফেরার পালা।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই ডেসডিমোনা বলল, "সব শেষ হলে আরও কিছু থাকে বাকি। এমন সুন্দর মুহূর্তের একটা ছবি তুলে রাখবে না তোমরা?"

ভোম্বল বলল, "ও হ্যাঁ তাই তো।" বলেই ক্যামেরায় শাটার টিপল, ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক।

রাও বীরেন্দ্র সিং বললেন, "একটা কেন, একাধিক ছবি তোলো। তবে কি না কুলুর দশেরা মেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে কেউই যেয়ো না তোমরা। আমার ওখানে তোমাদের সবারই সাদর নিমন্ত্রণ।"

ডেসডিমোনা বলল, "আপনার নিমন্ত্রণ আমরা সানন্দে গ্রহণ করলাম। সেইসঙ্গে অভিনন্দন জানাই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। যাদের উৎসাহে এই রোটাং পাস-এ আমাদের আসা।" বলেই শূন্যে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ছাড়া সবাই বলল, "হিপ্ হিপ্ হুরর রে।"

এমন সুন্দর পরিণতির মধ্যে বেড়ালটার জন্যই একটু দুঃখ রয়ে গেল। কুমকুমের চোখে জল। সেইসঙ্গে সোহমেরও।

ডেসডিমোনা পঞ্চুকে আদর করে বলল, "কী রে! তুই কিছু বললি না?"

শীতে কাঁপতে কাঁপতে আকাশের দিকে মুখ তুলে পঞ্চুও এবার ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"